পদোন্নতি পাচ্ছেন ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার পৃষ্ঠা ২৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

30 May 2024, Thursday, 8th Year, Issue 376, 40 Pages

আকাশ থেকে লাফিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি আশিক পৃষ্ঠা ২৯

৩০ মে ২০২৪, ১৬ জ্যেষ্ঠ ১৪৩১, ২২ জিলকদ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, ৮ম বর্ষ , সংখ্যা ৩৭৬, পৃষ্ঠা: ৪০

আজিজ, বেনজির এবং আজীম কাহিনী

দুই বাহিনীর প্রধানের দুর্নীতি এবং এক সংসদ সদস্যের নির্মম মৃত্যু দেশে বেশ আলোচিত হচ্ছে।

তানভীর সিদ্দিকী

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক আলোচিত ঘটনা নাড়া দিয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি বিষয়ে এমন ঘটনা জাতি কখনো দেখেনি। দুই বাহিনীর প্রধানের ভয়াবহ দুর্নীতি এবং এক সংসদ সদস্যের নির্মম মৃত্যু দেশে বেশ আলোচিত হচ্ছে। জেনারেল (অব.) আব্দুল আজিজ, সাবেক পুলিশ বাহিনীর প্রধান

■ সরকারের অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির খন্ড চিত্র এই তিনটি ঘটনা।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

জে. আজিজ ও বেনজীরকে নিয়ে যা বলল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ম্যাথিউ মিলার

দুর্নীতির অভিযোগে আলোচিত সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদ ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদকে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে প্রশ্ন উঠেছে। বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তাঁদের ব্যাপারে প্রশ্নের জবাব দেন মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে আ.লীগের দু'গ্রুপের হাতাহাতি

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা

বিশেষ প্রতিনিধি

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদকে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি (জেএফকে) বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে চরম হট্টগোল ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় ২৯ মে বুধবার রাত সোয়া ৯টার দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছালে তাঁকে ফুল দেওয়াকে

কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। উভয়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির এক পর্যায়ে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ঐতিহাসিক কলঙ্ক!

ডোনাল্ড ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত

ইব্রাহীম চৌধুরী

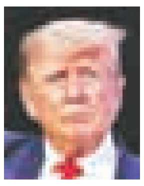

ডোনাল্ড ট্রাম্প

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিউইয়র্কের আদালতে দণ্ড দেয়া হয়েছে। ব্যবসার রেকর্ডপত্র জালিয়াতিসহ ৩৪ বিবিধ অপরাধের সব কয়েটিতেই জুরী

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

আজীমের খুনি আক্তারুজ্জামান শাহীন যুক্তরাষ্ট্রে

ইমা এলিস

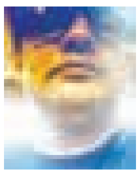

আক্তারুজ্জামান

বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী আক্তারুজ্জামান শাহীন। ঘটনার দিন তিনি ভারতেই ছিলেন। এরপর পরই তিনি দেশে ফেরেন

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্যারেড ২৬ মে মেমরিয়েল ডেতে জ্যাকসন হাইটসে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ প্যারেড। এতে দেশজ সাজে সেজে বাংলাদেশি নারীরা যোগ দেন। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, আড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমূদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

Contact Us

Phone: 718-790-2664
Email: tribunest@gmail.com
40-38 75th Street, Elmhurst, NY 11373
www.tribunest.com

One of the top immigration law firms in the USA

raju law

আপনি জানেন কি?

আমেরিকায় আসার এক বছরের মধ্যে যেকোনো সময় অ্যাসাইলাম আবেদন করতে পারবেন

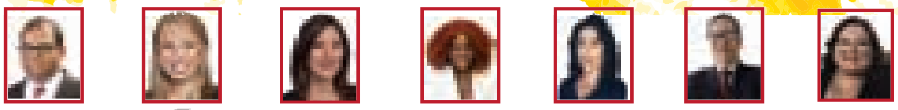

Raju Mahajan, Esq. | Chelsea Smith, Esq. | Rachael Eva Warner Gilburd, Esq. | Ericline M. Williams, Esq | Stephanie Mazzotta, Esq. | John P. Yun, Esq. | Amanda V. Skiscim, Esq.

NEW YORK OFFICE
118-35 Queens blvd.
Suite 400, Forest Hills
NY 11375

Head Office (Washington DC) 301-919-3610
Branch Offices
Los Angeles
323-499-5815
213-729-9345

GEORGIA
770-655-9166
458-272-5793
BANGLADESH
01602-270365
01760-697648 (F-1)
01728-383454 (F-1)

934-345-7003
info@rajulaw.com
833-725-8529 (24x7)

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরার্মশ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি

সুরাইয়া রহমান

CENTERLIGHT
Healthcare PACE
55+ বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য
অল-ইনক্লুসিভ কেয়ার কর্মসূচি
Medicare ও Medicaid-এর কভার করা সব পরিষেবা ও প্রেসক্রিপশনের ওষুধের জন্য একটি পরিকল্পনা:
• চিকিৎসা সেবা
• ভিজিটিং নার্স
• দাঁত, দৃষ্টি, শ্রবণ
• প্রেসক্রিপশনের ওষুধ
• ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC)
• শারীরিক ও অকুপেশনাল থেরাপি
• বাড়িতে স্বাস্থ্য সহায়তাকারী
• প্রাপ্তবয়স্কদের ডে সেন্টার
• বিনোদন ও আহার
• পরিবহন এবং অন্যান্য।
সেইসাথে - প্রাত্যহিক জিনিসপত্র যেমন মুদি এবং প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের জন্য আমাদের My Needs Card নিন**
আরো তথ্যের জন্য, ফোন করুন:
1-877-286-PACE (7223) | TTY 711 MON-FRI 8AM-8PM
centerlighthealthcare.org
*পরিষেবা, প্রেসক্রিপশনের ওষুধ এবং IDT দ্বারা নির্ধারিত OTC-এর জন্য চিকিৎসাগত আবশ্যকতা।
**My Needs Card, PACE স্ট্যান্ডার্ড বেনিফিট প্যাকেজের অধীন প্রয়োজনীয় বা ইতোমধ্যে সরবরাহ করা Medicare এবং/অথবা Medicaid-এর কভার করা পরিষেবাগুলির বিকল্প নয়।
H3329_KeepingPACE2022_Newspaper_Approved 10132022 Bengali
বার্ধক্যের গতির সাথে
তাল মিলিয়ে চলা

আপনাকেই বলছি!!!
+1 347 279 8366 , +1 347 476 7522,
CENTRE FOR IMMIGRATION AND VISA ASSISTANCE (CIVA)

Bangladesh to USA

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

Speeding ruins lives.
Slow down.
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY
DOT
Ydanis Rodriguez
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

সম্পাদকীয়

মে হয়ে উঠছে ঘূর্ণিঝড়ের মাস, বাড়ছে বিপদ

বিগত কয়েক বছরে মে মাসে বারবার আছড়ে পড়ছে ঘূর্ণিঝড়। মে মাস মানেই যেন ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ার শঙ্কা। আইলা, আমফান, ইয়াস বা অশনির পর মোখা-ঘূর্ণিঝড়গুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেই মে মাসেই। মে মাসে কেন ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা এত বেশি?

আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, ২০০৯ সালে ২১ মে, বঙ্গেপসাগরে তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড় আইলা, উপকূলে যা আছড়ে পড়ে ২৫ মে। ২০১৯ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় ফণি এবং ২০২০ সালের মে মাসে এসেছিল আমফান। ২০২১ সালের মে মাসের শেষ দিকে বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন হয় ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। আর ২০২২ সালের ৭ মে ধেয়ে এসেছিল অশনি। ২০২৩ সালে ১৪ মে ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত হানে বাংলাদেশে।

এবার আলোচনা শুরু হয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'রিমাল' নিয়ে, যা বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছে ২৬ মে। সেক্ষেত্রে অনেকেরই প্রশ্ন, বারেবারে এই মে মাসেই কেন তাণ্ডব চালায় ঘূর্ণিঝড়? এর নেপথ্যে কি কোনো ভৌগলিক বা বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে? কারণ হিসেবে আবহাওয়াবিদরা বলছেন, প্রাক বর্ষার মৌসুমে এপ্রিল এবং মে মাসই ঘূর্ণিঝড়ের উপযুক্ত মৌসুম। এর মধ্যে মে মাসে ঘূর্ণিঝড় সবথেকে বেশি হয়। মে মাসে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ থাকে। বেশ কয়েকটি কারণে উপরে এই ঘূর্ণিঝড় নির্ভর করে। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রার উপর ঘূর্ণিঝড়ে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে। সাধারণত ন্যূনতম তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলেই তা ঘূর্ণিঝড়ের জন্য উপযুক্ত। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির জন্য তা অনুকূল।

অন্যদিকে, হাওয়া উপরের দিকে উঠতে থাকলেও ঘূর্ণিঝড় হওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপরে এসে অনেক দুর্বল ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপও ফের সজীব হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন মহাসাগর থেকে কোনো ঘূর্ণাবর্ত বা নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরের উপরে পৌঁছে তা ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্যও অনেক সময় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে পারে। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং সাধারণ ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা কমছে। এই সাগরে নিম্নচাপ সৃষ্টিও আগের চেয়ে কমেছে। ১৯৪৮ থেকে সর্বশেষ ২০২৩ সাল পর্যন্ত আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুবিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বের অন্যান্য সাগরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গোপসাগরেও তাপমাত্রা বাড়ছে। এর ফলে ঘূর্ণিঝড়গুলো হয়তো তীব্র হচ্ছে। কিন্তু এর সংখ্যা কমছে। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে সমুদ্রপৃষ্ঠেরও তাপমাত্রা সমানভাবে বৃদ্ধির ফলে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সহায়ক পরিবেশে বিঘ্ন ঘটছে। নিম্নচাপ ও এর ফলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়লে উপকূল শুধু নয়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষি, পরিবেশ ও অর্থনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে।

১৯৪৮ থেকে ২০২৩ সাল অর্থাৎ মোট ৭৫ বছরের বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড়, প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং নিম্নচাপের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন জলবায়ুবিশেষজ্ঞরা, সেই অনুযায়ী, ৭৫ বছরে বঙ্গোপসাগরে ১৫১টি প্রবল ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ঘূর্ণিঝড় হয়েছে নভেম্বর মাসে—৫১টি। এরপরই বেশি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে মে মাসে—৩০টি। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে অক্টোবর মাসে—২৯টি।

১৯৪৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রতি দেড় দশক ধরে হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সময়ে ঘূর্ণিঝড় উৎপত্তি হয়েছে ২০টি। সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় হয়েছে ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়ে। এ সময় ৫২টি ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয় বঙ্গোপসাগরে। এর পরই রয়েছে ১৯৭৮ থেকে ১৯৯২ সাল। এই সময়ে উৎপত্তি হওয়া প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ছিল ৩০। ১৯৯৩ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সময়ে ২২টি, এরপর ২০০৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সময়ে ২৪টি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়েছে।

বছরের হিসাবে সবচেয়ে বেশি ছয়টি ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয়েছিল ১৯৬৮ সালে।

গত রোববার আঘাত হানা প্রবল ঘূর্ণিঝড় রিমাল ঘূর্ণিঝড় আকারে সৃষ্টি হয় শনিবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে। এটি ২৪ ঘণ্টা পর আঘাত হানে। এটাকে অনেকটা অস্বাভাবিক বলছেন আবহাওয়াবিদরা। তাদের মতে, গত বছর আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় হামুন এবং আইলাও সৃষ্টি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে আঘাত হানে। এর অর্থ হলো, এখন ঘূর্ণিঝড়গুলো দ্রুত শক্তিশালী হওয়ার উপাদান পাচ্ছে। কেন বার বার এই মে মাসেই আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। বাংলাদেশে আগে যে সমস্ত ঘূর্ণিঝড় এসেছিল তার ইতিহাস কিন্তু বলছে সিংহভাগ ক্ষেত্রে মে মাসেই এসেছে ঘূর্ণিঝড়।

> **গত চার বছরে শুধু এই মাসে মোট চারটি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে, যার সব কটি বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৩টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছে। এর মধ্যে ৭টি ঝড় আসে মে মাসে।**

আবহাওয়াবিদদের মতে, বর্ষা আসার আগে ও বর্ষা আসার পরে ভারত মহাসাগরের উত্তর অংশ অতিরিক্ত স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা থাকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এই জোড়া অনুকূল পরিস্থিতির জেরে নিম্নচাপ দ্রুত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়। লো প্রেশার বা নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাকে বলা হয় সাইক্লোজেনেসিস। আর এই সাইক্লোজেনেসিস তৈরি হওয়ার পেছনে কতকগুলি অনুকূল পরিস্থিতি থাকে। যার অন্যতম হল ওয়ার্ম সি সারফেস টেম্পারেচার। অর্থাৎ মার্চ, এপ্রিল, মে অর্থাৎ গরমকালে সি সারফেস টেম্পারেচার বা সমুদ্রের জলের উপরের যে তাপমাত্রা তা অনেকটাই বেশি থাকে। জলের প্রায় ৫০ মিটার গভীর পর্যন্ত এই তাপমাত্রা থাকে। মূলত সেই কারণেই মার্চ, এপ্রিল, মে বা বাংলার কোথাও কোথাও জুন মাসেও ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয়। তবে বর্ষা চলে আসার পরে পরিস্থিতি এমনটা থাকে না।

ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর মে মাস আসলেই বঙ্গোপসাগরে বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ। গত দুই যুগে এমাসে নয়টি প্রলয়ঙ্করী ঝড় হয়েছে। এ দুর্যোগে সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও কমেছে প্রাণহানি। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস এখন অন্তত পাঁচ দিন আগে দেওয়া হয়। তাই নিরাপদে থাকার প্রস্তুতি আগের তুলনায় বেশি সময় পাওয়া যাচ্ছে। এবারও মে মাসে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একশ বছরে এপ্রিল মে মাসে দেশে আঘাত হেনেছে ৬৫ ঘূর্ণিঝড়।

এপ্রিলে টানা তাপপ্রবাহের পর মে মাসেও ছিলো সূর্যের দাপট। আকাশে মেঘের আনাগোনা কম। ফলে সূর্যের তাপ ভূখণ্ড তো বটেই, সমুদ্রের পানিকে অস্বাভাবিক উত্তপ্ত করে তুলছে। এ ধরনের আবহাওয়ায় মে মাসে বঙ্গোপসাগরে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করছে। গত চার বছরে শুধু এই মাসে মোট চারটি ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে, যার সব কটি বাংলাদেশ উপকূলে আঘাত হেনেছে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৩টি ঘূর্ণিঝড় আঘাত করেছে। এর মধ্যে ৭টি ঝড় আসে মে মাসে। জলবায়ু ও আবহাওয়াবিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে এপ্রিল ও মে মাস সবচেয়ে দুর্যোগপ্রবণ হয়ে উঠছে। এর মধ্যে এপ্রিলে তাপপ্রবাহের পাশাপাশি উজানে অতিবৃষ্টি হয়ে হাওরে আগাম বন্যা সৃষ্টি হচ্ছে। ২০১৭, ২০২০ ও ২০২১ সালে এ ধরনের বন্যা হয়েছে। ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৪ পর্যন্ত টানা তাপপ্রবাহ এবং এ বছরগুলোর মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার প্রবণতা বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশে মে মাসে সবচেয়ে চরম আবহাওয়া থাকছে। দুর্যোগগুলো এ সময়ে বেশি আঘাত হানছে। ফলে এই সময়কে মাথায় রেখে আমাদের দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, সাধারণত এপ্রিলে বাংলাদেশ, ভারতসহ বঙ্গোপসাগর এলাকায় তাপপ্রবাহ থেমে থেমে আসে। দেশের মাঝের ভূখণ্ডে কালবৈশাখী এবং সাগরে লঘুচাপ বা নিম্নচাপ তৈরি হয়। এতে বায়ুমণ্ডলে জমে থাকা তাপ কমে আসে। ফলে একবারে অনেক বেশি তাপমাত্রা জমে না। কিন্তু গত এক যুগ ধরে সাগরে লঘু বা নিম্নচাপের প্রবণতা কমে যাচ্ছে। নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে তা দ্রুত ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এর আগে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ ধরনের আবহাওয়া দেখা গিয়েছিল। ওই সময়ে এপ্রিলে প্রচণ্ড উষ্ণতা আর মে মাসে প্রায় প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানত। এই সময়টাকে বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে চরম আবহাওয়ার সময়কাল হিসেবে মনে করা হয়।

বাংলাদেশে মে মাসে সবচেয়ে চরম আবহাওয়া থাকছে। দুর্যোগগুলো এ সময়ে বেশি আঘাত হানছে। ফলে এই সময়কে মাথায় রেখে আমাদের দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে।

ঈশ্বরের অবতার মোদি জিতছেনই?

সেলিম খান

ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে চলা নির্বাচনের ফল কী হতে চলেছে, তার জন্য আর মাত্র সাত দিন অপেক্ষা করলেই হবে। আগামী মঙ্গলবার এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে যাবে, নরেন্দ্র মোদি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন, না বিদায় নিচ্ছেন। ভারতের লোকসভা নির্বাচনের এই দীর্ঘ ৮০ দিনের পরিক্রমা যেমন মজার, তেমনি ঘটনার ঘনঘটায় ভরা। শুরুতে মনে হয়েছিল, মোদি ও তাঁর দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) কাছে কেউ পাত্তাই পাবে না। তাদের বিরোধী পক্ষ এতটাই ছন্নছাড়া দশায় ছিল যে, সবাই এটা মেনেই নিয়েছিল—মোদির বিকল্প আসলে মোদি নিজেই। নিজে না হারলে তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না। বরং ৫৪৩ আসনের লোকসভায় বিজেপি ও শরিকেরা চার শ পেরিয়ে কোথায় দাঁড়াবে—এটাই ছিল কৌতুহলের বিষয়।

কিন্তু ১৯ এপ্রিল প্রথম পর্বের ভোট না হতেই পুরো বিষয়টা কেমন ঘুরে গেল। বিশেষ করে এর আগে কংগ্রেসের ইশতেহার প্রকাশের পর। গোটা নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছে গেল জিনিসপত্রের দাম, কর্মসংস্থান, অগ্নিবীর প্রকল্প, সংবিধান রক্ষাসহ নানা বিষয়। প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের কথা বলার বদলে বিরোধীদের প্রচারের ফাঁসে জড়িয়ে গেলেন। গেলেন শুধু না, 'ম' অক্ষরটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও ভরসা বাড়তে থাকল। যে কারণে মুসলমান, মঙ্গলসূত্র, মহিষ, মুজরা, মন্দির–এসব শব্দ প্রচণ্ড বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় অতিরিক্ত মাত্রায় স্থান পেল তাঁর ভাষণে। ততদিনে রাহুল-অখিলেশ-তেজস্বী-কেজরিওয়াল-স্ট্যালিনরা অনেক বেশি একজোট হতে পেরেছেন। এই জোটের চক্করে এসে হাওয়া ঘুরতে শুরু করেছে বলে অনেকেই ভাবছিলেন। বিশেষ করে বিজেপির ভোট ব্যাংক বলে পরিচিত হিন্দু সমাজের নানা অংশের বিরক্তি, রাগ, ক্ষোভ এতে বাতাস দিয়েছিল। রাহুল তো বলেই দিয়েছেন, ৪ জুনের পর মোদি আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। এটা নির্বাচনী মাঠের ফাঁকা বুলি, না আসলেই তাঁরা করে দেখাতে পেরেছেন, সেটা প্রমাণ হয়ে যাবে কয়েক দিনের মধ্যে।

চতুর্থ ধাপের ভোটের পর আবার ছবিটা পাল্টাতে থাকে। এই ছবি পাল্টানোর জন্য শুরু হয় নানা প্রক্রিয়া। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর পছন্দের পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোতে সাক্ষাৎকার দিতে থাকেন। যে নরেন্দ্র মোদি গত ১০ বছরে কোনো সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি (শুধু হোয়াইট হাউসে বাদে) তিন প্রায় ৭০টির বেশি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন ভারতের সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলোতে। সেগুলো ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। সব সাক্ষাৎকারই সাজানো। সেখানে সাংবাদিকতা বাদে আর সবকিছুই আছে—এ অভিযোগ সাংবাদিক রাবিশ কুমারের। ভারতের ভোট-বিপণন বাজারের গুরু প্রশান্ত কিশোরসহ আরও অনেকে মাঠে নেমেছেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, ভারতে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, যাতে মোদির বিজেপি তিন শর কম আসন পাবে। বরং ২০১৯-কেও ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভবনা নিয়ে বেজায় আশাবাদী তাঁরা। করণ, থাপার বা শ্রীনিবাসন জৈনের মতো সাংবাদিকদের কাছে আড়ং ধোলাই হওয়ার পরও প্রশান্ত সমানে ব্যাটিং করে যাচ্ছেন মোদির পক্ষে। ঘরে বসে প্রশান্ত কিশোরের লোকেদের মতামত মোদির জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে মাত্র।

কিন্তু এই আশার পেছনে হেতু কী? নরেন্দ্র মোদি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার, এটাই? মোদি নিজেই এক টিভি চ্যানেলের সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তাঁর জৈবিক জন্ম হয়নি। অর্থাৎ পিতৃ ঔরসে মাতৃ গর্ভে তাঁর জন্ম হয়নি। সরাসরি ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, বিশেষ কিছু কাজের জন্য। এই বিশ্বাস তাঁর অনেক দিনের। তবে মায়ের মৃত্যুর পর থেকে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে বলে মোদি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, এই যে কাজ তিনি করেন, আসলে করেন না, কেউ তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেয়। অভিনেত্রী ও বিজেপি নেত্রী কঙ্গণা রৌণাতসহ মোদি-মোহিত সমাজের একটা বড় অংশ বিশ্বাস করে প্রধানমন্ত্রী মোদি আসলেই অবতার। কেউ মনে করেন রামের অবতার, তো কেউ বলেন বিষ্ণুর। ওড়িশার বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র তো বলেই বসলেন, পুরির প্রভু জগন্নাথও মোদির ভক্ত। যাক বাবা, তবুও বাঁচোয়া যে, চ্যালা বলে বসেননি। এমনি বিতর্ক সামলাতে সম্বিতের ঘাম ছুটে গেছে, আর এটা বললে না জানি কী হতো!

কিন্তু ভক্তিরসের এই প্রবল স্রোত কীভাবে যেন ধীরে ধীরে মোদির ভেতরেও সংক্রমিত হতে শুরু করেছে। যে কারণে ক্রমেই নিজেকে অবতার হিসেবে ভাবতে ভালোবাসছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এ নিয়ে হাসিঠাট্টা কম হয়নি। তবে মোদি এক কথার মানুষ। বলেই দিয়েছেন, কোনো হাসিঠাট্টাই তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে নড়াতে পারবে না। পরমাত্মা যাকে এই বিশেষ কাজ দিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি সেই দায়িত্ব না পালন করে সাধারণ মানুষের কথায় নড়বেন কেন? তবে গোল বেধেছে অন্য জায়গায়। পরমাত্মা তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর কথা বললেও দায়িত্বটা আসলে কী, সেটাই খোলসা করেননি প্রধানমন্ত্রী মোদি। এর সুযোগ নিচ্ছে তাঁর বিরোধীরা। কেউ কেউ বলছেন, আদানির হাতে দেশের সবকিছু তুলে দেওয়ার জন্যই কি তাঁকে পাঠানো হয়েছে? নাকি জ্বালানি তেলের দাম সেঞ্চুরি পার করার জন্য? না মুসলমানদের দেশের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করতে? বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী ভোটের আগে পরিষ্কার করলে নিন্দুকেরা এসব প্রশ্ন তুলতে পারত না।

২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর লালকেল্লা থেকে দেওয়া ভাষণে নরেন্দ্র মোদি নিজেকে জনগণের প্রধান সেবক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। ২০১৯-এ হয়েছিলেন দেশের চৌকিদার। এ দুটো বিষয় বেশ ভালো খেয়েছিল ভারতের মানুষ। এরপর ২০২৪-এ এল ঈশ্বরের অবতার। এটা প্রকৃতই মোদির বিশ্বাস না আরেকটি রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি তা নিয়ে সাংবাদিক সিদ্ধার্থ ভাটিয়া প্রশ্ন তুলেছেন। আসলে ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া বা ২০১৪ সালে সারা ভারতের নির্বাচিত শাসক হওয়া নরেন্দ্র মোদি কখনো সরাসরি নির্বাচনে পরাজয়ের স্বাদ পাননি। সব সময় সাফল্য তাঁর হাতে ধরা দেওয়ায় ২৩ বছরে তিনি ভুলেই গেছেন হারলে কেমন লাগে। এই ভুলে যাওয়া অভিজ্ঞতা যাতে ফিরে না আসে, সেজন্য অবতার কেন ঈশ্বর হতেও বাধবে না। কারণ সাধারণ মানুষ আছে এক অদ্ভুত মোহে। যেখানে আবেগ আর অন্ধবিশ্বাস যুক্তির সব ঘরগুলোকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। কোনো নেতিবাচক ঘটনা সে আমলে নিতে প্রস্তুত না। এই যদি হয় প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের অবস্থা, তাহলে সে দেশের দুর্গতি ঠেকানোর সাধ্য কোনো পরমাত্মারই নেই।

মোদি বিহারের এক জনসভায় বলেছেন, ৪ জুন ফল বেরোনোর পরই বিরোধী দলগুলো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনকে (ইভিএম) দুষতে থাকবে তিনি নিশ্চিত। তাঁর এই নিশ্চয়তার কারণগুলো ইতিমধ্যে ভারতের নির্বাচন কমিশন তৈরি করে ফেলেছে। মোদির অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও দাবি করছেন, ফল বেরোনোর পর বিরোধীরা ইভিএমের দোষ খুঁজতে বের হবে। বিরোধীদের এভাবে কটাক্ষ না করে নির্মলা তাঁর স্বামী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. পরাকলা প্রভাকরকে প্রশ্নটা করতে পারতেন। এর উত্তর পরাকলা স্যার ভালোই জানেন। আর ঘরের লোকের কথা বিশ্বাস করার মতো আত্মবিশ্বাস ভারতের প্রথম নারী অর্থমন্ত্রীর আছে বলেই মনে হয়।

যদিও ভোট পড়ার হার কয়েক দিনের ব্যবধানে বেড়ে যাওয়া এ পর্যন্ত ভারতের নির্বাচনে বড় চমকের সাথে সাথে অতি বড় অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রথম চার পর্বে ভোটের দিনের হিসাবের তুলনায় ভোট বেড়েছে ছিল ১ কোটি ৭ লাখ, অর্থাৎ প্রতিটি আসনে গড়ে বেড়েছে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার। এই ভোট কি সত্যিই আগে পড়েছে? আগে না পরে, প্রশ্ন সেটাই? পরে পড়লে কাদের ঘরে পড়েছে? বুথ ধরে ধরে ভোটের হিসাব কেন এবার ওয়েবসাইটে দিল না নির্বাচন কমিশন? কী লুকাতে চায় তারা? ২০১৯-এ ৪০টির মতো আসনে এই ধরনের সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ হয়েছিল। ধরা পড়েনি। সব্যসাচী দাস নামে একজন অধ্যাপক হিসাব কষে এই গরমিল ধরিয়ে দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এমপি মহুয়া মৈত্র এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। পাঁচ বছরে তা ফয়সালা হওয়ার আগে আবার আরেকটা ভোট এসে পড়েছে। কী আর করার। অতএব ইভিএমকে শাসকেরা ভরসা করতেই পারেন।

সেজন্যই কি অবতার মোদি ও তাঁর দলের বড় ভরসা হয়ে উঠেছে ইভিএম। না হলে পরিস্থিতি যা, তাতে এতটা আত্মবিশ্বাসী তো লাগার কথা না।

লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, ডিজিটাল মিডিয়া, ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

বই কী, বই কেন

আফতাব চৌধুরী

বই শব্দের একটি নয়, কমপক্ষে দু'টি অর্থ করা যায়। প্রথম এবং বহুল প্রচলিত অর্থে মলাটবন্দি মৃদ্রিত পৃষ্ঠার সমষ্টির নাম বই। সচরাচর একটি বস্তুকে বই হিসেবে চিহ্নিত হতে গেলে এ ন্যূনতম শর্তগুলো পালন করতে হয় : ১) একাধিক মুদ্রিত বা চিহ্নিত পৃষ্ঠার সমষ্টি, ২) পৃষ্ঠাগুলো দুই মলাটের আধারে রক্ষিত, ৩) পাঠ করার জন্য পাঠককে প্রতিটি পৃষ্ঠা উল্টোতে হবে, ৪) যে কোনও দুটি পৃষ্ঠা পাশাপাশি বিন্যস্ত।

বইয়ের এই আকৃতি যার পারিভাষিক নাম কোডেক্স আমাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু কোডেক্স ব্যতীত অন্য ধরনের পাঠ-প্রক্রিয়াও সম্ভব। যেমন, গোটানো পুঁথি বা স্ক্রল, যা প্রাক-মুদ্রণ যুগে প্রায় নিরঙ্কুশ ছিল। এছাড়া আমরা পাই মিশরীয় সভ্যতার মৃৎফলক (ক্লে ট্যাবলট), সিন্ধু সভ্যতার সিলমোহর, মায়ান সভ্যতার পুঁথির বই (বিড বুকস)। বস্তু হিসেবে এগুলোর কোনটি বই নয়, কিন্তু আমরা যখন বইয়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করি, তখন এগুলোকে বইয়ের আওতার মধ্যে ধরা হয়। এমনকী খবরের কাগজ, পত্রিকা, হ্যান্ডবিল, পোস্টার, লটারির টিকিট, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন, রসিদ প্রভৃতি বইয়ের ইতিহাসে বিবেচ্য। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির যুগে বই শব্দের নানা নতুন প্রয়োগ লক্ষ্যে করা যায়। যেমন 'অডিও বুক', অর্থাৎ ক্যাসেটবন্দি পাঠের শ্রবণ, বা 'ই-বুক', অর্থাৎ কম্পিউটারের পর্দায় পাঠ্য লেখন (যার সঠিক নাম 'হাইপারটেক্সট')।

তবু বই বলতে যে আকৃতি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তা হল কোডেক্সের। অন্যান্য পাঠ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করলে এর স্বতন্ত্রতা বোঝা যাবে। হাইপারটেক্সটে পৃষ্ঠা বিভাজন আবশ্যিক নয়, যেমন নয় প্রাক-প্রযুক্তি যুগের গোটানো পুঁথিতে। উভয় ক্ষেত্রে মলাটের কোন ভূমিকা নেই, নেই পৃষ্ঠার পাশাপাশি বিন্যাস। বস্তুত, হাইপারটেক্সট ও গোটানো পুঁথির সঙ্গে বইয়ের একটি প্রধান সাধর্ম্য- চিহ্নিত পৃষ্ঠা। বলা যেতে পারে একাধিক চিহ্নিত পৃষ্ঠাকে একত্রিত করার নানা প্রযুক্তির মধ্যে প্রধানটির নাম বই।

সভ্যতার ইতিহাসে কোডেক্সের আবির্ভাব নিয়ে সংশয় আছে। খ্রিস্টোত্তর ২য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টান জগতে গোটানো পুঁথির জায়গায় প্যাপিরাসে লিখিত কোডেক্সের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ কোডেক্সের সিংহভাগ বাইবেল বা চার্চ-পিতাদের জীবনী সংক্রান্ত (হেজিওগ্রাফি), বরং সমসাময়িক গ্রিক সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা তখন অনেকাংশে গোটানো পুঁথিনির্ভর। কিন্তু মোটামুটি ৪র্থ শতাব্দী থেকে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে কোডেক্স প্রাধান্য বিস্তার করতে শুরু করে।

পরবর্তী এক হাজার বছর ধরে হস্তলিখিত কোডেক্সের নানা বিবর্তন ঘটে-বিশেষ করে পান্ডুলিপি অলংকরণ (ইলুউমিনেশন) এক বর্ণাঢ্য শিল্পকলায় উন্নীত হয়। কিন্তু ১৫শ' শতাব্দীতে যে মুদ্রণ বিপব ঘটে তা মানব সভ্যতার ইতিহাসে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। জার্মানির মাইনস শহরে জোহান গুটেনবার্গ মোভেবল টইপ দ্বারা মুদ্রণ রীতির বহুল প্রসার ঘটান। এর ফলে বইয়ের উৎপাদন ও বন্টন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, তবে কোডেক্সের মূল শর্তগুলো অক্ষুন্ন থাকে। গুটেনবার্গ-প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত বই দৃশ্যত হস্তলিখিত পান্ডুলিপি অনুসারী। বইয়ের ইতিহাসে এই জলবিভাজিকা ঘটনাটিকে চিহ্নিত করার জন্য প্রাক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের সমস্ত বইয়ের নাম দেয়া হয়েছে ইনকিউনাবলা।

গুটেনবার্গ-প্রক্রিয়ার অনেক আগে কিন্তু প্রাচ্য জগতে মুদ্রণ প্রচলিত ছিল। ১১শ' শতাব্দীতে চীনে টেরাকোটার অক্ষর ও ১৩শ' শতাব্দীতে কোরিয়ায় ধাতব অক্ষর মুদ্রণ-প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এর আগে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে এ দুই দেশে এক্সাইলোগ্রাফি বা কাঠের ওপর অক্ষর খোদাই করে ছাপার প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। তাই গুটেনবার্গের মোভেবল টাইপ যে একমাত্র মুদ্রণ প্রক্রিয়া তা কিন্তু নয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক এর মন্তব্য : 'Gutenberg's invention... is not the only technology capable of ensuring the broad dissemination of the printed book.'

এবার আসা যাক 'বই কি' থেকে 'বই কেন' এ প্রশ্নে। খ্রিস্টোত্তর ১ম সহস্রাব্দে খ্রিস্টধর্মের নানা প্রয়োজন মেটাতে বই-যেমন সুসমাচার প্রচার, ও প্রার্থনা। বস্তুত, গুটেনবার্গের সময় পর্যন্ত বেশিরভাগ বই উৎপাদন করতেন মঠের সন্ন্যাসীরা এবং মঠের বাইরে বইয়ের তেমন চল ছিল না। কিন্তু মোভেবল টাইপ প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের পর থেকে ধর্মীয় বলয়ের বাইরে বইয়ের চর্চা থাকে-পরিভাষায় যাকে বলে সেকুলার লিটারেচার । চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের উৎপাদন বাজারের নিয়ম মেনে খরচ কমাতে সচেষ্ট হয়, যার প্রধান লক্ষণ কাগজের দু'দিকে ছাপার প্রচলন। পুঁথি থেকে কোডেক্স বিবর্তনের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণ, কেননা পুঁথিতে শুধু একদিকে লেখা হতো।

আরো নানা কারণে বইয়ের প্রতিপত্তি বাড়ে-পৃষ্ঠা চিহ্নিতকরণের সুবিধা, ইনডেক্স ও কনকর্ডেন্স তৈরির সুযোগ, তুলনামূলক পাঠের সম্ভাবনা এবং সর্বোপরি, বইয়ের মধ্যে অবাধ বিচরনের স্বাধীনতা। পুঁথিতে একবার একটি অংশ পড়া হয়ে গেলে সেখানে ফিরে যাওয়া খুবই শ্রমসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু বইয়ের পাতার পাশাপাশি বিন্যাসের ফলে এ সমস্যা দূর হয়। এ সুবিধা কিন্তু প্রথমে গ্রহণ করেছিল গীর্জা, ফলে ধর্মীয় প্রচারে বইয়ের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এছাড়া পুঁথি পড়তে গেলে দুটি হাত ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে একটি হাত ব্যবহার করলেও চলে, অন্য হাত দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লেখার কাজ করা যায়।

বইয়ের ব্যবহারের সঙ্গে অনিবার্যভাবে পাঠকের চাহিদার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এক সময়ে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য বই পঠিত হতো। নিছক বিনোদনের জন্য পাঠ পাশ্চাত্য জগতে ১৮শ' শতাব্দীর আগে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু উপন্যাসের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যপণ্য হিসেবে বইয়ের কদর বাড়তে থাকে। এর ফলস্বরূপ বইপড়ার ভঙ্গি পাল্টাতে থাকে। চার্চ-পিতাদের যুগে দাঁড়িয়ে পড়ার রীতি ছিল, লেকটার্নের ওপর বই রেখে। বসে বইপড়া তখন অস্বাভাবিক বলে গণ্য হতো। আর শুয়ে বা আরাম কেদারায় বসে পাঠ তো রীতিমতো আধুনিক অভ্যাস। ইদানীং অডিও-বুকের দৌলতে অন্য কাজ করতে করতে শ্রুতিপাঠ সম্ভব হচ্ছে, যদিও তাতে শ্রোতার অখন্ড মনোযোগ থাকছে না। পাশাপাশি বইয়ের অবয়বের নানা পরিবর্তন ঘটেছে-উনিশ শতকের তিনখন্ড উপন্যাসের জায়গায় এসেছে একখন্ড উপন্যাস, হার্ডব্যাকের জায়গায় পেপারব্যাক।

হাইপারটেক্সটের আবির্ভাবের ফলে মানুষ এখন অন্য ধরণের পাঠাভ্যাস করতে শিখছে-কম্পিউটারের পর্দায় পড়া। সেই সুপ্রাচীন গোটানো পুঁথির অনুষঙ্গ। তবে সন্দেহ নেই, ৫ শতাব্দীর অধিক সময় পাঠকের প্রধান অবলম্বন হওয়ার পর বই এখন হাইপারটে·টের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। হাইপারটেক্সট পাঠককে অনেক বেশি সক্রিয় হওয়ার সুযোগ দেয়। বইয়ে যেখানে পাঠক বড় জোর মার্জিনে টিকা বা মন্তব্য লিখে রাখতে পারেন, হাইপারটেক্সটের পাঠক সম্পূর্ণ নতুন পাঠ সৃষ্টি করতে পারেন। হাইপারটেক্সটের সুবাদে পাঠক ও পাঠের সম্পর্ক এখন অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। এখন পাঠক শুধু পাঠকই নন, তিনি হতে পারেন লেখক, সম্পাদক, টিকাকার, সেন্সর, এমনকি প্রকাশক। তাছাড়া কাগজের ক্রমবর্ধমান মূল্যের পাশাপাশি হাইপারটে·ট প্রায় নিখরচায় লভ্য। তবু বস্তু বা পণ্য হিসেবে বইয়ের চাহিদা কমার কোন লক্ষণ এখনো দেখা যায়নি।

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

মেডিকেইড অনুমোদিত **CDPAP** - এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

NYS Department of Health CDPAP

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

হোম কেয়ার সার্ভিস নিলে আপনিও পেতে পারেন প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ সর্বোচ্চ $৮০০ | আজই আসুন

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

রাষ্ট্রযন্ত্র কী করছে!

আব্দুর রাজ্জাক

অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে একটি যন্ত্র তৈরি হয়, সবকিছুর সমন্বয়ে এ যন্ত্রটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কাজ করে। এখানে এ যন্ত্রটিকে মনিটরিং করার জন্য বিভিন্ন ধাপে টেকনিশিয়ান থেকে শুরু করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিফ ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত কাজ করে।

অনেকে রাষ্ট্রকেও একটি যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে, যদিও এখানে যন্ত্রের মতো কোনো মেকানিক্যাল যন্ত্রাংশ নেই। রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান অঙ্গ, সবার জানা। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রধান উপাদান প্রশাসনযন্ত্র। এই প্রশাসনযন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্র তার বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এই প্রশাসনযন্ত্রের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখা আছে। রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য, বিভিন্ন ধাপে, বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্য, এই প্রশাসনযন্ত্র নিচ থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যাচাই করে ও আইন প্রয়োগ করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সচল রাখে।

এই প্রশাসনের কয়েকটি দিকের মধ্যে আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিশেষ সংস্থাও আছে। এই সব সংস্থা দিয়ে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য। রাষ্ট্রের মধ্যে যেন দুর্বৃত্ত গড়ে উঠতে না পারে, রাষ্ট্রকে সচল রাখার জন্য, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা কোনো দল যেন চক্রান্ত করে রাষ্ট্রের ক্ষতি করতে না পারে, সে জন্য সর্বদা সজাগ থাকে ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।

ওপরের কথাগুলো বললাম এই কারণে, সম্প্রতি আমাদের এই রাষ্ট্রযন্ত্রে তিনটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাগুলো রাষ্ট্রের কাছে খুব একটা সুখকর নয়। এই ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাষ্ট্রযন্ত্রে যাদের যে দায়িত্ব ছিল, সেগুলো ঠিকমতো পালিত হয়নি।

সাবেক সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একটা কথা বলে রাখি, আমেরিকার এই নিষেধাজ্ঞাকে অনেকেই রাজনৈতিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলবেন, আসলেই এটা সত্য। আমেরিকা অনেক সময় তার স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেক কিছু করে, এখানেও সবাই মনে করছে আমেরিকা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ কাজটি করেছে, আমরা অনেকেই এর সঙ্গে একমত। কথা হলো, সাবেক সেনাপ্রধান আজিজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আগে তোলা হয়েছিল, তাঁর ভাইয়েরা ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারাগারে ছিলেন, তাঁদের সাজার মাত্রা ছিল মৃত্যুদণ্ড থেকে যাবজ্জীবন পর্যন্ত। এ খবরগুলো রাষ্ট্রযন্ত্রের জানা উচিত ছিল।

> কোনো সচেতন মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের ওপর যদি কোনো রকম আস্থার ব্যত্যয় ঘটায়, তাহলে কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। এই সব গাফিলতির কিছুটা অংশ হলেও তাদের বহন করতে হবে। ভবিষ্যতে এ রকম কাজের যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

রাষ্ট্রের হাতে ছিল এনএসআই, এসবি, ডিজিএফআইয়ের মতো গোয়েন্দা সংস্থা। সেনাপ্রধান হওয়ার আগেই তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করা উচিত ছিল। আজিজ যত নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ মানুষ হোন না কেন, তিনি আমাদের সমাজের রক্তমাংসের একজন মানুষ।

আজিজ কি জানতেন বা জানতেন না, এটা মানুষ বিশ্বাস করে না, আজিজের ভাইয়েরা অপ্রত্যাশিতভাবে রাষ্ট্রের আনুকূল্য পেয়েই মুক্তি পেয়েছেন এবং বিদেশে কেটে পড়েছেন। শুধু কেটে পড়েননি, এরপরও তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংস্থা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে তথ্য দিতে হয় ভুল করেছে, অথবা জেনেশুনেই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়কে বিভ্রান্ত করেছে। এ কাজটি না হওয়াই ভালো ছিল, এটা বেশির ভাগ মানুষই বোঝেন এবং বলবেন। সেনাবাহিনীর প্রধান হতে হলে অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়।

তারপর আসি রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতীক ও প্রধান ব্যক্তি পুলিশের আইজিপি প্রসঙ্গে। পুলিশের আইজি হওয়ার আগে ডিআইজি এবং অ্যাডিশনাল আইজিপি হতে হয়েছে। প্রতিটি পদে পদোন্নতি পেতে হলে চাকরিজীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়াও, বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে তাঁদের চরিত্র ও কাজকর্ম বিশ্লেষণ করা হয়। এ ব্যাপারেও এসবি, এনএসআই, ডিজিএফআইসহ অন্যান্য সংস্থা তথ্য-উপাত্ত ও তথ্য বিশ্লেষণমূলক রিপোর্ট দিয়ে সরকারকে সাহায্য করেছে, অবশ্যই এই সব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বেনজীর আহমেদকে আইজিপি পদে পদস্থ করেছেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা।

বেনজীর আহমেদ এক দিনে তাঁর এত সম্পত্তি অর্জন করতে পারেননি। অন্তত ১০ বছরে তিনি এই সম্পদ অর্জন করেছেন। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করবেন, এত সম্পদ সৎপথে উপার্জন করেননি। এখন সুধীসমাজ এ প্রশ্ন করতেই পারে, তাঁর বিভিন্ন পদোন্নতির সময় উল্লিখিত সংস্থাগুলো এসব তথ্য-উপাত্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে কেন উপস্থাপন করেনি। এখানে অবশ্যই তাদের ব্যর্থতা ও গাফিলতি আছে। আর ব্যর্থতা ও গাফিলতি না থাকলে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ রকম একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে এই পদে উন্নীত করার জন্য তারা সাহায্য করেছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে।

তৃতীয় কথাটি হলো, জাতীয় সংসদ সদস্য ঝিনাইদহ-৪ আসনের আনোয়ারুল আজীম আনার। এখন দেখা যাচ্ছে তিনি খুবই জনপ্রিয়। প্রশ্ন করতেই হবে, এত জনপ্রিয় মানুষটি এলাকায় এত খরচ করেন, তাঁর এই অর্থ-সম্পদের উৎস কী। এই মানুষটি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন।তিনি জাতীয় পার্টি, বিএনপি ও আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে গেলেন। এলাকায় দেদার খরচ করেছেন, তিনবার এমপি হয়ে গেছেন। সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, আজীম সোনাসহ বিভিন্ন চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। অতএব প্রমাণিত হয়ে যায়, তাঁর যত অর্থ-কর্ম সবই দুই নম্বর টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন।

এখন বলতেই হবে আগের কথা, সংসদ সদস্য পদে যোগ্য হওয়ার আগে, বিভিন্ন সংস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁর চরিত্র, কার্যকলাপসহ আর্থিক সংগতির সব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে। এসব তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের সারমর্ম রাষ্ট্রের ওপর পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের ক্ষেত্রে এসব বিশ্লেষণ করা হয়েছিল কি না। এই সব বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তাঁর মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল কি না, এই প্রশ্ন সচেতন মানুষ করবেই। এই সব প্রশ্নের মুখোমুখি হবে প্রশাসনযন্ত্র, সঙ্গে রাষ্ট্রযন্ত্রও।

ওপরের তিনটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সচেতন মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্র ও তার বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের ওপর যদি কোনো রকম আস্থার ব্যত্যয় ঘটায়, তাহলে কাউকে দোষ দেওয়া যাবে না। এই সব গাফিলতির কিছুটা অংশ হলেও তাদের বহন করতে হবে। ভবিষ্যতে এ রকম কাজের যেন আর পুনরাবৃত্তি না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।

লেখক: প্রকৌশলী

চাকুরির বাজারে পুরুষের চেয়ে নারীরা পিছিয়ে কেন?

শারমিন আকতার

শিক্ষা গ্রহণে নারীরা অতীতে পিছিয়ে থাকলেও বর্তমানে নারী শিক্ষার হার অনেক বেড়েছে। এবারও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যায় পাশের হার ও জিপিএ ফাইভে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে। ২০২৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলেও দেখা যায় মেয়েদের পাসের হার ছেলেদের চেয়ে বেশি। এমনকি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও তুলনামূলকভাবে নারীরা অনেক এগিয়ে গেছে।

শিক্ষাজীবনে নারীরা এগিয়ে থাকলেও চাকুরির বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষা যেমন বিসিএস, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসহ নানা পরীক্ষায় নারীরা ততোটা এগিয়ে নেই । বিসিএসের মাধ্যমে সরকারি চাকুরির নিয়োগেনারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। গত ৬টি সাধারণ বিসিএসের গড় হিসাব করলে দেখা যায় যে প্রতি ১০০ ক্যাডার পদের বিপরীতে ৭৫ টিতেই নিয়োগ পেয়েছে পুরুষ, আর নারী মাত্র ২৫ টিতে। অ্যাকাডেমিক বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলে মেয়েরাই এগিয়ে থাকলেও শিক্ষা গ্রহণ শেষে নারীদের চাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করা একটা সময়ের দাবী।

এই দেশে পড়াশুনা শেষ করে ভাল ক্যারিয়ার গড়তে গেলে মোটামুটি ৩০ বছর তো লাগেই। ৩০ বছরের আগে অধিকাংশ ছেলের বিয়ে করা না হলেও ২৫ এর আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে ৩০ পেড়িয়ে যাওয়া মেয়েকে আয়ুবুড়ো ধাঁচের ধরা হয়ে থাকে। তাই চেহারার লাবণ্য থাকতেই দ্রুত বিয়ে দেয়া হয় মেয়েদের। শিক্ষিত সমাজে মেয়েদের অনার্স বা মাস্টার্স চলাকালীন সময়ে বিয়ে হলেও কম শিক্ষিত সমাজে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায় কৈশোরেই ।

শিক্ষা জীবনে ব্যাপক সফলতা পাওয়ার পর ক্যারিয়ার গঠনের দৌড়ে নারীরা পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে অনেকেই বিয়েকে দায়ী করেন। কারও কারও মতে, “Marriage is the speed breaker of life “ কিন্তু কথাটা আসলে কতটা সত্য? আপাত দৃষ্টিতে ‘বিয়ে’ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্যারিয়ের গঠনের ক্ষেত্রে অন্তরায় মনে হলেও আসলে মূল সমস্যা অন্য জায়গায়। ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বিয়েকে প্রতিবন্ধক ভাবা হয় আমাদের স্থূল বুদ্ধির কারণে। নারী পুরুষের দ্রুত বিয়ে হলে আমাদের সমাজে বরং নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় কিছুটা কমবে।

বিয়ে নয় বরং বিয়ের পর নারীর উপর অর্পিত হওয়া দায়িত্ব ও কাজের চাপ নারীর ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধক। একজন বিবাহিত পুরুষের তুলনায় একজন বিবাহিত নারীর উপর সাংসারিক কাজের দায়িত্ব থাকে অনেক বেশি। শিক্ষিত সমাজে স্বামী চাকরি বা ব্যবসা এবং বাসার বাজার করলেই তার কাজ যেন শেষ। অন্যদিকে স্ত্রীর কাজের শেষ নেই। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাবার আগ পর্যন্ত একজন বিবাহিত নারীকে অনবরত খেটে যেতে হয় । এ বেলার খাবার বানানো, ও বেলার চা-নাস্তা তৈরি, থালা-বাটি মাজা, ঘর মোছা, ফার্নিচার মোছাসহ কত কাজ যে করতে হয় একটা মেয়েকে! আবার পড়া শেষ হতে না হতেই অনেকে মা হয়ে যায়। মা হবার কারণে সন্তানের জন্য তার দায়িত্ব এবং কাজের চাপ আরও বেড়ে যায়। সাংসারিক কাজের সাথে যোগ হয় সন্তানের জন্য খাবার তৈরি, সন্তানকে খাবার খাওয়ানো, তার সাথে খেলা করা, তাকে ঘুম পাড়ানো; সারাদিন পরিশ্রম করার পর রাতে আবার স্বামীকে সময় দেয়া, রোমান্টিক সময় কাটানো ...। এগুলো সারতে সারতে বেচারা শিক্ষিত নারীর সেই অর্থে আর গতানুগতিক ধারার ক্যারিয়ার গড়ার সময় হাতে থাকে না। সন্তান জন্মের পর সন্তানের নিরাপত্তা, সংসারের দেখভালের কথা চিন্তা করে অনেকেই গৃহিণী বা হোম মেকারটাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেয়। কেউ চাকরি পেলেও তা কোনও মতে চালিয়ে নেয়। সেই পেশায় আরও ভাল করার চেষ্টা ছেড়ে দেয়।

একবার ঢাকা মেডিকেলের প্রাক্তন ছাত্রী এবং শহিদ সোহরাওয়ার্দি মেডিকেলের একজন চিকিৎসকের সাথে কথা হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, “আমি এবং আমার মেয়ে বান্ধবীরা এফসিপিএস এবং এমডি করার সুযোগই পাচ্ছি না। ক্লাসের ফার্স্ট বেঞ্চে বসা ভালো ছাত্রী হওয়ার পরও আমাদের সুযোগ হচ্ছে না সন্তান ও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে । মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় এবং মনে হয় এমন কঠিন পেশায় কেন এলাম? মেডিকেলে না পড়ে যদি এমন কোন বিষয়ে পড়তাম যাতে সহজ পেশা বেছে নেয়া যায়, তাহলে কতোই না ভাল হতো। সংসার ও পেশা দুইটা একসাথে চালাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। অথচ আমাদের ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চার ছেলে বন্ধুরা সবাই এফসিপিএস এবং এমডি করে ফেলেছে। পেশায় তারা অনেক ভাল করছে ।”

হিলারি ক্লিনটন তার বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “লিভিং হিস্ট্রি”তে এক বিখ্যাত আইনজীবী বার্ট জেনার এর সাথে পুরুষের মতো নারীদের ক্যারিয়ার গড়তে না পারার সম্ভাবনা নিয়ে কথপোকথনের একটা অংশ তুলে ধরেন।

“কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘আমি কি করতে চাই। উত্তরে আমি বললাম, ‘আমি তার মতো বিখ্যাত ট্রায়াল আইনজীবী হতে চাই।’ তিনি বললেন, ‘সেটা অসম্ভব।’ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কেন?’ ‘কারণ তোমার তো বউ থাকবে না।”তার মানে? ‘ বার্ট আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে, কারও ঘরে যদি বউ না থাকে যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করার, তাহলে সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রতিদিনকার চাহিদা (যেমন কোর্টে প্রতিদিন পরিষ্কার মোজা পরে যাওয়া) মেটানো সম্ভব নয়। সেই থেকে আমি এখনও নিশ্চিত নই বার্ট জেনার আমাকে তামাশা করে কথা বলেছিলেন নাকি সত্যি মনে করেই বলেছিলেন যে, মেয়েদের জন্য এটা একটা ভীষণ কঠিন কাজ। “

তবে স্বামী ও পরিবারের সহায়তা পেলে আবার যে কোনও মেয়ে বেশ ভাল করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার বিভাগের এক ছোট বোন ইফফাত সকাল ৩৭তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ার পর ফেসবুকে পোস্ট দেয় এই বলে, “অবশেষে গেজেট হলো। ফাইনালি চাকরিতে জয়েন করতে যাচ্ছি। আসলে চাকরি করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু ওই যে পড়াশোনা করে চুপচাপ ঘরে বসে থাকবো এটা কেন যেন মেনে নিতে পারি না। অবশ্যই আমার এই পাওয়ার পেছনে আমার ফ্যামিলির সবার অবদান ছিল। কারণ দুইটা বাচ্চা নিয়ে পড়ালেখা করা এতটা সহজ কিছু না। মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, বোন সবাই সহযোগিতা করেছে। কিন্তু তারা একবার হলেও কখনও কখনও বলেছে দরকার কি বাদ দিয়ে দাও। আর হবে না। যে একটা মানুষ কখনও কোন অবস্থাতে আমাকে বলে নাই যে আমি পারব না, সেটা আমার হাজব্যান্ড। কারণ সে জানতো আমি কিছু না করে ঘরে বসে থাকলে মানসিকভাবে কতটা কষ্ট পাবো। এই মানুষটি সব সময় বলেছে অবশ্যই হবে। তুমি চেষ্টা করলেই পারবে। আমি পড়েছি, সে বেবিকে ঘুম পাড়িয়েছে। আমার জন্য রাত জেগেছে। কখনো বলেনি এটা করো, ওটা করো। বিয়ের পর হাজবেন্ডের সাহায্য ছাড়া আসলে যে কোনো কিছু করাই কঠিন। সেটা যাই হোক। এই মানুষটা সব সময় আমাকে সব কিছুতে সাপোর্ট করে গিয়েছে...।”

চাকরিতে নারীদের পিছিয়ে থাকার আরও একটা বড় কারণ হচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। রাস্তা ঘাটে,অফিসে পুরুষদের নানা ধরণের যৌন হয়রানি মূলক ইঙ্গিত ও আচরণের কারণেও অনেক নারী চাকরির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও অফিসে নানা ধরণের লিঙ্গ বৈষম্য তো আছেই। তবে মেয়েদের জন্য ক্যারিয়ার বলতে শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম একটা চাকরি বা ব্যবসাকে বলা ঠিক হবে না। একটা ছেলের মতো একটা মেয়েকেও ক্যারিয়ার গড়ার জন্য চাকরি বা ব্যবসা করতেই হবে এমন ধারণা থেকে আমাদের বের হওয়া উচিৎ। কেউ যদি “মাতৃত্ব”কে তার পেশা বা ক্যারিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে সেখান থেকে অর্থ উপার্জন হয় না বলে তাকে অসফল নারী বলার কোনও সুযোগ নেই। বরং তিনি পরিবার, সমাজ এবং একটা জাতির জন্য সবচেয়ে লাভজনক পেশায় নিয়োজিত আছেন। যিনি মাতৃত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে গৃহিণী বা হোম মেকার হওয়াটা নিজের জীবনের পেশা বা ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন অর্থ উপার্জনের ভিত্তিতে তথাকথিত ক্যারিয়ারের মানদণ্ডে তাকে ছোট করে দেখার কোনও সুযোগ নেই। তাকে সম্মান দিতে শিখলে এ সমাজেরই লাভ হবে। স্বামীর মতো মাসিক বেতন হিসেবে হাজার হাজার টাকা সংসারের জন্য ব্যয় করতে না পারলেও বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, নারীর সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণমূলক শ্রমের মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারণ করলে ও কর্মপরিবেশ সুস্থ হলে জিডিপিতে নারীর অবদান দাঁড়াবে ৪৮ শতাংশে, যা মোট জাতীয় উন্নয়নের প্রায় অর্ধেক বলা যায়! অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক গ্যারি বেকের কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে একটি বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্যে তিনি বলেন, “বাচ্চাদের যত্ন ও প্রতিপালনের জন্য যে সকল নারী ঘরে থাকেন, তারা জাতীয় অর্থনীতিতে ২৫ % থেকে ৫০% হারে অংশগ্রহণ করেন। অথচ এই তথ্য অনেকেই জানে না। অনেকে মনে করে, যে সকল নারী ঘরের দায়িত্ব পালন করেন; তারা বেকার। তাদের দৃষ্টিতে, নারীগণ জাতীয় উৎপাদনের বোঝাস্বরূপ। অথচ আমরা দেখছি আন্তর্জাতিক অর্থনীতি তার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে।” [সূত্রঃ বইঃ মুমিন জীবনে পরিবার,লেখকঃ ইউসুফ আল কারজাভি]

অবশেষে বলতে চাই যে, পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও ক্যারিয়ার গড়তে নারীর চাওয়া পাওয়ার মূল্যায়ন করা হোক, তাকে সহায়তা দেয়া হোক। সংসারের কাজ ভাগাভাগি করে তার উপর কাজের বোঝা কমানো হোক। নারীর কাজকে ছোট করে দেখার এবং তাকে ছোট করে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাক। ‘মাতৃত্ব’ বা নারীর জন্য নিরাপদ অন্য যে কোনও পেশা যদি কোনও নারী বেছে নেয় পরিবারের সমঝোতার ভিত্তিতে তাহলে সেটা সাদরে গ্রহণ করা হোক। নারী বিয়ে এড়িয়ে নয় বরং বিয়ের পর স্বামী ও পরিবারের সহায়তায় এগিয়ে যাক তার স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে এই প্রত্যাশা করি সব সময়।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্য

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে আমাদের সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্ট্যাটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

আজীমের খুনি আক্তারুজ্জামান শাহীন যুক্তরাষ্ট্রে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং নেপাল, দুবাই হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে। আক্তারুজ্জামান শাহীন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তিনি কোন অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি নিউ ইয়র্কেই থাকেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এমপি আজীম যে বাসায় খুন হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে ওই বাসাটি আকতারুজ্জামানই ভাড়া নিয়েছিলেন। আজীম ভারতে অবস্থানকালে আকতারুজ্জামানও সেখানে ছিলেন। যে ফ্ল্যাটে আজীম খুন হন বলে ধারণা করা হচ্ছে সেই ফ্ল্যাটে আকতারুজ্জামানও ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্টধারী আকতারুজ্জামান ঝিনাইদহের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। আজীম খুনের পর তিনি নেপাল, দুবাই হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছেন বলে একাধিক সূত্র জানিয়েছে। গত ২০শে মে ভিসতারা এয়ারে দিল্লি থেকে আকতারুজ্জামান নেপালের কাঠমান্ডু চলে যান। পরের দিন ফ্লাই দুবাইয়ে করে তিনি দুবাই চলে যান। তার পরবর্তী গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র বলে জানা গেছে।

ওদিকে পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি'র প্রধান জানিয়েছেন, পূর্ব কলকাতার নিউ টাউন অঞ্চলে যে ফ্ল্যাটে আনোয়ারুল আজীম উঠেছিলেন, সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারি দপ্তরের কর্মকর্তা সন্দ্বীপ কুমার রায়ের। সন্দ্বীপের কাছ থেকে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন আকতারুজ্জামান। আকতারুজ্জামানই ওই ফ্ল্যাটে আনোয়ারুল আজীম আনারের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

হত্যাকাণ্ডের সময় সঞ্জিবা অ্যাপার্টমেন্টের ঐ ফ্ল্যাটে ছয় জন ছিলেন। এর মধ্যে তিন জন বাংলাদেশি বলে নিশ্চিত হয়েছে। মোকাররম, সিনথিয়া ও মারুফ নামে তিন জনকে আটক করেছে বাংলাদেশের পুলিশ। এর মধ্যে মোকাররম পুরো হত্যাকাণ্ডের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন গোয়েন্দা পুলিশের কাছে। আনোয়ারুল আজিম আনারের অন্য কলকাতায় উক্ত ফ্লাটটি ভাড়া করেছিলেন আক্তারুজ্জামান নামের একজন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশি। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হাবিবুর রহমান জানান, 'বুধবার সকালেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি, তিনি খুন হয়েছেন। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে আমরা তিন জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছি।' আটককৃতরা কি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে? জানতে চাইলে পুলিশ কমিশনার বলেন, 'তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, অনেক তথ্যই জানা গেছে। এখনই এর বেশি কিছু বলা যাবে না।'

গত ১২ মে ভারতে গিয়ে সন্ধ্যা ৭টার দিকে আজিম তার পূর্বপরিচিত বন্ধুসম্পর্কীয় গোপাল বিশ্বাসের বাসায় ওঠেন। পরদিন ১৩ মে বেলা ২টার দিকে তিনি চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কথা বলে গোপাল বিশ্বাসের বাসা থেকে বের হন। এর মধ্যে আজিমের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন সিনথিয়া ও মোকাররম। তাদের সঙ্গেই তিনি সঞ্জিবা অ্যাপার্টমেন্টের ঐ ফ্ল্যাটে যান। সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে, আজিমের সঙ্গে তিন জন ভেতরে যাচ্ছেন। এদের এক জন নারী। অন্য দুই জন পুরুষ। ধারণা করা হচ্ছে, এই তিন জন হলেন মোকাররম, সিনথিয়া ও মারুফ। তবে খুনের সময় ছিলেন ছয় জন। অন্য তিন জনের ব্যাপারে এখনো বিস্তারিত জানতে পারেনি পুলিশ।

আজিমকে হত্যার পর লাশ টুকরো করে ব্যাগে ভরে তিন জনকে ব্যাগগুলো ফেলে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যাগগুলো তারা কোথায় ফেলেছে, সে ব্যাপারে মোকাররম কিছু বলতে পারেনি। সিসিটিভির ফুটেজ বলছে, ১৩ মে তারা ফ্ল্যাটে ঢুকলেও ঐ দিন কেউ বের হননি। পরে এক জন ১৫ মে, এক জন ১৬ মে, এক জন ১৭ মে বের হন। কিন্তু আজিমকে আর বের হতে দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গ সিআইডি ঐ ফ্ল্যাটে রক্তের দাগ পেলেও ফ্ল্যাটের মধ্যে লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখন লাশের সন্ধানে অভিযান চলছে।

গোয়েন্দারা বলছেন, মোকাররম দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম বড় স্বর্ণ চোরাকারবারি। মারুফ এক সময় ভারতের বাসিন্দা ছিলেন। পরে বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গায় মাইগ্রেট হয়ে চলে আসেন। তিনি স্বর্ণ চোরাকারবারে জড়িত। এরা দুই জনই আজিমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

শাহীনের সঙ্গে আজিমের কেন বিরোধ: মোকাররম গোয়েন্দাদের কাছে স্বীকার করেছেন, শাহীনের সঙ্গে আজিমের বিরোধ দীর্ঘদিনের। আজিমের চিনির ব্যবসা আছে। এছাড়াও তারা দুই জন আরও কিছু ব্যবসায় জড়িত। সেই ব্যবসার ৪ কোটি টাকা আজিম পাবেন শাহীনের কাছে। কেউ বলছেন, এটা হুন্ডির টাকা, আবার কেউ বলছেন, এটা স্বর্ণ চোরাকারবারির টাকা। মোকাররমও নিশ্চিত নন, এই টাকা আসলে কীসের। তবে ৪ কোটি টাকা বিরোধের বিষয়টি তিনি নিশ্চিত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে শাহীন টাকা দিচ্ছেন না। নির্বাচনের আগে গত অক্টোবরে এ নিয়ে মীমাংসা বৈঠক হয়। বৈঠকে মীমাংসাও হয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাদের দ্বন্দ্ব থেকে যায়। কয়েক দিন আগে একে অপরকে হুমকি দিয়েছে।

এরপর শাহীন এমপি আজিমকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। তার এই পরিকল্পনায় যোগ দেন মোকাররম ও মারুফ। সিনথিয়াকে ব্যবহার করে কিলিং মিশন সম্পন্ন করেন তারা। হত্যাকাণ্ডের সময় শাহীনও ভারতে ছিলেন। দুই দিন পরই তিনি দেশে ফিরে আসেন। এর এক দিন পরই দুবাই হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান শাহীন। বর্তমানে তিনি সেখানেই আছেন।

জে. আজিজ ও বেনজীরকে নিয়ে যা বলল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবাদ সম্মেলনে এক সাংবাদিক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার মুখে থাকা বাংলাদেশের সাবেক পুলিশপ্রধানের ব্যাপক দুর্নীতির খবর প্রকাশ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সংস্থা কি বেনজীরের সম্পদ পেয়েছে এবং কোনো সম্পদ জব্দ করেছে? সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে? কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর শীর্ষ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা নেবে কি না—যাঁরা অবাধে সবকিছু করে যাচ্ছেন।

জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন, 'আপনি যেসব অভিযোগ ও সংবাদমাধ্যমের যেসব প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে আমি জানি। আমরা স্পষ্ট করে বলেছি, দুর্নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে, সরকারকে অস্থিতিশীল করে ও গণতন্ত্রকে দুর্বল করে।

> এক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য।

শুরু থেকেই দুর্নীতির বিরোধিতা যুক্তরাষ্ট্রের "মূল জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ" হিসেবে পরিণত।' তবে এই প্রশ্নের বিষয়ে 'নতুন করে বলার মতো কিছু নেই' জানিয়ে মিলার বলেন, 'আমরা কখনোই নিষেধাজ্ঞা বা অন্যান্য পদক্ষেপের বিষয়ে আগে থেকে কিছু বলি না।'

এক সাংবাদিক বলেন, জার্মানভিত্তিক ডয়চে ভেলে এবং সুইডেনভিত্তিক নেত্র নিউজের যৌথ অনুসন্ধানে জানা গেছে, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সাবেক ও বর্তমান সদস্যদের নিয়মিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী হিসেবে মোতায়েন করা হয়। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের জন্য হতে পারে। র‍্যাবের কর্মকর্তাদের জাতিসংঘের মিশনগুলোতে মোতায়েন করা হচ্ছে, এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কতটা উদ্বিগ্ন। যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য তহবিল দেয়, প্রায় ২৭ শতাংশ তহবিল মার্কিন করদাতাদের অর্থ থেকে?

জবাবে মিলার বলেন, আমরা এসব প্রতিবেদন সম্পর্কে জানি। শান্তিরক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার রক্ষা করা অপরিহার্য। জাতিসংঘের নীতিমালা অনুসারে, জাতিসংঘ এমন দেশগুলোর ওপর নির্ভর করে, যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন বা আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত সেনা বা পুলিশ পাঠাচ্ছে না।'

আজিজ, বেনজির এবং আজীম কাহিনী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(আইজিপি) বেনজির আহমেদের দুর্নীতি এবং ঝিনাইদহের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারকে খুনের ঘটনার কথাই বলছি। অনেকে বলছেন, আওয়ামী লীগ সরকারের অদক্ষতা –দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির খন্ড চিত্র এই তিনটি ঘটনা। কিন্তু বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দল কখনোই নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করতে চায় না। আওয়ামী লীগও তার ব্যাতিক্রম নয়। বরং আওয়ামী লীগে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। বিএনপি তা কখনোই ছিলনা। এ বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে অনেকের প্রশ্ন তাদের এ তিন জনের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকে গুরুতর অভিযোগ ছিল। তারপরও তাদের বাহিনীর প্রধান বা এমপি বানানো হলো কিভাবে।

জেনারেল আজিজ

গত ২০ মে দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার অভিযোগে বাংলাদেশের সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। উল্লেখযোগ্য দুর্নীতিতে সম্পৃক্ততার কারণে সাবেক জেনারেল (অব.) আজিজ আহমেদকে, পূর্বে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী প্রধান, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট, ফরেন অপারেশন অ্যান্ড রিলেটেড প্রোগ্রামস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনস অ্যাক্টের ৭০৩১ (সি) ধারার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছে পররাষ্ট্র দপ্তর। এ সিদ্ধান্তের কারণে তিনি এবং তার পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এ পর্যন্ত হলে কোন সমস্যা হতো না। কিন্তু একটি সেনা বাহিনীর প্রধানের বিরুদ্ধে এ ধরনের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে অনেকটা নাইজেরিয়ার মত মনে হয়। দেশ কি তাহলে দুর্নীতিতে নাইজেরিয়ার মত হয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারসহ বিভিন্ন মারাত্মক অভিযোগ আছে। সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে তিনি সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে থাকাকালীন তার দুই ভাইকে (যারা খুনী এবং শাস্তিপ্রাপ্ত) রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রাপ্তি এবং বিদেশে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। যারা আসামি ধরার কথা এবং দেশেকে রক্ষ ।করার কথা সেই রক্ষকই ভক্ষক হয়ে গেছে।

অনেকের মনে আছে ২০১২ সালে বিহিবর মহাপরিচালক-ডিজি হিসেবে যোগদানের পর ভারতের তাবেদারি করা শুরু করেন জেনারেল আব্দুল আজিজ। তিনি বিজিবির ডিজি থাকাকালীন সময়ে ভারতের কাছে অদ্ভূত এক অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধ হচ্ছে বিজিবিতে কর্মরত ক্যাপ্টেন বা মেজররা নব বিহাতিক স্ত্রীকে নিয়ে ভারতের হানিমুনে ঘুরে বেড়াবে। এ জন্য ভারত বিশেষ বিমান পাঠিয়ে সেই ক্যাপ্টেন এবং মেজরদের নিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ ভারত প্রতি সপ্তাহে সীমান্তে বাংলাদেশিদের ইচ্ছামত খুন করছে। বিজিবর অফিসাররা যাতে ভারতের অনুগত থাকে সে জন্য এমন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

বেনজির আহমেদ

বেনজির আহমেদ সাবেক আইজিপি। যার স্মার্টনেস অনেকের কাছে অনুকরনীয় ছিল। সেই পুলিশ অফিসের থলের বিড়াল এখন অনেককে অবাক করছে। তার কিছু সম্পদের ইশারা পাওয়া গেছে। তা হলো আদালতের আদেশে বেনজীর পরিবারের মালিকানাধীন রাজধানীর গুলশানে বিশালাকৃতির বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, গোপালগঞ্জে ৩৪৫ বিঘা ও মাদারীপুরে ২৭৩ বিঘা জমি জব্দ এবং অসংখ্য ব্যাংক ও বিও অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করেছে দুদক।

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের বিভিন্ন এলাকায় যে বিপুল সম্পদ গড়েছেন বেনজীর, তার বেশির ভাগই তিনি কেনেন আইজিপি পদে আধিষ্ঠিত হওয়ার পর।

তিনি আইজিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, চাকরিজীবনের শেষ দুই বছরে অর্থাৎ আইজিপি থাকাকালেই পরিবারের সদস্যদের নামে ৪৬৬ বিঘা জমি কেনেন বেনজীর। ১৯টি প্রতিষ্ঠানে শত শত কোটি টাকা বিনিয়োগ করে তার পরিবার হয়ে যায় পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী পরিবার। আইজিপি পদটি যেন তার কাছে হয়ে ওঠে 'আলাদীনের চেরাগ'।

বুধবার বেনজিরের বিদেশে কোন সম্পদ আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখতে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে দুদক। অনেকে মনে করেন মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশে বেনজিরের সম্পদ আছে। এই বেনজিরের অনেক বক্তব্য এখন সোসাল মিডিয়াতে ঘুরে বেরাচ্ছে। বেনজির ডিএমপির কমিশনার এবং আইজিপি থাকাকালীন সময়ে একাধিকবার বলেছেন , দুর্নীতি এবং জঙ্গীবাদকে কোনভাবেই পুলিশ বাহিনী প্রশ্রয় দেয়া হবো না। বলা বাহুল্য কিছু অপরাধ মূলক অপরাধের জন্য দুই বছর আগে মার্কিন সরকার বাংলাদেশের র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। বেনজির যখন র‍্যাবের ডিজি ছিলেন তখন টেকনাফের কাউন্সিলরকে হত্যাসহ বিভিন্ন ঘটনা বা সেই অপরাধগুলো র সাথে জড়িয়ে যায় র‍্যাব।

এমপি আজীম আনার

এক সময়ের ২১ মামলার আসামি এবং ইন্টারপোলের তালিকাভুক্ত আসামি আনোয়ারুল আজীম আনারকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের বর্ণনা অনুযায়ী এমন নিসংশভাবে আর কাউকে হত্যা করা হয়নি। যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আনোয়ারুল আজিম আনার খুন হয়েছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গে। তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।

গত ১৩ তারিখ নিউটাউনের আবাসনে তাকে হত্যা করা হয়। তারপর তিনদিন ধরে তার মরদেহ টুকরো টুকরো করে ডিসপোজ করা হয়। ফ্রিজেও রেখে দেওয়া হয়েছিল দেহের অংশ। এসব তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় পুলিশ। ডিবি পুলিশ জানিয়েছে, এমপি আনারের দেহাংশ ফেলার দায়িত্বে ছিল অন্য কেউ। তাদের হদিস পাওয়া গেলেই জানা যাবে কোথায় কোথায় দেহাংশ ফেলা হয়েছে। ওই আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে বেশকিছু প্লাস্টিক ব্যাগ পাওয়া গেছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই ব্যাগ গুলোতে করেই দেহাংশ ফেলা হয়েছে। ডিবির প্রধান হারু উর রশীদ সাংবাদিকদের গত মঙ্গলবার জানিয়েছেন, কলকাতার সঞ্জীবা গার্ডেন এপার্টমেন্টের স্যাপটিক ট্যাঙ্ক থেকে চার কেজির মত মাংস পাওয়া গছে। মনে করা হচ্ছে এটা এমপি আজীমের হতে পারে। তবে এ জন্য ফরেনসিক পরীক্ষা করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মহাপরিদর্শক (সিআইডি) অখিলেশ চতুর্বেদী বলেন, কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এমপি আনোয়ারুল আজীম আনারকে হত্যা করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের এমপি আনোয়ারুল আজিমের মরদেহ এখনো পায়নি পুলিশ। তবে কিছু প্রমাণের ভিত্তিতে মনে করা হচ্ছে, এই সংসদ সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে।' এ ঘটনার তদন্ত পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) হাতে নিয়েছে বলে জানান অখিলেশ চতুর্বেদী।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়েছি, যার ভিত্তিতে মনে করা হচ্ছে যে ওনাকে হত্যা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ১১ মে সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার চিকিৎসার জন্য ভারতে যান। এরপর তিন দিন পার হলেও পরিবারের সদস্যরা তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারেননি। ভারতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বরানগর থানার ১৭/৩ মণ্ডল পাড়া লেনের বাসিন্দা ও তার দীর্ঘদিনের পরিচিত গোপাল বিশ্বাসের বাড়িতে ওঠেন।

এ তিন ঘটনা দেখে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, এতে সরকারের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। বরং সরকার দোষীদের শাস্তি দিচ্ছে যা বিএনপি সরকার করে নি। এমপি আজীমের ব্যাপারে বলেন, তার জনপ্রিয়তা দেখে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। অপরাধ করলে সেটি তার বিষয়। এদিকে বিএনপি নেতা মির্জা ফখরুল বলেছেন, আজিজ, বেনজির এবং আনার আওয়ামী লগের সৃষ্টি এবং একটা-দুইটা নয়, এ রকম অসংখ্য ঘটনা, চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখবেন, তাদের দুর্নীতি ছাড়া আর কিছু নেই।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান জানান, ব্যক্তিকে অনিয়মের সুযোগ করে দেয় প্রতিষ্ঠান। সরকার ও সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কখনোই দায় এড়াতে পারে না। তিনি বলেন, এসব ঘটনা দুর্নীতি-অনিয়মের 'টিপ অব দ্য আইসবার্গ' অর্থাৎ ক্ষুদ্র অংশমাত্র। কিছু সংখ্যক পুলিশ, আমলা বা রাজনীতিবিদ দুর্নীতি করছে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ শাহদীন মালিক বলেন, ২০১৮ সালের নির্বাচনে তাদের যে ভূমিকা ছিলো, তার কারণেই তাদের অপকর্মের দিকে তাকিয়েও মুখ বুজে রাখা হয়েছে ।

এ সব কিছু দেখে আওয়ামী লীগের বক্তব্য শুনে অনেকে ভুপের হাজারিকার গান মনে করিয়ে দেন।

মানুষ যদি সে না হয় মানুষ
দানব কখনো হয় না মানুষ
যদি দানব কখনো বা হয় মানুষ লজ্জা কি তুমি পাবে না?
ও বন্ধু...

ডোনাল্ড ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বোর্ড তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আমেরিকার ইতিহাসে প্রথম সাবেক প্রেসিডেন্ট যিনি অপরাধ (ফেলোনি) আইনে দণ্ডিত হলেন।

পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলস মামলায় নিউইয়র্কের আদালতে ১২জন জুরী একমত হয়ে ৩০ মে বৃহস্পতিবার বিকেলে তাদের রায় ঘোষণা সমাপ্ত করেন। রায় ঘোষণার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেকে খুবই নির্দোষ একজন মানুষ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, লড়াই অব্যাহত থাকবে। ২০১৬ সালের নির্বাচনের আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর তৎকালীন সহযোগী মাইকেল কোহেনের মাধ্যমে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের মুখ বন্ধ করার জন্য অর্থ প্রদান করেছেন। বিষয়টি পরে ধামাচাপা দিতে গিয়ে ব্যবসার নথিপত্র জালিয়াতি করেছেন বলে আদালতে তাঁকে এ দণ্ড দেয়া হলো।

রায় ঘোষণার পর ট্রাম্প বলেছেন, এটি একটি জালিয়াতির বিচার, অসম্মানের বিচার। তিনি বলেন আসল বিচার হবে ৫ নভেম্বর যখন আমেরিকার মানুষ ভোট প্রদান করবে। উল্লেখ্য আসছে নভেম্বরে জাতিত্ব নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পই রিপাবলিকান দলের প্রার্থী। তিনি লড়ছেন বর্তমান ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে।

আদালতে দণ্ড পাওয়ার মধ্য দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে আইনগত কোন অসুবিধা নেই বলে আইনজ্ঞরা বলছেন। রায় ঘোষণার পর ট্রাম্পের সমর্থকরা তাঁর সমর্থনে আরও বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। বিশেষকরে শ্বেতাঙ্গবহুল এলাকায় ট্রাম্পের সমর্থকরা তাঁর পক্ষেই অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর নির্বাচনি চাঁদা সংগ্রহের উয়েভ সাইট ট্র্যাফিক ধারণ করতে না পেরে ক্রাশ হয়ে গেছে।

মার্কিন বিচারিক ব্যবস্থা অনুযায়ী জুরী বোর্ড সর্বসম্মত রায় প্রদান করলেও বিচারক দণ্ড ঘোষণা করবেন। ম্যানহাটন আদালতের বিচারক জুয়ান মার্কেন দণ্ড ঘোষণার জন্য ১১ জুলাই সকাল ১০টায় আদালতের সময়সূচি ঘোষণা করেছেন। সেদিনই ডোনাল্ড ট্রাম্পের অপরাধ বিবেচনায় জেল/ জেলের মেয়াদ বা জরিমানা দণ্ড বিচারক ঘোষণা করবেন। ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এ রায় নিয়ে আপিল আদালতে যাবেন এবং তাঁর আইনজীবীরা বলেছেন, এ আইনগত লড়াই দীর্ঘ হবে।

নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আগত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান মন্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত গাড়িতে উঠেন।

আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা ও প্রত্যক্ষদর্শী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, মন্ত্রীর বিমান অবতণের আগেই সিদ্ধান্ত হয় যে উভয়েই দু'পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবেন মন্ত্রী বের হবার সময় সবার সঙ্গেই দেখা করবেন। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী বের হবার সময় আওয়ামী লীগের কতিপয় উচ্ছৃংখলকর্মী লাইন ভেঙ্গে তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফুলের তোড়া দেবার চেষ্টা করলে অন্যরাও হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যান, ফলে বিচ্ছৃংখলার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে উভয় গ্রুপের মধ্যে প্রথমে ধাক্কাধাক্কি এবং পরে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের আভ্যন্তরিন দ্বন্দ্ব ও বিবাদ আজ স্বচক্ষে দেখলেন বলে উল্লেখ করেন সূত্রটি।

উল্লেখ্য, জাতিংসংঘে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা দিবসের বিশেষ সভায় যোগ দিতে তিন দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি অধিবেশনে যোগদানের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাথে বৃহস্পতিবার (৩০ মে) সন্ধ্যায় স্থানীয় গুলশান টেরেসে মতবিনিময় সভায়ও তার অংশ নেয়ার কথা। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের দু'গ্রুপের আভ্যন্তরিন দ্বন্দ্বের ফলে নিউ ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগকে মতবিনিময় সভার আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছেন দলীয় নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের গোপন নেতৃত্বে তার পছন্দের লোকেরা স্বেচ্ছায় হট্টগোলের করেছেন বলে বিমানবন্দরে উপস্থিত নেতকর্মীরা অভিযোগ করেছেন। তারা বলেন, আগামীকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা যদি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ব্যানারে হতো তাহলে বিমানবন্দরে এমন ঘটনা ঘটতো না।

এ ব্যাপারে মতামত জানতে ড. সিদ্দিকুর রহমান, নিউ ইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও সাধারন সম্পাদক শাহীন আজমলের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাদেরকে পাওয়া যায়নি।

এস এম সফিউদ্দিন আহমেদ

যে প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে, তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত : সেনাপ্রধান

ঢাকা ডেস্ক

সম্প্রতি সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে, তা উদ্দেশ্য প্রনোদিত বলে জানিয়েছেন, সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম সফিউদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী শুধু নয়, আমাদের সামরিক বাহিনী পৃথিবীর অনেকগুলো মিশনে, ৪৩টা মিশনে দায়িত্ব পালন করেছে। এখনো ৬ হাজারের ওপরে শান্তিরক্ষী দায়িত্ব পালন করছেন। কোনো একটা মিশনের আপনি উদাহরণ দিয়ে বলতে পারবেন যে ওখানে আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছি বা আমাদের শৃঙ্খলা খারাপ হয়েছে?’

২৭ মে সোমবার দুপুরে গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন মন্তব্য করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, ‘পৃথিবীতে অনেকগুলো অঞ্চলে; শুধু আফ্রিকা নয়, আফ্রিকার বাইরে আমরা এশিয়া–ইউরোপেও দায়িত্ব পালন করেছি। কখনো কি আমাদের বিরুদ্ধে এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়েছেন?’

সম্প্রতি শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশের সেনা পাঠানো নিয়ে জার্মানভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়চে ভেলের প্রচারিত তথ্যচিত্রের প্রসঙ্গ টেনে সেনাপ্রধান বলেন, ‘আজকে কেউ (ডয়চে ভেলে) একটা প্রতিবেদন করে বলার চেষ্টা করছে, অমুকে অমুক অর্গানাইজেশনে চাকরি করার সময় একটা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে। এটা একটা শোনা কথা। যদি বাস্তবে এটা হয়েও থাকে, তবে আমাদের কি এ ব্যাপারে জানানো হয়েছিল?’ বাস্তবে যা হচ্ছে আর তারা যেটা বলার চেষ্টা করছে, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেও মন্তব্য করেন শফিউদ্দিন আহমেদ।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দেশ-বিদেশের সাংবাদিকদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সমর্থন আর সহমর্মিতা জানানোর পাশাপাশি স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ২৫ মে শনিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৩ মে ছিলো ‘বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস’। ১৯৮৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি উদযাপন হয়ে আসছে।

প্রেসক্লাবের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিতত্বে অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ। অনুষ্ঠানে ক্লাবের সাবেক সভাপতি ডা: চৌধুরী সারওয়ারুল হাসানের মায়ের রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ফখরুল ইসলাম মাছুম। এরপর দিবসটি স্মরণে ক্লাব সদস্য চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল লিখিত বিশেষ নিবন্ধ পাঠ করে শুনান ক্লাবের কার্যকরি সদস্য মুস্তাফিজুর রহমান।

সভায় আলোচনায় অংশ নেন ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মাইনুদ্দীন নাসের, সাবেক সভাপতি ডা. ওয়াজেদ এ খান ও আবু তাহের, ক্লাব সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন, নির্বাচন কমিশনের সদস্য এবিএম সালেউদ্দীন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রচার সম্পাদক মাহাথির ফারুকী, কার্যকরি সদস্য আবিদুর রহীম প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার।

চাকরী ছাড়ার হিড়িক নিউইয়র্কারদের মাঝে

নিউজ ডেস্ক

নিউইয়র্কারদের মধ্যে চাকুরি ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। গত ৩ মাসে ৫ লাখ নিউইয়র্কার চাকুরি ছেড়েছেন। সে অনুপাতে নতুন কর্মচারি কাজে যোগদান করছেন না। নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশও করেছেন। অতীতে অল্প সময়ে এতও বেশি সংখ্যক মানুষকে চাকুরি ছাড়তে দেখা যায়নি।

শ্রম বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এতে একটা জিনিষ পরিষ্কার কর্মজীবিরা নতুন জব পাবার বেলায় আস্থাশীল। চাকুরি ছাড়লে নতুন চাকুরি পাবেন এমন নিশ্চয়তা থেকেই তারা এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। এদিকে স্টেটের হিসেব মতে বিভিন্ন সেক্টরে প্রায় ৫০ লাখ পদ শূন্য রয়েছে। যোগ্য প্রার্থী খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। স্টেট গর্ভনর ক্যাথি হোকল ও সিটি মেয়র এরিক এডামসও তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। লেবার ফোর্স বাড়ানোর জন্য তারা এসাইলাম প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ওয়ার্ক পারমিট দেবার জন্য ফেডারেল সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

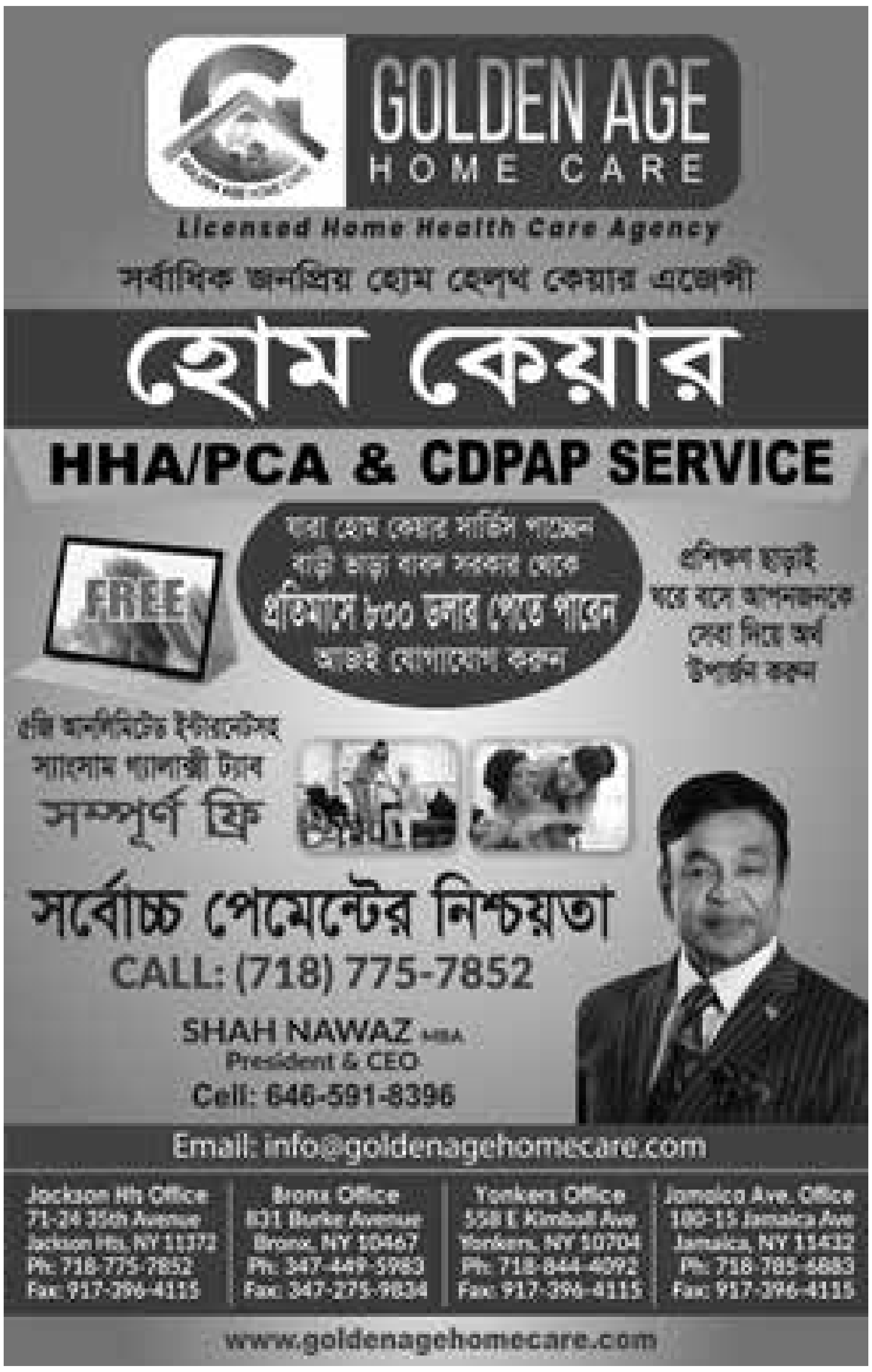

Wasi Choudhury & Associates LLC
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?
SERVICES
• Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
• Tax Preparation:
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
• Accounting:
Payroll, Sales Tax, etc.
• Business Licenses
• ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।
IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
Member: naea
Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com
ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন
37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

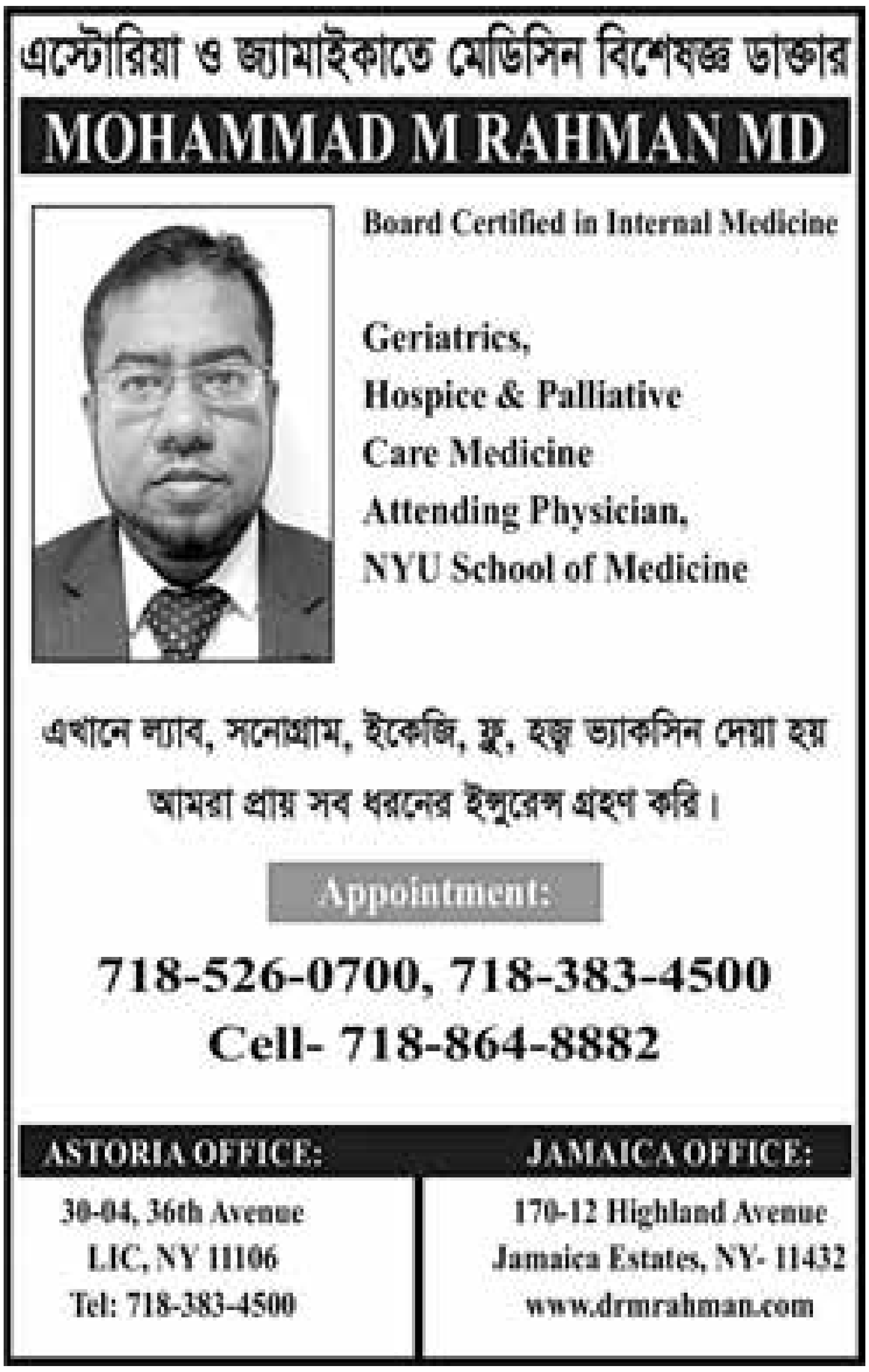
এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD
Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882
ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Tax & Immigration
Services
Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary
MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532
IRS e-file
INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling
IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available
REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services
PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

বাড়ি বিক্রয়!
ব্রংকস এলাকায় দুই ফ্যামেলী
বাড়ি বিক্রয় করা হবে।
লোকেশন
ক্যাসেল হিল এভিনিউ, জেরোমা এভিনিউ, মরিস পার্ক এবং পেলাম পার্কওয়ে। যা বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র। বাংলাদেশী সুপার মার্কেট, মসজিদ, ট্রেন, স্কুল খুব নিকটে।
আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন:
আলি: 917-442-8648

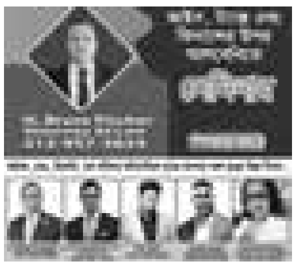

আইন-ট্যাক্স-ফিনান্সের ওপর আলবেনিতে সেমিনার ১ জুন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে এসে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে ঝামেলায় পড়তে হয় অধিকাংশ বাংলাদেশিকে। বিশেষ করে আইনি সমস্যা, ট্যাক্স কিংবা আর্থিক বিষয়গুলো বেশি ভোগান্তিতে ফেলে মানুষদের। এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা থাকলে ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা কেনাবেচা করতে সহজ হয়। আর বাংলাদেশিসহ সকলের কথা মাথায় রেখে আইন, ট্যাক্স, ফিনান্সের ওপর আলবেনিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেমিনার। যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বিশেষজ্ঞ এবং প্রফেশনালদের কাছ থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয়ে জেনে নিতে পারবেন।

আগামী ১ জুন ২৯৫ সেন্ট্রাল এভিনিউর তাজমহল রেস্টুরেন্টে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সেমিনারে অংশ নিয়ে যে কেউ প্রয়োজনীয় সেবা নিতে পারবেন। এদিন বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলবে এই সেমিনার। এতে আইনজ্ঞ, সিপিএ, রিটেলর, লোন অফিসার এবং ফাইনান্সিয়াল প্লানাররা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন। এতে উপস্থিত থাকবেন, এটর্নি ব্রুস ফিশার, মোহাম্মদ এন মজুমদার, জাকির চৌধুরি সিপিএ, রিটেলর ইমাম হোসেন, ব্যাংকার আজাদুল ইসলাম, ফাইনেন্সিয়াল প্রফেশনাল সুলতানা রহমান। যারা সেমিনারে নিজেদের বক্তব্য প্রদান করবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিবেন।

এতে প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে রয়েছেন সিপিএ জাকির চৌধুরী। তিনি বলেন, আমরা সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন আইন, ট্যাক্স এবং অর্থণেতিক তথ্যগুলো পৌঁছে দিতে এই সেমিনারের আয়োজন করছি। সেমিনারে এসে যে কেউ প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিতে পারবেশ। আশা করছি একটি চমৎকার অংশগ্রহণমূলক আয়োজন হবে। এবং সকলেই সেবা পাবেন।

রিমালের মন্দগতিই ভাসালো উপকূলের বিস্তৃত এলাকা, দীর্ঘ সময় বয়ে যাওয়া ঘূর্ণি রেখে গেছে বিশাল ক্ষতের দাগ

রিমালের তান্ডবে মৃত্যু ১৪

ঢাকা অফিস

উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসা হাওয়ার বাধা ঠেলে দ্রুত গতিতে এগোতে পারছিল না 'রিমেল'। 'রিমেলে'র জেরে রোববার রাতে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১১০ থেকে ১২০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গিয়েছে। তবে 'রিমেল' নিজে এগোচ্ছিল ঘণ্টায় মাত্র ৬ থেকে ১৩ কিলোমিটার বেগে। এই মন্দগতির কারণেই ল্যান্ডফলের ১৪ ঘণ্টা পরেও 'অতি তীব্র' ঘূর্ণিঝড় সামান্য কিছুটা শক্তি খুইয়ে 'ঘূর্ণিঝড়ে'র চেহারা নিয়েছিল। সাধারণত ল্যান্ডফলের পরে এই সময়ের মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি কমতে কমতে তা গভীর নিম্নচাপ বা আরও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষমতায় 'সুপার সাইক্লোন' আইলা বা উম্পুনের তুলনায় অনেকটা খাটো হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বড় প্রভাব ফেলতে পেরেছে 'রিমেল'। ২৬ মে রোববার রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ পটুয়াখালি জেলার মংলার কাছাকাছি 'তীব্র ঘূর্ণিঝড়' হিসেবে ল্যান্ডফল করে 'রিমেল'।

উপকূলে দীর্ঘ সময় ঘূর্ণি বয়ে দিয়ে থেমেছে রিমেল। তবে ঝড় বিদায় নিলেও রেখে গেছে ক্ষতের দাগ। ঘরবাড়ি ও সহায়-সম্বল হারিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ। কীভাবে আবার মাথা তুলে দাঁড়াবেন, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। রিমাল তার ঘূর্ণিতে যতটা না ঘায়েল করেছে, এর চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ঝড়ের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টির কারণে। সব মিলিয়ে উপকূলের অর্ধকোটি মানুষের দুই চোখে এখন অমাবস্যা।

বঙ্গোপসাগর থেকে ডাঙ্গায় উঠে আসার সময় প্রায় ৭ ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড শক্তির ঘূর্ণিঝড় রিমেলের তাণ্ডবলীলায় লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে দেশের উপকূলবর্তী বিশাল অঞ্চল। প্রায় দ্বিতল ভবনের সমান উঁচু জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত এবং তছনছ হয়ে গেছে বহু জনপদ, ঘরবাড়ি, বেড়িবাঁধ,গাছপালা, মাছের ঘের, ফসলের ক্ষেত, দোকানপাট। গতকাল বিকাল পর্যন্ত সাত জেলায় প্রাণহানি ঘটেছে অন্তত:১৪ জনের। সরকারি হিসাবে ১৯ জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সাড়ে ৩৭ লাখ মানুষ। পৌনে ৩ কোটি গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ছেদ পড়েছে। ১৫ হাজার মোবাইল টাওয়ার নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে।

এছাড়া খুলনা-বাগেরহাট-সাতক্ষীরা জোনের ৬১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভেসে গেছে অর্ধলক্ষাধিক মাছের ঘের। দেড় লাখ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। বুক চিতিয়ে ঝড়ের প্রলয়ংকরী তাণ্ডবের উন্মত্তা খাটো করে দেয়া সুন্দরবন ১০ ফুট পানির নীচে তলিয়ে গেছে। হরিণসহ অনেক প্রাণীর লাশ ভাসছে সুন্দরবনের নদনদীর পানিতে। রোববার রাত পৌনে নয়টার দিকে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার গতির বাতাসের শক্তি নিয়ে বাগেরহাটের মোংলার কাছ দিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পটুয়াখালীর খেপুপাড়া উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র আঘাত হানতে শুরু করে। ৪০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এই ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডব ছিল ২০০৭ সালের সিডারের পরে সর্বোচ্চ। ধীরে ধীরে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঝড়টি স্থলভাগে উঠে আসার অগ্র-পশ্চাতে মধ্যরাতে ঘূর্নিতান্ডবের সাথে জলোচ্ছ্বাসে তলিয়ে যায় খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুরের বেশ বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

জব জবহেল্প জব
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.সিটি পাসপোর্ট/নবায়ন
২.সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ.এস.এ জব	৪.ডেলিভারি জব	৪.ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম.টি.এ জব	৫.রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং/এফোর্ডএবল
৬.আই.টি ইঞ্জিনিয়ার	৬.ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬.মেইক রেজুমি/কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম:
১।পোস্টাল জব (USPS)-(শনিবার–বৃহস্পতিবার)——(স:১০টা - বি: ৬টা)
২। ট্রাফিক এন্ড এজেন্ট——রবিবার——(বি: ২টা - বি: ৪টা)
৩।স্কুল সেফটি এজেন্ট——মঙ্গলবার——(দু.১২টা - বি: ২টা)
৪।বেসিক কম্পিউটার——শনিবার——(বি: ৩টা - বি: ৫টা)
৫।১৬ঘণ্টা ডি.ডি.সি (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স)——(স: ১০টা - বি: ৬টা)
৬।ট্রাক এন্ড ট্রাভেল –যোগাযোগ/W.DC./PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে 1/2/3/5 দিনের ভ্রমণ।

POSTAL JOB : (করণীয়):
১। একবার পাশ করলে ৫০টি স্টেটের যেকোনো স্টেটে জব নেয়া সম্ভব।
২। সব স্টেটে বেতন আউটডোর পজিশন 19.33/ঘণ্টা , ইনডোর পজিশন 20.05/ঘণ্টা। পেনশন, প্রমোশন, ওভারটাইম, ছুটি, ইন্সুরেন্স, ইত্যাদি সকল সুবিধা বিদ্যমান।
৩। পরীক্ষায় খুব ভাল স্কোর নিয়ে পাশ করতে হয়।
৪। গ্রীন কার্ড /সিটিজেন (৫ বৎসরের রেসিডেন্স) বয়স কমপক্ষে ১৮ বৎসর, উর্দ্ধসীমা নাই।
৫। এব্যাপারে এক্সাম এর জন্য 'জব হেল্প' সেন্টারের সহযোগিতা নিতে পারেন।
৬। নিয়মিত জব সার্চ এর ব্যাপারে "জব হেল্প" থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
৭। একবার ফেল করলে বা ইমপ্রোভমেন্ট দিতে হলে ২ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।
৮। আবেদন দাখিলের পর নিয়মিত ই-মেইল চেক করতে হয়, ইন্টারভিউ, ড্রাগটেস্ট, এক্সসেপ্ট/ডিক্লাইন, ব্যাক গ্রাউন্ড চেক ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট এর ব্যাপারে অত্র প্রতিষ্ঠান জব পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or Bus:Q040,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm
উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017
জামাইকার সাটফিন বুলবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

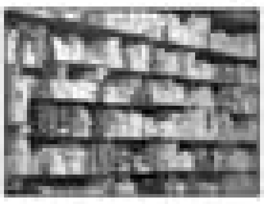

(সাটফিন বুলভার্ড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon
Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

সানম্যান এক্সপ্রেস পরিদর্শনে অগ্রণী ব্যাংকের এমডি

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

জ্যাকসন হাইটস্থ সানম্যান এক্সপ্রেসের হেড অফিস পরিদর্শন করলেন অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও মো. মোরশেদুল কবির । ২৪ মে শুক্রবার তার পরিদর্শনের সময় সেখানে সানম্যান এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন, সিএফও আমিনুল ইসলাম,ম্যানেজার তানজিলা রহমান তন্বী, সানম্যান এক্সপ্রেসের রেমিট্যান্স পার্টনার এ্যাংকর ট্রাভেলস ও মানিট্রান্সফারের প্রেসিডেন্ট এএসএম মাইনুদ্দিন পিন্টু, পনস ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু সাইয়িদ চৌধুরী, ও মর্টগেজ অফিসার সান্তনু বরুয়া হিমু উপস্থিত ছিলেন। অগ্রনী ব্যাংকের প্রধান কিভাবে প্রবাসীদেরকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়া যায় সে বিষয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় প্রবাসী ভাই-বোনদের কষ্টার্জিত অর্থ বৈধ উপায়ে, সহজ ও নিরাপদে দ্রুততম সময়ে দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ন মত বিনিময় হয়েছে।

র‍্যাবের নতুন মহাপরিচালক হারুন অর রশিদ

ঢাকা অফিস

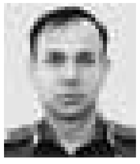

হারুন অর রশিদ

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক হারুন অর রশিদ। তিনি বর্তমান মহাপরিচালক এম খুরশীদ হোসেনের স্থলাভিষিক্ত হবেন। আগামী ৫ জুন হারুন অর রশিদ দায়িত্ব নেবেন।

বুধবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। পৃথক আরেক আদেশে বর্তমান ডিজি খুরশীদ হোসেনকে অবসর দেওয়া হয়।

এআইজিপি হারুন অর রশিদের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের মোল্লাকান্দি গ্রামে। বর্তমানে তিনি পুলিশ সদর দপ্তরে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট) পদে কর্মরত। এর আগে তিনি পুলিশের ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি ছিলেন।

হারুন অর রশিদ ১৯৯৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে এমএসসি সম্পন্ন করেন। ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে এলএলবি এবং ২০১৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। হারুন অর রশিদ ১৯৯৫ সালে ১৫তম বিসিএস পুলিশ ক্যাডারে সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি পুলিশের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পুলিশ সদর দপ্তরে ডিআইজি লজিস্টিক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি হন।

ময়মনসিংহ রেঞ্জের ডিআইজি থাকাকালীন হারুন অর রশিদ ২০১৯–২০ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার পান।

আগামী বছর নিউইয়র্কে বাংলাদেশ প্যারেড

বিশেষ প্রতিনিধি

ব্যাপক আয়োজনে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ ডে প্যারেড। ২৬ মে রোববার বাংলাদেশিদের কোলাহলের কেন্দ্র জ্যাকসন হাইটসে এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও আমেরিকার পতাকা হাতে নিয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত ছিল বাংলাদেশ প্যারেড। নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস এ প্যারেডের উদ্বোধন করেছেন। এবারের প্যারেডের মধ্য দিয়ে নতুন এক অভিযাত্রা শুরু হয়েছে। নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের অবস্থান জানান দিতে আগামী বছরেই নিউইয়র্ক সিটির প্রাণকেন্দ্র ম্যানহাটনে বাংলাদেশ প্যারেড অনুষ্ঠিত হবে। এ নিয়ে বাংলাদেশিরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে সিটির পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে মেয়র আশ্বাস দিয়েছেন। আয়োজকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ দেখা দিয়েছে।

সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস রোববার জ্যাকসন হাইটসের ৬৯ স্ট্রিট ও ৩৭ অ্যাভিনিউ সংলগ্ন পার্কে মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে প্যারেডের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। পরে তাকে নিয়েই প্রবাসী বাংলাদেশিরা ৩৭ অ্যাভিনিউ ধরে ৬৯ স্ট্রিট থেকে ৮১ স্ট্রিট পর্যন্ত প্রায় পৌনে ১ মাইলব্যাপী প্যারেডে অংশ নেন। এ সময় রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার মানুষ বাংলাদেশের পতাকা হাতে স্লোগান দিতে থাকেন।

ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএর উদ্যোগে এই প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। প্যারেডকে সফল করতে গঠিত কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন সাপ্তাহিক আজকাল পত্রিকার সম্পাদক ও গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ। অন্যান্য দায়িত্বে ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা গিয়াস আহমেদ,অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, আব্দুর রব, উপদেষ্টা শাহ জে চৌধুরী, প্রধান সমন্বয়কারী ফাহাদ সোলায়মান এবং সদস্য সচিব তরিকুল ইসলাম বাদল।

এখনো আজিজ-বেনজীরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন

প্রশ্ন মান্নার

ঢাকা অফিস

সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদ ও সাবেক পুলিশ প্রধান বেনজীর আহমেদকে এখনো কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। এ সময় তাঁদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সাধারণ মানুষকে রাজপথে নামার আহ্বান জানান তিনি।

বুধবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলন আয়োজিত এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, ‘যারা বেনজীর এবং আজিজকে তৈরি করেছে, তাদেরকে এমনি এমনি যেতে দেওয়া যাবে না। কেন এখন পর্যন্ত আজিজ কিংবা বেনজীরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং তাদের নামে মামলা দেওয়া হয়নি, সেই ব্যাপারে দাবি তুলতে রাজপথে নামেন।’

এই সরকার আর বেশি দিন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না উল্লেখ করে মান্না বলেন, ‘জাতিসংঘের প্রতিনিধি রোজারিক বলেছেন—তাঁর কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। পিস কোরে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা থেকে যে আর্মি-পুলিশ ও অন্য অফিসারদের নিয়ে এসেছ, তাদের চাকরি দিচ্ছ, এরা তো নিজের দেশে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘রোজারিক বলেছেন—আমরা খুঁজে দেখব। যাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আছে, তাদের আমরা ফেরত পাঠিয়ে দেব। পুরো সামরিক বাহিনীর বদনাম কুড়িয়েছে এই লোকটা।’

মান্না বলেন, ‘এই সরকার জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। গত বাজেটের চেয়ে এবার এক লাখ কোটি টাকা বাজেট বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঋণের টাকা জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।’

বুধবার মানববন্ধনে বক্তব্য দিচ্ছেন মাহমুদুর রহমান মান্না।

অনুষ্ঠানে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর বলেন, ‘ওবায়দুল কাদের বলেছেন—সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজিজ এবং বেনজীর এসেছে। এই সরকার কী আজিজ-বেনজীরদের বিরুদ্ধে স্বপ্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে? বেনজীরকে দিয়ে যে অপকর্ম করানো হয়েছে, এখন বিচার না করলে দায় সরকারের ওপরে আসবে। আনারের মাংস যদি বাথরুমের ট্যাংকি থেকে উদ্ধার করা যায়, তাহলে আমরা জানতে চাই—চৌধুরী আলম ইলিয়াস আলীসহ গুম হওয়ারা কোথায় আছে?’

দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির ঢাকা মহানগরের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম সাবেক, এবি পার্টির সদস্যসচিব মজিবুর রহমান মঞ্জু, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, মৎস্যজীবী দলের যুগ্ম আহবায়ক অধ্যক্ষ সেলিম মিয়া প্রমুখ।

দেশকে সেবা দিয়ে প্রাণ উৎসর্গীকৃতদের এ শহর আজীবন স্মরণ করবে: এরিক

মেমোরিয়াল ডে

এইচ বি রিতা

প্রতি বছর মে মাসের শেষ সোমবারে অনুষ্ঠিত হয় মেমোরিয়াল ডে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীতে কাজ করার সময় মারা যাওয়া মার্কিন সামরিক কর্মীদের সম্মানের জন্য একটি উৎসর্গীকৃত দিন এটি। মেয়র এরিক অ্যাডামস্ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন তাদের। ২৪ মে শুক্রবার- এ নিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশকে সেবা দিয়ে রক্ষা করার জন্য যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের সাহসিকতা এবং উৎসর্গের একটি বার্ষিক উদযাপন মেনোরিয়াল ডে। আমরা আমাদের দেশের মেরিন সার্ভিস সদস্যদেরকে অত্যন্ত গর্বের সাথে স্মরণ করি। একজন দেশপ্রেমিক আমেরিকান এবং একজন গর্বিত মেয়র হিসাবে মেমোরিয়াল ডে উইকএন্ডে আমাদের সাথে যোগদানকারী প্রতিটি পরিষেবা সদস্যকে আমি ব্যক্তিগতভাবে স্বাগত জানাতে চাই। মেমোরিয়াল ডে- সপ্তাহটি নিউইয়র্কে গ্রীষ্মের আনুষ্ঠানিক শুরুর চেয়ে অনেক বেশি কিছু বোঝায়।'

জাতির প্রতি নৌবাহিনী, মেরিন এবং কোস্ট গার্ডের সেবা করার প্রতিশ্রুতি, তাদের সাহসিকতা এবং উৎসর্গকে সম্মানিত করতে ধন্যবাদ জানানো শহরের একটি উপায় বলে জানান তিনি। অ্যাডামস্ বলেন, 'তাদের শ্রম এবং ত্যাগের কারণেই আজ আমাদের জীবনযাপন এবং আমাদের মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে পেরেছি।'

প্রবীণ সৈন্য এবং তাদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য নিবেদিত একটি পৃথক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে নিউইয়র্ক সিটি, এটি দেশের প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি। অযাডামস্ বলেন, 'তাদের অবদানে ধন্যবাদ জানানোও কম হয়ে যাবে। তারা আজ আমাদের সাথে নেই কিন্তু আমরা সর্বদা তাদের মনে রাখব৷ নিউ ইয়র্ক সিটি, একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শহর এবং স্বাধীনতার একটি বৈশ্বিক আলোকবর্তিকা। যারা আমাদের দেশ এবং এর মূল্যবোধ ও আদর্শকে রক্ষা করেছে, তাদের জন্য সর্বদা সম্মান করবে এ শহর এবং দাঁড়াবে। এছাড়াও, যারা বিদেশী প্রতিপক্ষের দ্বারা লক্ষ্যবস্তু ছিল এবং পরবর্তী যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের স্মরণ করার জন্য, আমাদের একটি বিশেষ বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

মেয়র জানান, একারণেই তারা ৯৯জন নিউইয়র্ক সিটির সামরিক কর্মীদের স্মরণে একটি নতুন স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন যারা নাইন/এলাভেন এর পরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। স্মারকটি কুইন্সের হোয়াইটস্টোন আশেপাশে ওয়াটারফ্রন্টের কাছে তৈরি করা হবে। স্মৃতিসৌধটি কয়েক হাজার নিউ ইয়র্কবাসীকে শ্রদ্ধা জানাবে যারা অতীতের যুদ্ধে দেশের সেবা করেছেন, সেই সাথে ইরাক ও আফগানিস্তান সংঘাতে যারা জীবন দিয়েছেন এমন নতুন প্রজন্মের ব্যক্তিদের প্রতি।

আটলান্টিক সিটিতে ‘নরসিংহ চতুর্দশী’ পালিত

সুব্রত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে ২২ মে বুধবার সন্ধ্যায় ‘নরসিংহ চতুর্দশী’ পালিত হয়েছে। আটলান্টিক সিটির প্রবাসী হিন্দুদের উদ্যোগে ১৪১১ পেনরোজ এভিনিউ এর প্রার্থনা হলে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ‘নরসিংহ চতুর্দশী’ পালিত হয়।

‘নরসিংহ চতুর্দশী’র বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে ছিল অধিবাস, পুজা অর্চনা, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ, কথামালা, মালা জপ, কীর্তন ইত্যাদি।

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অন্যতম অবতার হলেন নরসিংহ। প্রবল অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুকে বধ করতে মর্তে শ্রীবিষ্ণু আবির্ভূত হন মানব শরীর ও সিংহের মাথা নিয়ে। যে দিনে শ্রীবিষ্ণু নরসিংহ অবতারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ওই দিনটিকে ‘নরসিংহ জয়ন্তী’ হিসেবে মান্য করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের চতুর্দশী তিথিটি ‘নরসিংহ চতুর্দশী’ হিসাবে উদযাপিত হয়।

ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে, এই তিথিতে ভগবান বিষ্ণু, নরসিংহের অবতার হয়ে অসুরদের রাজা হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন। এটি ভগবান বিষ্ণুর দশটি বড় অবতারের মধ্যে চতুর্থ অবতার।

আয়োজকদের পক্ষে আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী ও সুমন মজুমদার ‘নরসিংহ চতুর্দশী’ অনুষ্ঠান সফল করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি মহান"
শহীদ রাষ্ট্রপতি
জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)-এর
৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে
দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ

৩০ মে ২০২৪ | বৃহস্পতিবার দুপুর ২টা | নবান্ন রেস্টুরেন্ট এর সামনে
30th May 2024 | Thursday at 2:00pm | In Front of Nabanno Restaurant

উত্তর আমেরিকার দল নিরপেক্ষ সার্বজনীন এই বৃহৎ আয়োজনে সবাই আমন্ত্রিত

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
দেওয়ান মনির

প্রধান সমন্বয়কারী
সারওয়ার খান বাবু

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
আবুল কাশেম

সদস্য সচিব
আমানত হোসেন আমান

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনঃ

সভাপতি ঃ শাকিল মিয়া — ধন্যবাদান্তে — সাধারণ সম্পাদক ঃ মোঃ আলম নবী

আয়োজনে: জ্যাকসন হাইটস্ এলাকাবাসী, নিউইয়র্ক

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অর্পণ নিউ ইয়র্কের সেরা পুলিশ কর্মকর্তা

ইমা এলিস

অর্পণ সিনহা

নিউ ইয়র্কের সেরা পুলিশ কর্মকর্তাদের তালিকায় নাম লেখালেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অর্পণ সিনহা। ১৪ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন তিনি। আর এখানে এসেই তিনি তার স্বপ্নের অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গেছেন। চাকরি শুরু করেছেন নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশে। তার বাড়ি বাংলাদেশের সিলেটে।

অর্পণের কর্মগুণে এখন তিনি সেখানকার বাংলাদেশি অধিবাসীদের কাছে অনুপ্রেরণার অন্য এক নাম। তাকে নিয়ে শুধু বাংলাদেশি কমিউনিটিই নয় পুরো সাউথ এশিয়ান কমিনিটিও উচ্ছ্বসিত।

অর্পণ নিজ দায়িত্ব পালনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়ে চলছেন। পাশাপাশি তিনি সাবলীল কথা বলতে পারেন ৪টি ভাষায়, যা নিউ ইয়র্কে প্রশংসা কুড়িয়েছে। বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি তিনি কথা বলতে পারেন হিন্দি ও উর্দুতেও।

এছাড়া মণিপুরী তার মাতৃভাষা। বাংলাদেশে অবস্থিত আমেরিকা দূতাবাসের ফেসবুক পেইজে বলা হয়, অর্পণ নিউ ইয়র্কের সেরা পুলিশ কর্মকর্তাদের একজন।

আরো বলা হয়, অর্পণ সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন কয়েকটি ভাষায়, নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি কর্মকর্তাদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার। আমেরিকার স্বপ্নের এক বাস্তব উদাহরণ। অর্পণের বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট জেলায়।

শাপলা নিউইয়র্কের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েটস নিউইয়র্ক ইনকের ২৮তম বার্ষিক পুনর্মিলনী ২৬ মে রোববার নিউইয়র্কের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ওয়াসিম উদ্দিন ভূঁইয়া এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রুহুল আমিন, সদস্য সচিব সোহেল গাজী এবং সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ আল আমিন। মহান সৃষ্টিকর্তার নাম স্মরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও উক্ত তেলাওয়াতের অর্থ এবং শানে নজুল সকলের মাঝে উপস্থাপন করেন সংগঠনের সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলামের সন্তান হাফেজ নিহাল তালুকদার। হিন্দু ধর্মের পক্ষ হতে গীতা পাঠ করেন সংগঠনের সদস্য বিমল চন্দ্র বর্মন। সকলে শ্রদ্ধার সাথে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। প্রয়াত সাহেদ চৌধুরী মাক্কু ও মিজান রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও বিগত বৎসর গুলোতে যাহারা সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করে সংগঠনকে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাদরকে উপস্থিত সকলের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। সংগঠনের আহবায়ক মোঃ এস সাদী'র শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে বক্তব্য পর্ব শুরু হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়েস্ট ওয়ে মেডালিয়ানের কর্ণধার রিচারড চিপম্যান, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এবং শাপলার প্রধান উপদেষ্টা রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও শাপলার উপদেষ্টা আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সাবেক সহ-সভাপতি ও শাপলার উপদেষ্টা মোঃ ফারুক হোসেন মজুমদার, জ্যাকসন হাইটস বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি হারুন ভুইঁয়া এবং সাধারণ সম্পাদক ও নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের উপদেষ্টা ফাহাদ সোলাইমান। বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য এমদাদুল হক কামাল। শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েটস্ এর সাবেক সভাপতি ফরিদুল আলম এবং নুরুল হাসান, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি মোঃ মামুন মিয়াজী, শাহ গ্রæপের চেয়ারম্যান শাহ চৌধুরী সারডেস এন্ড প্রেরুস এর রিপ্রেজেন্টেটিভ মোহাম্মদ আলী, মেনল্যান্ড ইন্স্যুরেন্সের কর্ণধার ববি, আশা হোমকেয়ারের কর্ণধার ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান, মেগা ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজের কর্ণধার রাজিব আহম্মেদ, লিবার্টি ব্রোকারেজের কর্ণধার আরিফ শাহরিয়া বিজো, ট্রান্সপোর্টেশনের কর্ণধার মাহফুজুর রহমান, ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের কর্ণধার এস আজিজ, সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ এফ উদ্দিন রাজিব, সিঃ সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মোস্তফা রিপন সহ সভাপতি আলমগীর হোসেন কার্যনির্বাহী সদস্য রহিম চৌধুরী। ১৭ তম হিরন্ময় শাপলার সম্পাদক মোঃ মোস্তফা রিপন মঞ্চে আসনকৃত সকলকে সাথে নিয়ে হিরন্ময় শাপলার ১৭ তম সংখ্যা উদ্বোধন করেন এবং হলে সকলের মাঝে বিতরণ করেন। সংগঠনের পক্ষ হতে ৫টি ক্রেস্ট প্রদান করেন যথাক্রমে ওয়েস্ট ওয়ে ম্যাডালিয়ান সেলস ইনকের কর্ণধার রিচার্ড চিপম্যান এবং সংগঠনের চারজন সদস্য বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচনে নির্বাচিত হন তাহারা হলেন রুহুল আমিন সিদ্দিকী সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত, আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত, নওশেদ হোসেন কোষাদক্ষ পদে নির্বাচিত এবং মোঃ এস সাদী কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়ায় তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ হতে সম্মাননা প্রদান করে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় পেলেন নিউইয়র্ক সাহিত্য পুরস্কার

উত্তর আমেরিকা অফিস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (৮৮) পেলেন এবারের 'মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার। ১৯৩৫ সালে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণকারি এবং পরবর্তীতে ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। নিউইয়র্কে ৪ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার তৃতীয় দিন আয়োজক কমিটির পক্ষে এই নাম ঘোষণা করেন সাহিত্যামোদি ও শিল্পপতি গোলাম ফারুক ভূইয়া। এ সময় তার পাশে ছিলেন বইমেলার আয়োজক মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ড. নুরুন্নবী। বয়সের কারণে খ্যাতনামা সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় মেলায় আসতে পারেননি, তবে ভিডিও-বার্তায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নিউইয়র্কের এই বইমেলায় ইতিপূর্বে যোগদানের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি বহুজাতিক সমাজে বাঙালি সংস্কৃতি বিকাশের এই প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এ সময় মেলায় অংশগ্রহণকারি স্টলসমূহের মধ্যে 'চিত্তরঞ্জন সাহা শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা পুরস্কার' গ্রহণ করেন 'সময় প্রকাশ'র ফরিদ আহমেদ।

এ সময় প্রদত্ত বক্তব্যে সাহিত্য পুরস্কারের স্পন্সর-প্রতিষ্ঠান 'জিএফবি গ্রুপ'র সিইও এবং মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা গোলাম ফারুক ভূইয়া বলেন, প্রবাসে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে নিউইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশন নিরন্তরভাবে কাজ করছে। বিগত ৩৩ বছর ধরেই আন্তরিকতার সাথে ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে এগিয়ে আজকের পর্যায়ে উন্নীত করার নেপথ্যে অন্যতম প্রধান প্রেরণাশক্তি হচ্ছে সবার সহযোগিতা ও ভালোবাসা। জাতিসংঘের সামনে রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হওয়া এই বইমেলা দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আজ আন্তর্জাতিক মেলায় উপনীত হয়েছে। এই মেলা এখন প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে পথিকৃতে পরিণত হয়েছে। নিউইয়র্কের বইমেলাকে অনুসরণ করে এখন লন্ডন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বইমেলা হচ্ছে। আমরা তাদের সকলের সহযোগী এবং সহযাত্রী। আমরা অত্যন্ত আনন্দচিত্তে তাদেরকে সহযোগিতা দিয়ে আসছি। গোলাম ফারুক ভূইয়া উল্লেখ করেন, ২০১৬ সাল থেকে আমরা এই সাহিত্য পুরস্কারের সংযোজন ঘটিয়েছি বইমেলার সাথে। সেটি শুরু হয় 'মুক্তধারা- চ্যানেল আই সাহিত্য পুরস্কার'।

ফোবানা নিয়ে যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের সংগঠন ফোবানার বিভিন্ন বিভক্তি, লগো ব্যবহার নিয়ে মামলার বিষয়ে একটি হালনাগাদ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)র দুই পক্ষের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী যথাক্রমে আবীর আলমগীর এবং কাজি সাখাওয়াত হোসেন প্রদত্ব যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি ফোবানা নিয়ে আগ্রহী পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলোঃ

২৩ মে বৃহস্পতিবার সংবাদপত্রে পাঠানো বিবৃতিতে তারা বলেছেন, " ফোবানার নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এই যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো। এখানে উল্লেখ্য যে এই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি উপস্থিত উভয় পক্ষের দাপ্তরিক অনুমোদনকৃত একমাত্র সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, এর বাইরে যে কোন সংবাদ মনগড়া ও বানোয়াট বক্তব্য বলে বিবেচিত হবে। ফোবানার "ট্রেডমার্ক" লোগো অবৈধ ব্যবহার বন্ধ ও ট্রেডমার্কটি নিবন্ধিত করার জন্য ২০১৯ সালে ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমোরিকা "ফোবানা" বাদী হয়ে একটি মামলা রুজু করে, বিবাদী মোহাম্মদ হোসেন খান, ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা ইনক। সেই মামলাটির আপডেট জানাতেই এই যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো।বিস্তারিত জানানোর আগে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আপনাদের কিছু তথ্য জানাতে চাই।

১৯৮৭ সালে নিউইয়র্ক, নিউজার্সী এবং গ্রেটার ওয়াশিংটন ডিসির কয়েকটি সংগঠনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্মেলন আয়োজনের মধ্যদিয়েই মুলত ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা,(ফোবানা) পথচলা শুরু করে। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পুরো নর্থ আমেরিকার সংগঠনগুলো ফোবানার সাথে যুক্ত হতে থাকে এবং একটা সময় "বাংলাদেশ সম্মেলন" নাম পরিবর্তন করে ফোবানা নাম ধারণ করে সম্মেলনের আয়োজন করা শুরু হয় ও ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটি গঠন করে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে থাকে।

কয়েকবছর পর কিছু সদস্য সংগঠনের কর্মকর্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য শুরু হলে কিছু সংগঠন বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা ভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতে থাকে। বিচ্ছিন্ন সংগঠনগুলোকে একত্রিত করে শুধুমাত্র একটি সম্মেলন করার জন্য বছরের পর বছর আলোচনা অব্যাহত থাকলেও দীর্ঘদিন সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হয়নি। অতঃপর ২০১৩ সালে বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে হিউস্টন একোর্ড নামে একটি সমঝোতা হয় এবং বেশীরভাগ সংগঠনই একটি প্ল্যাটফর্মে একত্রীভূত হয়, কিন্তু তারপরও একটি অংশ আলাদাই রয়ে যায় এবং সম্মেলন চালিয়ে যেতে থাকে।

প্রতি বছরই দেখা যায় বিভিন্ন গ্রুপ "ফোবানা" নাম ও লোগো ব্যবহার করে সম্মেলন করছে, এতে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরী হয়। এই বিভ্রান্তি দুর করতেই ফোবানার "ট্রেডমার্ক" লোগোটির অবৈধ ব্যবহার বন্ধ ও লোগোটি নিবন্ধনকৃত করার জন্য বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেডমার্ক ট্রায়াল, আপিল বোর্ডে আর্জি পেশ করে, যেখানে মোহাম্মদ হোসেন খান ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা ইনক কে ফোবানার "ট্রেডমার্ক" লোগোটি ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়। পরবর্তিতে মোহাম্মদ হোসেন খান ও ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা ইনক ফোবানার লোগো ব্যবহারের একক অনুমতি ও একক নিবন্ধন যে কোন সংগঠনকে এককভাবে না দেয়ার জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করেন। গত কয়েক বছর ধরে মামলাটি চলমান আছে। গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে দুই পক্ষের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় বারবার উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী সমাজের স্বার্থ সংলিপ্ত বিষয় ও ফোবানার মূল লক্ষ্য, বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতির শেকড় এদেশের মাটিতে প্রথিত করা ও পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌঁছে দেওয়ার বিষয়াদী উঠে আসে। আলোচনায় উভয় পক্ষই অনুধাবন করতে পারে নিজেদের সময় শক্তি ও অর্থ, মামলা পরিচালনায় ব্যায় না করে কমিউনিটির বৃহত্তর স্বার্থে বিনিয়োগ করা উচিত।

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toenails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Available
We Accept all Major insurance Plan
Dr. Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
FOOT PAIN
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

ANCHOR TRAVELS
এ্যাংকর ট্রাভেলস
AIRLINES TICKETS
73-05 37th Road Lower Level, Store#3, Jackson Heights, NY11372
এ্যাংকর ট্রাভেলস
এ্যাংকর ট্রাভেলস
SEND MONEY
BEST FLIGHT
এ্যাংকর ট্রাভেলস
নতুন শাখা
জ্যাকসন হাইটস-এ
631 774-0409
(516) 850-1311
73-05 37th Road Lower Level, Store#3
Jackson Heights, NY11372

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ
● ইন্টারেষ্ট রেট কম
● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল
● ফাষ্ট ক্লোজিং
● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
718-406-5549
Bronx Office
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
Tel: 347-837-1162

বারী সুপার মার্কেট
WE CARE FOR YOUR NEEDS

বারী হোম কেয়ার
Your Health Our Care

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL FOOD
حلال
HALAL FOOD

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

WE ACCEPT EBT

ria

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

CALL US TODAY:
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

Asif Bari (Tutul)
C.E.O.

Jackson Heights Office:	Jamaica Office:	Bronx Office:	Buffalo Office:
37-16 73rd St, 4th Fl, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 718-898-7100	168-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-291-4163	2113 Starling Ave, 2nd Fl, Suite 201, Bronx, NY 10462, Tel: 718-319-1000	977 Sycamore St, 2nd Floor, Buffalo, NY 14212, Tel: 347-272-3973
Long Island Office: 469 Donald Blvd, Holbrook, NY 11741, Tel: 631-428-1901	**Ozone Park Office:** 33 101 Ave, Brooklyn, NY 11208, Tel: 718-942-5554	**Brooklyn Office:** 509 Mcdonald Ave, Brooklyn, NY 11218, Tel: 347-240-6566, Cell: 347-777-7200	**Buffalo Office:** 59 Walden Ave, Buffalo, NY 14211, Tel: 716-891-8000, 716-400-8711

Email: info@barihomecare.com, Web: www.barihomecare.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে
সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি
- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল

KHAIRUL BASHAR, MBA, LLM
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR
LAW OFFICES

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748

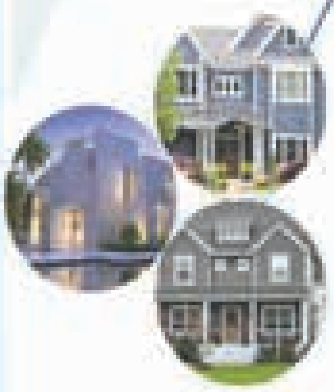

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Eid al-Adha
EID MUBARAK
EID Sale
WE ACCEPT EBT & OTC
PREMIUM SUPERMARKET
HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 31 - June 06, 2024) | Promo Code : PSP74
SALE $3.99/LB Minimum purchase of 10 lb CUT OFF ZABIHA HALAL FROZEN GOAT
SALE 89¢/LB Minimum purchase of 10 lb NO CLEAN NO CUT CHICKEN QUATER LEG ZABIHA HALAL
SALE $17.99/EA SIZE 8/10 HILSHA
SALE $14.99/EA 3 KG ROHU
SALE $2.49/LB 3 KG KATLA
SALE $2.99/LB 1 KG PANGASH
SALE $2.49/LB 1 KG PUTI
SALE $3.49/LB TILAPIA FILLET
SALE $6.99/EA SIZE 200-300 SAMPAN BRAND POA IQF
SALE 3/$5.00 250 GM SAMPAN BRAND KESKI
SALE 2/$14.99 25 PCS FAMILY PACK KAWAN PARATHA
SALE 3/$5.00 200 G SHAHI KACHUR LATI
SALE $19.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $14.99/EA 10 LB ROYAL CHEF'S SECRET BASMATI RICE
SALE $25.99/EA 2500 GM RED COW MILK POWDER
SALE 2/$12.99 11.02 LBS JUBILEE WHEAT FLOUR
SALE $16.99/EA 20 LB GOLDEN TEMPLE ATTA
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $31.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $11.99/EA 5 LTR ZER CORN OIL
SALE 2/$12.99 200 GM NESCAFE COFFEE
SALE $11.99/EA 1 KG RED LABEL TEA
SALE $4.99/EA 1 KG MAGGI HOT & SWEET SAUCE
SALE 2/$14.99 700 GM BULDAK SPICY RAMEN NOODLES
PREMIUM SUPERMARKET
CONTACT
WhatsApp Number
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004 347-657-8911
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372........ 347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462 347-658-0134
FREE PARKING IN BELLEROSE STORE
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS
"MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED &PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

EID Sale
Eid al-Adha
EID MUBARAK
ADI'S SUPERMARKET
1375 CASTLE HILL AVE, BRONX, NY 10462 TEL: 718-684-2135
FOOD CERTIFIED 100% HALAL
Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (May 31 - June 06, 2024) | Promo Code : PSP33
WE ACCEPT EBT & OTC
EVERY TUESDAY $100 PURCHASE GET $10 OFF
SALE 79¢/LB Minimum purchase of 5 lb ZABIHA HALAL CHICKEN QUATER LEG NO CLEAN NO CUT
SALE $19.99/EA SIZE 1000-1200 GM HILSHA
SALE $12.99/EA 3 KG ROHU
SALE $1.99/LB 3 / 5 KG KATLA
SALE $10.99/EA BLUE SEA SHELL ON - EZ-PEEL 31/40-2 LB BAG RAW SHRIMP
SALE $3.99/EA 2 LB BAG HAOR BRAND PANGASH STEAK
SALE $18.99/EA 20 LB KRISHOK PARBOILED BASMATI RICE
SALE $12.99/EA 20 LB CAROLINA PARBOILED RICE
SALE $28.99/EA 35 LB SUPER CHEF VEGETABLE / CANOLA OIL
SALE $9.99/EA 5 LTR ZER SUNFLOWER OIL
SALE $9.99/EA OLIO VILLA BLENDED POMACE OIL
SALE $9.99/EA 3 LTR MAIZO CORN OIL
SALE 2/$5.00 1 LB REAL GUYANA CHOWMEIN NOODLES
SALE $16.99/EA 900 GM BAGHABAREE GHEE
SALE $22.99/EA 2500 GM ANCHOR
WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE"
STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER.
THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. ADI'S STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

AL HARAMAIN PERFUMES

Where Timeless Luxury Meets Unparalleled Sophistication

AL HARAMAIN PERFUMES *story begins when Mr.Mahtabur Rahman's father, Mr Kazi Abdul Haque, first travelled to Makkah and smelt the musky aroma of Oudh, which inspired him to begin an agarwood trading business in Makkah and to open a couple of stores in Makkah and Madinah. AL Haramain Perfumes has offered some of the world's finest oudh and perfumes from these signature stores. Several years later, Mr. Mahtabur Rahman visited the distilleries in Taif which led to an appreciation for perfumeries and the sophistication of the perfumers' craft. The development of vision, technology, staff, and resources was instrumental in shaping the global fragrance industry. AL Haramain Perfumes has thus built a business heritage, passed down from father to son and nurtured through three generations, rooted in shared values, sound business ethics and a common philosophy. Today, we have hundreds of exclusive retail outlets and thousands of stockists around the world. We are recognized as the premier producer and retailer of niche perfumes globally. In addition, with every bottle we strive to bring both our heritage and an exceptional experience to life.*

Mohammed Mahtabur Rahman (Nasir)

Chairman and Managing Director of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

Munira Rahman

Chief Marketing Officer & Brand Ambassador of
Al Haramain Perfumes Group of Companies

"We are incorporating the next-generation technology into the business management to maintain our company's leadership in the industry. We started the e-commerce to help the business grow. We have also initiated social media marketing, digital public relations, digital media marketing as well as artificial intelligence in target marketing,". said Munira.

Today, AL Haramain Perfumes works within this changing social and fashion context, and this requires a flexible approach. We have always sought to increase its expertise and impact through collaboration with others. In this regard, AL Haramain Perfumes has, over the years, begun to do business with a renewed focus on environmental issues, and consumer education, and implement not only rules and regulations but also, international best practices. The Company adopted the ISO 22716:2007 Good Manufacturing Practices Standard and continues to procure all its raw materials in an ethical and environmentally sustainable manner, as this is the only way to ensure that the fragrance industry as a whole can continue to thrive in the future. We will continue to develop new and innovative fragrance concepts, expand its retail presence into new geographical territories around the globe.

Transform your fragrance game with Al Haramain Perfumes!

Elevate your essence to new heights

তরুণ বাংলাদেশি-আমেরিকান ব্যবসায়ী সিআইপি আব্দুল কাদের প্রেসিডেনশিয়াল এবং ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার চ্যাম্পিয়ন পদকে ভূষিত

অ্যাল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের সিইও মোহাম্মদ এ কাদের শিশিরকে 'গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স' বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করল হোমকেয়ার রোগী সেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য।

ন্যাশনাল স্মল বিজনেস উইক' চলাকালে ৮ মে বুধবার ইস্যুকৃত এক পত্রে 'গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স' আরো উল্লেখ করেছে যে, যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী স্বাস্থ্যকর্মীরা 'অ্যাল কাউন্টি হেলথ কেয়ার'র অধীনে রোগী সেবায় অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করায় মোহাম্মদ এ কাদের শিশিরকে চেম্বারের হেলথ কেয়ার কমিটির কো-চেয়ারের দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া নিউইয়র্কের বিশিষ্ঠ হেলথ কেয়ার ব্যবসায়ী মো. আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশির সম্প্রতি সর্বমোট তিনটি পদকে ভূষিত হয়েছেন। ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য একটি বাংলাদেশ সরকার ও বাকি দুইটি পদক মার্কিন সরকার প্রদান করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বছরের পর পর বছর পর্যবেক্ষণের পর পদকগুলো প্রদান করে থাকে।

সিআইপি

মো. আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশির বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচিত হয়েছেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য প্রতি বছর কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তথা (সিআইপি) হিসেবে নির্বাচিত করে থাকেন। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য তাকে সিআইপি ঘোষণা করা হয়েছে।

সিআইপি হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদক। এটাকে কমার্শিয়াল ইম্পরট্যান্ট পারসন বলা হয়। সিআইপির জন্য আব্দুল কাদের ২০২০ সালে আবেদন করেন। একটা সিআইপি ঘোষণা হতে তিন বছর সময় লাগে। বাংলাদেশ সরকারের গেজেট ৫৪ নম্বরে আব্দুল কাদেরের নাম রয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে অবদান ও বিনিয়োগের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার এই পদক প্রদান করেছে।

প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড

আমেরিকাতে পাওয়া আব্দুল কাদেরের দুই দুইটি অ্যাওয়ার্ডের একটি হলো প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড। এই পদকটি হোয়াইট হাউস অনুমোদিত। কেউ যদি কোন কোম্পানিতে চাকরি করে এবং প্রতিবেশীবৎসল কোনো কমিউনিটিতে ৪ হাজার ঘণ্টা সার্ভিস দিয়ে থাকে, তাহলে এই পদকের জন্য আবেদন করতে পারবে। আব্দুল কাদের এসব মানদণ্ড পূরণ করায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে।

ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড

তরুণ বাংলাদেশি আমেরিকান ব্যবসায়ী আব্দুল কাদেরের ঝুলিতে যুক্ত হওয়া তৃতীয় পদকটি হলো ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড। এসবিএ অর্থাৎ স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই পদকটি প্রদান করে থাকে। এটি আমেরিকার একটি সরকারি সংগঠন। সমস্ত ফান্ডিং বা লোন এখান থেকে অনুমোদিত হয়। এই পদকের জন্য একবছর আগে আবেদন করতে হয়। এক বছর কর্তৃপক্ষ রিভিউয়ের মধ্যে রাখে। সবকিছুই যাচাই-বাছাই করেই তারা ন্যাশনাল হেলথ কেয়ার চ্যাম্পিয়ন পদকটি প্রদান করে।

মো. আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশির নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ এর লাইসেন্সধারী হেলথ কেয়ার ব্যবসায়ী, অল কাউন্টি হেলথ কেয়ারের অন্যতম কর্ণধার এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তাঁর দাদার বাড়ী কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলায়। সেখানকার সম্ভ্রান্ত ভূঁইয়া পরিবারের মোঃ আব্দুল রশিদ ও শিরিন আক্তারের বড় ছেলে জনাব শিশির। তার নানার বাড়ী কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানায়। তিনি লাকসাম থানার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম আলী আক্কাসের নাতী এবং নিউ রাজা প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজের কর্ণধার শফিকুল ইসলামের ভাগিনা। আব্দুল কাদের ভূঁইয়া শিশিরের পৈত্রিক ভিটা কুমিল্লায় হলেও তার জন্ম এবং শৈশব বেড়ে ওঠা পুরাণ ঢাকার লালবাগে। তিনি নিউইয়র্কস্থ গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স, এশিয়া সোসাইটি, মালয়েশিয়া ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স, আমেরিকান প্রাইভেট লেন্ডার এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশের ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির একজন সম্মানিত সদস্য।

হেলথ কেয়ার ব্যবসার পাশাপাশি শিশির বাংলাদেশের শিক্ষা খাতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছেন। তিনি ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত ধানমন্ডি কলেজের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বর্তমানে তিনি দ্য ইউনিভার্সিটি অব কুমিল্লার একজন অন্যতম উপদেষ্টা। আব্দুল কাদের শিশির একজন শিক্ষানুরাগী মানুষ হওয়ায় তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে গত ১৫ বছর যাবত বিশেষ অবদান রেখে চলছেন। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি ভিত্তিক গড়ে তোলার জন্য একটি আইটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বেকারত্ব দূরীকরণে ও রেমিটেন্স খাতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য একটি সফটওয়ার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার প্রতির্ষ্ঠিত সফটওয়ার কোম্পানির নাম কমিউনিকেট টেকনোলজি লিমিটেড।

আব্দুল কাদের শিশির তার এই দীর্ঘ যাত্রায় দুবাইতে তার ব্রডওয়ে ট্রেড এলএলসি, মালয়েশিয়াতে পায়োনিয়ার ট্রেডিং চীন এসডি এন বিএসডি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনে কেইলি কাদের হোল্ডিং কোম্পানির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ট্রেডিং এবং বাংলাদেশে মেনুফেক্সারিং ব্যবসা পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

আব্দুল কাদের ভুঁইয়া শিশির পড়ালেখা করেছেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ওয়েস্ট্ট অ্যান্ড হাই স্কুলে। পরবর্তীতে ঢাকার সিটি কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৬ষ্ঠ ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক কন্যার পিতা, তার স্ত্রী শীফা আমিন এবং কন্যা কেইলি কাদের। তিনি যাত্রাবাড়ীর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং মেঘনা বাস মালিক পরিবহন সমিতির সাবেক সভাপতি শেখ রুহুল আমীন ও শেখ সেলিনা আমীনের জামাতা।

সার্বিক বিষয়ে জানতে চাইলে আব্দুল কাদের বলেন, আমাদের ব্যবসা নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা হ্যাপি। আমরা আমাদের প্রত্যাশের চেয়েও দ্রুত গতিতে আগাচ্ছি। আমাদের সাথে কমিউনিটির লোকজন এবং মূলধারার লোকজন যুক্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, মে মাসকে হেলথ কেয়ার মাস বলা হয়। আগামী ১১ মে কাউন্সিল ওম্যান নানতাশা উইলিয়ামের ওখানে হেলথ কেয়ারের প্রোগ্রাম আছে। সেখানে একমাত্র আমরাই আমন্ত্রিত হয়েছি। ১৭ তারিখে আপনি আমাদেরকে ইয়ক কলেজে পাবেন। সেখানে প্রতিবছর একটা ক্যারিয়ার ফেয়ার হয়। কলেজ থেকে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও নিউইয়র্ক সিটির যে জব ফেয়ার হয়, সেখানেও আমরা মনোনীত হয়েছি। ১৬ মে আমরা সেখানে থাকবো।

পরপর তিনটি পদক পাওয়া নিয়ে অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা আমাদের কাজে সন্তুষ্ট। আমাদের সহযোগী, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বা আমাদের সাথে যারা একই ব্যবসা যারা জড়িত আছেন, তাদের জন্যও আমরা শুভকামনা রাখব। আমি চাই সবাই ভালো ব্যবসা করুক। সবাই মূলধারায় যুক্ত হোক। আমরাই বছর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আগামী বছর পাক।

বাংলাদেশী মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
ডাঃ শামসি রহমান
PRIMARY CARE PHYSICIAN
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Queens Hospital Center and
North Shore University Hospital
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার
ডাঃ মোঃ আব্দুল বাছিত
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified in Internal Medicine
Assistant Professor of Medicine
Mount Sinai School of Medicine
Queens Hospital Center
সেবা সমূহ
Same Day Appointment
Walk-In Welcome
প্রাইমারী কেয়ার/ মেডিসিন বিশেষজ্ঞ।
অফিসেই রক্ত, প্রশাব পরীক্ষা ও ইকেজির ব্যবস্থা আছে।
ফ্লু, হজ্জসহ অন্যান্য ভ্যাকসিন।
জব, স্কুল, টি.এল.সি (TLC) সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা।
ফ্রি ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিস চেক-আপের ব্যবস্থা।
যাদের কোনো ইন্সুরেন্স নাই বিশেষ চিকিৎসার সুযোগ।
জ্যামাইকা অফিস – রোগী দেখার সময়:
সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত।
ওজনপার্ক অফিস – রোগী দেখার সময় ঃ
মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
শনিবার ঃ বিকাল ৪টা থেকে ৫:৩০ মিঃ পর্যন্ত।
বাছিত মেডিকেল কেয়ার
JAMAICA OFFICE:
166-41 88th Ave,
Jamaica, NY 11432
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-876-3911
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
40-37 74th Street
Elmhurst, NY 11373
Tel: 917-780-4510
Fax: 347-876-3911
OZONE PARK OFFICE:
97-47 77th Street,
Ozone Park, NY 11416
Tel : 718-307-5796
Fax : 347-876-3911

IMMIGRATION
LAW OFFICE
ইমিগ্রেশন ’ল অফিস
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Immigration
Asylum & Defence from Deportation
Family Law
Accident & Injury
Business Law
Any Kind of Visa Processing
BHATTA LAW & ASSOCIATES
(631) 805 1051
37-07 74th Street, Suite # 3
Jackson Heights, NY-11372

SARAH CARE USA
CDPAP & HOME CARE SERVICES
CDPAP/ PCA/ HHA
No Certificate Required
Highest pay With Benefit
We speak Bangali, Hindi, Urdu, Punjabi, Spanish & Creole
Dr.Gee Cee pat
Vice President
Dr.Shajadi Parvin
CEO/President
WITH
Best income
Up to
$85.000
Annually
LAN/RN
OT/PT/DIETICIAN
Medical Supply
WORK
AT HOME
NEED JOB?
CALL US: 917-745-0949
আমরা ট্রান্সফার কেইসের ক্ষেত্রে
সর্বোচ্চ রেট দিয়ে থাকি
FREE SERVICE: to Apply & Renew DOH/Medicaid/Medicare/SNAP
Corporate Office:
37-18-73rd Street, Suit 301,
Jackson Height, NY 11372
Jamaica Office:
170-05 Hillside Ave, NY 11432
185-08 Hillside Ave, NY 11432
Brooklyn Office:
2033 Bath Ave,
Brooklyn NY 11214
Bronx Office:
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
Buffalo Office:
3685 Harlem RD
Cheektowaga, NY 14215
cdpap@sarahcareusa.com| Fax: 201-489-8035
Phone: 347-919-5256, 347-919-5254 | www.sarahcareusa.com

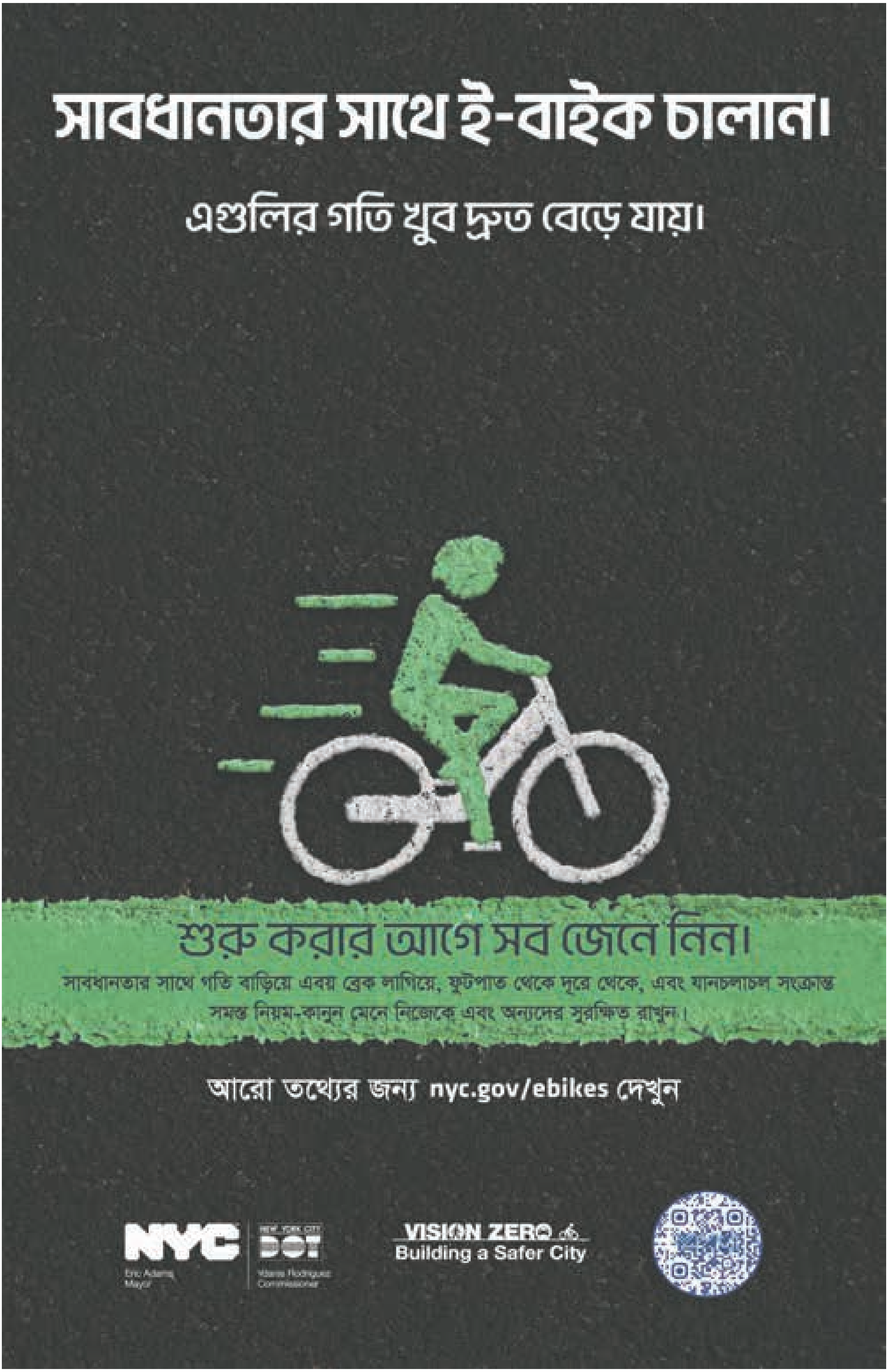
সাবধানতার সাথে ই-বাইক চালান।
এগুলির গতি খুব দ্রুত বেড়ে যায়।
শুরু করার আগে সব জেনে নিন।
সাবধানতার সাথে গতি বাড়িয়ে এবং ব্রেক লাগিয়ে, ফুটপাত থেকে দূরে থেকে, এবং যানচলাচল সংক্রান্ত সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিজেকে এবং অন্যদের সুরক্ষিত রাখুন।
আরো তথ্যের জন্য nyc.gov/ebikes দেখুন
NYC
Eric Adams
Mayor
NEW YORK CITY DOT
Commissioner
VISION ZERO
Building a Safer City

জুয়ানা'র বৈশাখী উৎসব ও ঈদ পুনর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস নবান্ন পার্টি সেন্টারে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (জুয়ানা) এর দিনব্যাপী বৈশাখী উৎসব ও ঈদ পুনর্মিলনী। ২৬ মে রোববার আনন্দঘন ও উৎসবমুখর এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরণের সুস্বাদু ও মুখরোচক খাওয়া দাওয়ার আয়োজন ছিল অসাধারণ।

জুয়ানা বৈশাখী উৎসবের এইবারের আয়োজনে অন্যতম আকর্ষণ ছিলো বাংলাদেশের নাট্যজগতের অন্যতম খ্যাতিমান অভিনেতা আজিজুল হাকিম, ছোটপর্দার প্রখ্যাত প্রযোজক জিনাত হাকিম, নাট্য অভিনেত্রী ফারজানা ছবি, বিশিষ্ট অভিনেত্রী নাজা হাকিম তাদের উপস্থিতি।

আরো ছিলেন ইউএস সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম অ্যাটর্নি মূলধারার রাজনীতিবিদ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ পুলিশ এসোসিয়েশন (BAPA) এর সেক্রেটারি রাসেক মালিক, বিশিষ্ট নাট্য প্রযোজক জান্নাতুল টুম্পা, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট প্রিসিলাসহ কমিনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা আজিজুল হাকিমকে সম্প্রতি বাংলাদেশ চলচিত্র সেন্সরবোর্ডের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা (জুয়ানা) পরিবারের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

এসময় জুয়ানা বর্তমান কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে সিনিয়র এলামনাইদের উপস্থিতিতে সাধারণ সম্পাদক আহমেদ সোহেল ও সিনিয়র সহ সভাপতি মেহেরুন নাহার মাজেদা আজিজুল হাকিমকে জুয়ানার আজীবন সদস্য হিসাবে বিশেষ সার্টিফিকেট দিয়ে সম্মানিত করেন।

এছাড়া উক্ত অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত আইটি ইনস্টিটিউট – iDataCore InfoTech আইডাটাকোর ইনফোটেকের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানের সিইও ও বিশিষ্ট আইটি বিশেষজ্ঞ আহমেদ সোহেল কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিসিলাকে কম্যুনিটির সেবামূলক কাজের জন্য বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন।

জুয়ানার সিনিয়র সহ-সভাপতি মেহেরুন নাহার মাজেদার সভাপতিত্বে ও জুয়ানা সাধারণ সম্পাদক আহমেদ সোহেল ও সহ-সভাপতি জিয়াউল হক জিয়ার সঞ্চালনায় এই বর্ণাঢ্য আয়োজনের বৈশাখী উৎসবে উপস্হিত যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যাচের এলামনাইবৃন্দ সংক্ষিপ্ত পরিচয়মূলক বক্তব্য রাখেন।

পদোন্নতি পাচ্ছেন ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার

ডেস্ক রিপোর্ট

বিশ্বের রাজধানী হিসাবে খ্যাত নিউইয়র্ক সিটির পুলিশ বিভাগে (এনওয়াইপিডি) বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত পুলিশ সদস্যের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মেরও আগ্রহ বাড়ছে বিশ্বের অন্যতম সেরা এই বাহিনীতে যোগ দিতে। এ পর্যন্ত এনওয়াইপিডিতে বাংলাদেশিদের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে, যাদের মধ্যে উচ্চপদেও আসীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য। সেরা এই বাহিনীতে ভাল কাজ করে প্রশংসাও কুড়াচ্ছেন এবং পদোন্নতিও পাচ্ছেন অনেকে।

এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ৩১ মে শুক্রবার, কুইন্সের পুলিশ একাডেমিতে অনুষ্ঠেয় পদোন্নতি অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের পুলিশ কমিশনার পদোন্নতিপ্রাপ্তদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দিবেন। এই পদোন্নতি অনুষ্ঠানে পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার। তিনি ডিটেকটিভ তৃতীয় গ্রেড থেকে সম্মানজনক দ্বিতীয়-গ্রেড পদে পদোন্নতি পেতে যাচ্ছেন।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত ডিটেকটিভ জামিল সারোয়ার পিরোজপুর শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী মরহুম সারোয়ার হোসেন এবং পিরোজপুর সরকারি মহিলা কলেজের ও সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ সাবেক অধ্যক্ষ রেনু সারোয়ারের ছোট ছেলে।

জামিল সারোয়ার জনি ২০০৬ সালে বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পরে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ২০১২ সালে তিনি নিউইয়র্ক পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন।

চুরি ও প্রেমিকা হারানোর ভয়ে হত্যা করেন হ্যাসপিল

ফাহিম সালেহ হত্যা

নিউজ ডেস্ক

ফাহিম সালেহ

বাংলাদেশি প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ফাহিম সালেহ (৩৩) চার বছর আগে নিউইয়র্কে তাঁর নিজের এপার্টমেন্টে ব্যাক্তিগত সহকারীর হাতে খুন হন। ২৪ মে শুক্রবার এই মামলার বিবাদীর আইনজীবী আদালতকে জানিয়েছেন, ফাহিমকে খুন করেন তাঁরই ব্যক্তিগত সহকারী। মানসিক চাপ থেকেই তিনি তাঁর বসের শিরশ্ছেদ করেন।

আইনজীবীর বরাত দিয়ে নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফাহিমের ব্যক্তিগত সহকারী টাইরেস হ্যাসপিল (২৫) কয়েক হাজার ডলার চুরি করেছিলেন। ধরা পড়ার ভয়ে তিনি মানসিকভাবে অস্থির ছিলেন। আবার ধরা পড়ে গেলে ফরাসি বান্ধবী মেরিন শ্যাভেজ ছেড়ে যেতে পারেন সেই ভয়ও করছিলেন তিনি।

বিবাদীর আইনজীবী স্যাম রবার্টস ম্যানহাটন সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের বলেন, এই পরিস্থিতিতে পড়েই হ্যাসপিল ঘটনার দিন ফাহিম সালেহর অ্যাপার্টমেন্টে যান। সেখানে তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। লোয়ার ইস্ট সাইড অবস্থিত ফাহিমের ওই বাড়ির দাম ২৪ লাখ ডলার।

আইনজীবী রবার্টস, ১২ সদস্যের জুরিকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, হ্যাসপিল 'চরম মানসিক অস্থিরতায়' ভুগছিলেন, যা তাঁকে হত্যাকাণ্ডের দিকে পরিচালিত করে। হ্যাসপিলের ভয় ছিল, প্রেমিকা মেরিন শ্যাভেজ যদি তাঁর ৪ লাখ ডলার চুরি করার কথা জেনে ফেলেন তাহলে ছেড়ে চলে যাবেন। এই পরিস্থিতি তাঁর সামনে ছিল দুটি বিকল্প: আত্মহত্যা, নয়তো হত্যা। আইনজীবী বলেন, হ্যাসপিল পরের বিকল্পটিই বেছে নেন।

ফাহিম সালেহ ছিলেন ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এবং নাইজেরিয়াভিত্তিক মোটরবাইক স্টার্টআপ গোকাডার সিইও। তাঁর করপোরেট অ্যাকাউন্ট থেকে ৯০ হাজার ডলার অদৃশ্য হওয়ার পর ২০২০ সালের জানুয়ারি হ্যাসপিলকে সন্দেহ করতে শুরু করেন ফাহিম। শেষ পর্যন্ত হ্যাসপিলের কাছেই টাকাটির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু সালেহ একজন অভিভাবক হিসেবে সরাসরি হ্যাসপিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি, বরং তিনি তাঁকে টাকাটি ফেরত দেওয়ার সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু হ্যাসপিল সুযোগ নিতে থাকেন। তিনি সালেহর কোম্পানির টাকা একটি পেপ্যাল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তর করেন। কিন্তু এবারও ধরা পড়ে যান তিনি।

ম্যানহাটনের সহকারী জেলা অ্যাটর্নি লিন্ডা ফর্ড আদালতকে জানান, এরপর হ্যাসপিল লাশ এবং অর্থের লেনদেন গোপন করার পরিকল্পনা আঁটেন।

হ্যাসপিল লাশ ও রক্ত পরিষ্কার করার জন্য একটি দোকান থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনেছিলেন। বাড়ি থেকে সেই দোকানে যাতায়াতে ভাড়া মিটিয়েছিলেন সালেহর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে।

হত্যাকাণ্ডের বর্ণনায় কৌঁসুলিরা বলেছেন, হ্যাসপিল মুখোশ পরে সালেহর বাড়িতে যান। এরপর টেসার দিয়ে তাঁকে অচেতন করে ছুরিকাঘাত করেন। পরদিন মৃতদেহটি টুকরো টুকরো করেন এবং মাথা বিচ্ছিন্ন করেন।

হত্যার পর হ্যাসপিল ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেন। তবে একটি 'অ্যান্টি-ফেলন ডিস্ক' সেখানে রয়ে যায়। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সেটি উদ্ধার করে। ডিস্কটিতে থাকার নম্বরটি টেসারের সঙ্গে মিলে যায়। হত্যাকাণ্ডের এক মাস আগে তাঁর ব্রুকলিনের ঠিকানা থেকে তিনি সেটি অর্ডার করেছিলেন।

সালেহের চাচাতো ভাই প্রথম তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। বেশ কয়েকটি কোনোভাবে যোগযোগ করতে না পেরে তিনি নিজেই পরীক্ষা করার জন্য অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিলেন।

হ্যাসপিল এই হত্যাকাণ্ডে দোষী সাব্যস্ত হলে কমপক্ষে ২০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। তবে তাঁর আইনজীবীরা আশা করছেন, 'মানসিকভাবে বিপর্যস্ত' হয়ে পড়ায় তিনি হত্যা করেছেন, বিধায় আদালত ৫ থেকে ২৫ বছরের লঘুদণ্ড দেবেন।

সেকশন ৮-আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে জুন ৩ থেকে ৯ জুন

এইচ বি রিতা

NYCHA তার হাউজিং চয়েস ভাউচার প্রোগ্রাম, যা সেকশন ৮-নামেও পরিচিত শীঘ্রই আবেদনপত্র গ্রহণ করবে। জুনের ৩ তারিখ সকাল ১২টায় আবেদনপত্র নেয়া শুরু হবে(অর্থাৎ জুন ২ তারিখের রাত ১১ঃ৫৯ মিনিটের পর) এবং ৯জুন রাত ১১ঃ৫৯ মিনিটে শেষ হবে।

যে পরিবারগুলি আবেদনের পর ভাউচার পাবে তারা তাদের পছন্দের একটি আবাসন খুঁজে নিতে পারবেন। প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে, যোগ্য পরিবারের মোট আয় হতে হবে ৫০ শতাংশ বা এলাকার গড় আয়ের কম এবং তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ মাসিক আয়ের ৩০ শতাংশ ভাড়ার জন্য দিতে হবে, ভর্তুকি সাধারণত অবশিষ্ট পরিমাণ কভার করবে। আসন্ন আবেদনের সময়কাল অনুসরণ করে, ১ আগস্ট, ২০২৪-এর মধ্যে একটি নতুন তালিকা করা হবে। আবেদনের সময়সীমা পাড় হওয়ার পর লটারির মাধ্যমে রেনডমলি মোট ২ লাখ ওয়েটলিস্টে যোগদানের জন্য নির্বাচন করা হবে। আবেদনগুলি নির্বিশেষে বেছে নেওয়া হবে। ওয়েটলিস্ট বাছাই করা হলে আবেদনকারীদের জানানো হবে এবং NYCHA-এর সেল্ফ সার্ভিস পোর্টালে লগ ইন করে তাদের আবেদনের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করার সুযোগ থাকবে।

হাউজিং চয়েস ভাউচার (HCV) প্রোগ্রাম যা সেকশন ৮ নামে পরিচিত, নিউইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি (NYCHA)-এর একটি অংশ। এটি যোগ্য নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির জন্য ভাড়া ভর্তুকি প্রদান করে যাতে তারা ব্যক্তিগত জীবনে কম ভাড়ায় নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর আবাসন ভাড়া নিতে পারে। যোগ্য পরিবারগুলি তাদের পছন্দের একটি আবাসন খোঁজার জন্য এই ভাউচারটি পায় এবং অংশগ্রহণকারী বাড়িওয়ালার কাছ থেকে একটি ইউনিট ভাড়া নেয়। পরিবারগুলি ভাড়ার জন্য তাদের আয়ের একটি যুক্তিসঙ্গত অংশ প্রদান করে এবং প্রোগ্রামটি বিবেচনার মাধ্যমে বাকি ভর্তুকি প্রদান করে।

HCV প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করার দ্রুত এবং কার্যকর উপায় হল অনলাইন। আবেদনটি অনলাইনে on.nyc.gov/section8-application-এ পাওয়া যাবে। পেপার অ্যাপ্লিকেশন শুধুমাত্র রিজনেবল একোমেডেশন হিসাবে পাওয়া যাবে যা সোমবার জুন ৩, ২০২৪ থেকে জুন ৭, ২০২৪- তারিখের মধ্যে আপনি (718) 218-1525 নম্বরে কল করে একটি পেপার এপ্লিকেশন মেইল করে পাঠানোর অনুরোধ করতে পারবেন। কল করার সময় হল-সকাল ৮টা থাকে বিকাল ৫টা। কিংবা আপনি সরাসরি অফিজ ভিজিট করতে পারেন এই ঠিকানায়:

Brooklyn Customer Contact Center
787 Atlantic Avenue, 2nd FL
Brooklyn, NY 11238

Bronx Customer Contact Center
478 East Fordham Road, 2nd Fl
Bronx, NY 10458

নিউইয়র্কে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস পালিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

২১ মে মঙ্গলবার চতুর্থবারের মতো পালিত হয়েছে বিশ্ব মেডিটেশন দিবস-২০২৪। এ উপলক্ষ্যে কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি, ইউএসএ'র নিউইয়র্ক জ্যামাইকাস্থ কার্যালয় বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রতিপাদ্য ছিল, "ভালো মানুষ ভালো দেশ, স্বর্গভূমি বাংলাদেশ।"

প্রোগ্রামটির সঞ্চলনার দায়িত্বে ছিলেন সোসাইটির মেহ্‌জাবীন আহমেদ।

২০২১ সাল থেকে দিবসটি পালনের মধ্য দিয়ে ধ্যান ও সুস্থ জীবনাচারের বাণী এখন পৌঁছে গেছে সমাজের সর্বস্তরের সচেতন মহলে। বাংলাদেশ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০২২ সালে যোগ মেডিটেশনকে স্বাস্থ্যসেবার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করেছে। ২০২৩ সালে শিক্ষা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশে পরিণত হয়েছে ধ্যান।

এই অনুষ্ঠানে কোয়ান্টাম মেথডের প্রবর্তক শহীদ আল বোখারী মহাজাতক এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহা পরিচালক মাদাম নাহার আল বুখারী অডিও বাণীতে বলেন, 'ভ্রান্ত জীবনাচারে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি এবং টোটাল ফিটনেসের জন্যে প্রয়োজন মেডিটেশন ও সুস্থ জীবনাচার।' মেডিটেশন চর্চায় একজন মানুষের ভাবনাটা ভালো হয়। আর ভালো ভাবতে পারলেই সহজ হয় ভালো মানুষ হওয়া, ভালো দেশ গড়া। তাই ঘরে ঘরে মেডিটেশন ছড়িয়ে দেয়া এবং নিয়মিত চর্চা এখন খুবই জরুরি।

খুলছে নিউইয়র্কের বিচগুলো

উত্তর আমেরিকা অফিস

চলতি সপ্তাহ থেকে নিউইয়র্কে গ্রীষ্ম শুরু হয়েছে। গরমের এই সময় শিশুসহ সকলের স্বস্তির কথা চিন্তা করে খুলে দেওয়া হচ্ছে নিউইয়র্কের বিচগুলো। সেই সাথে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত লাইফগার্ড। যা শিশুসহ ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তা আরও বাড়াবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

২৫ মে শনিবার নিউইয়র্ক সিটির ৮টি পাবলিক সৈকত সাঁতারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে খুলে দেওয়া হবে অন্য বিচগুলোও। লাইফগার্ড কর্মী সংকটে অনেক বিচ আংশিক বন্ধ থাকলেও নতুন করে সুখবর দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বাড়তি সুযোগ সুবিধায় লাইফগার্ড নিয়োগের ঘোষণা স্বস্তি দিচ্ছে নগরবাসীকে।

শুক্রবার মেয়র এরিক অ্যাডামস এবং নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ পার্কস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন কমিশনার স্যু ডনোগু নতুন লাইফগার্ড নিয়োগের ঘোষণা দেন। তারা বলেন, লাইফগার্ডদের বেতন ঘন্টায় ২২ ডলারে উন্নীত করা হবে। এছাড়া ফিরে আসা লাইফগার্ডদের জন্য প্রতি বছর হাজার ডলার বোনাসও থাকবে।

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, "আমাদের সৈকত এবং পুল হলো নিউইয়র্ক সিটির কিছু রত্ন। এগুলো আমাদের বাচ্চাদের এবং পরিবারের জন্য শীতল হওয়ার, সাঁতার শেখার এবং গ্রীষ্ম উপভোগ করার জন্য দুর্দান্ত জায়গা। আমাদের পুল এবং সমুদ্র সৈকতে জননিরাপত্তার জন্য আমরা এই গ্রীষ্মের আরও লাইফগার্ড নিয়োগ করতে সক্ষম হবো। আগামী গ্রীষ্মের জন্য পাইপ লাইনে বেশি লাইফগার্ড পাবো।

কর্মকর্তারা বলছেন, জুনের শেষ নাগাদ ৯শ জন লাইফগার্ডের কর্মী থাকবে। তবে সৈকত এবং পুলগুলো সম্পূর্ণরূপে কর্মীদের জন্য প্রায় ১৫ শতাধিক লাইফগার্ড প্রয়োজন। এদিকে গ্রীষ্ম মৌসুমে হাঙর দেখা নিয়ে উদ্বেগ বিরাজ করে জনমনে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন লাইফগার্ড নিয়োগ গ্রীষ্মে বিচ ভ্রমণে সাধারণ মানুষদের আরও আগ্রহী করবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল বলেন, গত বছর আমাদের সমুদ্র সৈকতে ৭টি হাঙ্গর-সম্পর্কিত ঘটনা ঘটেছে। আমরা এবার সতর্কতা আরও বাড়িয়েছি। সমুদ্র সৈকতে হাঙরের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করতে আরও ড্রোন যুক্ত হচ্ছে। যেগুলো শব্দহীন ভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির জ্যামাইকা শাখার কর্মীসভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৬ মে রোববার নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির জ্যামাইকা শাখার কর্মীসভা জ্যামাইকায় অবস্হিত স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টের পার্টি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সম্মেলনে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সংগ্রামী সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সন্চালক হিসাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম।

অনুষ্ঠানে জ্যামাইকা বোরো/শাখা কমিটি গঠন এবং আগামী ২ জুন অনুষ্ঠিতব্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৩ তম শাহাদাত বার্ষিকী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভাপতির নিদর্শনামূলক বক্তব্য দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু হয়।

কর্মীসভায় বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির নব নির্বাচিত সিনিয়র সহ সভাপতি মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, নব নির্বাচিত সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান হোসাইন, নব নির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মৃধা।

কর্মীসভায় আরো বক্তব্য রাখেন সাবেক আহবায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আমলাক হোসেন ফয়সাল, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন নাসির, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন, সাবেক সদস্য অ্যাডভোকেট আরিফ চৌধুরী ,সাবেক সদস্য শরীফ চৌধুরী পাপ্পু, সাবেক সদস্য ফারদিন রনি আরও অনেকে।

কর্মীসভায় সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা তার বক্তব্যে বলেন, বিএনপির নিবেদিত প্রাণ এবং যারা নিয়মিত দলের মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করবেন তারাই দলের বিভিন্ন কমিটিতে থাকবেন এবং তিনি আগামী ২ জুনে অনুষ্ঠিতব্য শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

কর্মীসভায় সন্চালক মোহাম্মদ বদিউল আলম বলেন আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে এবং সকলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে আগামীতে সকল কমিটি গঠন করা হবে।

কর্মীসভায় উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ হলেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিন বিএনপির আহবায়ক কমিটির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক জোহরা বেগম, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ জহির, সাবেক সদস্য আব্বাস উদ্দিন, সাবেক সদস্য নাজমুল করিম কিরন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, মোঃ রাকিব হোসেন প্রমুখ।

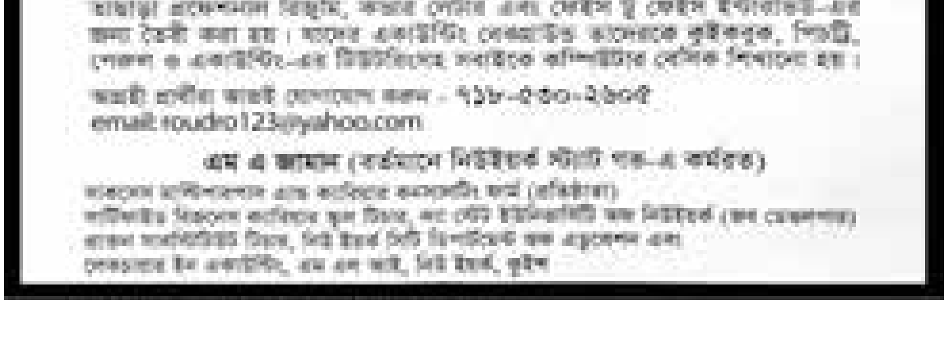

বাসা ভাড়া

মে মাস থেকে নিউ বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. PS 33 and Police Station থেকে এক ব্লক দূরে Queen Village এ মনোরম পরিবেশে বেইসমেন্ট ভাড়া হবে. স্টুডেন্ট আর স্বামী স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে. আলাদা কিচেন আর বাথরুম এবং বড় দুইরুম. দুই Block এর ভিতর Q1,Q27,Q88 ,Q36,Q43 and N26, N22 and N6 bus. স্ট্রিট পার্কিং (ঝাড়ু নাই)সব সময় খালি থাকে. যোগাযোগ - 3475925884

অফিস ভাড়া

জ্যামাইকার হিলসাইডে ১৬৮ স্ট্রিটের প্রাইম লোকেশনে একটি অফিস রুম ভাড়া হবে। গেস্ট ওয়েটিং রুমসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধা রয়েছে। ফোন: 646-403-6500

আবশ্যক

হিউম্যান হোমকেয়ার কোম্পানীতে কাজ করার জন্য আগ্রহী কিছু কর্মী আবশ্যক। জরুরি ভিত্তিতে রিজুমি পাঠানোর অনুরুধ করছি। newal.saki@humancareny.com

ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী নবজাতক শিশু এবং দুই বছরের শিশু আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করাসহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়াসহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭৬৫-৬০৯-৭২২৪

লাইভ ইন বেবিসিটার আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে সোমবার-শুক্রবার নবজাতক শিশুর যত্ন নেওয়ার জন্য লাইভ ইন বেবিসিটার খুঁজছেন। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে 917-280-7656 নম্বরে কল করুন।

আবশ্যক

কুইনসের একটি ইমিগ্রেশন ল' ফার্মে রিসিপসনিষ্ট আবশ্যক। প্রার্থীকে উঁচু মাত্রার অরগেনাইজড এবং জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীকে হিন্দি, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলায় দক্ষ হতে হবে। ল' ফার্মে কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ভালো বেতনের এ চাকুরীর জন্য আগ্রহীরা রিজুমি ইমেইল করুন: ravi@gehilaw.com

পাত্রী চাই

৫৫ বছর ডিভোর্স, সিটিজেন সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্যে পাত্রী বা ঘটক সরাসরি যোগাযোগ করুন patrichai@gmail.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

HOUSE FOR SALE BY OWNER

2 FAMILY 4 LEVELS 20X55, BRONX INDEPENDENT DRIVEWAY NEAR THE 6 TRAIN $1.1 MILLION
CALL: 718-300-6223

জ্যাকসন হাইটসের অ্যাপার্টমেন্টে রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে একটি অ্যাপার্টমেন্টে বিশাল আকৃতির একটি রুমে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক। আলাদা দরজা আছে। বাথরুম এবং কিচেন শেয়ার করতে হবে। টেক্সটের মাধ্যমে যোগাযোগ করুন 929-720-2181 MD Tofazzal Hossain 1347-605-0593

ন্যানি আবশ্যক

কুইন্সের জ্যামাইকায় ছয়মাসের বাচ্চার যত্ন সহকারে দেখভালের জন্য একজন ন্যানি আবশ্যক। যোগাযোগ - 929-268-5801 স্থান - ব্রায়ারউড স্টেশানের পাশে।

আবশ্যক

"Immigration law firm in Queens is looking for a Receptionist. Candidates should be extremely organised and should have excellent communication and public relation skills.Candidate should speak Hindi, English and Bengali. Training will be provided by a law firm. Handsome salary will be offered. Please email your resume at "ravi@gehilaw.com

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

রুম ভাড়া

জামাইকার সাটফিন ব্লু বার্ডে একটি রুম সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে,সাবওয়ে ও গ্রোসারী থেকে তিন মিনিটের দূরত্ব,একজন অথবা দুজন মহিলা হলে ভালো হয়। 347-238-7171

রুম ভাড়া

রিচমন্ড হিল এলাকায় বাস স্ট্যান্ডের পাশে এক রুম ভাড়া যাবে। কর্মজীবী/স্টুডেন্ট নারী হতে হবে। জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছেই চমৎকার লোকেশন। যোগাযোগ: মিসেস আহমেদ 917-398-0783

লোক আবশ্যক

সারাহ হোমকেয়ারে কাজ করার জন্য কিছু লোক আবশ্যক। আগ্রহীরা কল করুন ফোন: 917-745-0949

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিষ্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

সুখবর ! সুখবর !!

আমেরিকান সিটিজেনদের জন্য সৌদি আরবের ১০/৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা স্বল্পমূল্যে পেতে এবং গ্রীনকার্ড দারীদের জন্য উমরাহ ভিসা পেতে আজই যোগাযোগ করুন ।

571-830-9213
Email: rashid.ozonepark@gmail.com

নান্দনিক কথা সাহিত্যিক নাহিদা আশরাফীর সাথে একটি বিশেষ কথোপকথন

ফারজানা নাজ শম্পা

সাহিত্য সাধনাকেই জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ রূপে ধারন করেন বহুমাত্রিক সাহিত্য প্রতিভা নাহিদা আশরাফী। ছোট গল্প, কবিতা সহ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই তাঁর সমৃদ্ধ কলমের সৃজনে আর জীবনবোধের আলোয় হয়েছে উদ্ভাসিত। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যময় সমাজে নারীর প্রতি একপেশে মনোভাব কে তুচ্ছ করে তাঁর হাতিয়ার অদম্য মনোবল, সততাকে পুঁজি করে তিনি সাহিত্যের অঙ্গনে অগ্রসর হয়েছেন। কবিতায় তার অনুপ্রাস ও ছন্দের বন্ধনে আর গল্পে অসাধারণ শব্দ শৈলীর নিটোল প্রকাশ এবং তাঁর স্বতন্ত্র সাবলীল ভঙ্গিমা তাঁকে সাহিত্যের শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে গেছে।

সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বর্তমানে তিনি ' জলধি ' প্রকাশনার সত্ত্বাধিকারী ও জনপ্রিয় সাহিত্য বিষয়ক সংগঠন 'কবিতা ক্যাফের' পরিচালক। নাহিদা শিক্ষাজীবনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ক ডিপ্লোমা সমাপ্ত করেছেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি শিক্ষকতার সাথে জড়িত ছিলেন। বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে তাঁর যাত্রা শুরুর নেপথ্যের গল্পটি কেমন সেই উত্তরে তিনি বলেন, 'শুরুটা একেবারেই ছোটবেলা থেকে। পঞ্চম শ্রেণিতে আমাদের ওখানে বৃত্তি পরীক্ষা বলে একটা পরীক্ষা হয়। স্কলারশিপ দেওয়া হয় সেই পরীক্ষাতে, ঐ বৃত্তি পরীক্ষার অংকের খাতার মধ্যে আমার জীবনের প্রথম না বুঝে চার লাইন কবিতা লেখা। সেটা একটা ছড়া এবং সেই চার লাইন ছড়া আমার আজ অবধি মনে আছে। মনে থাকারও একটা কারণ আছে। সেজন্য আমার পূজনীয় শিক্ষক ও শ্রদ্ধেয় বাবা মার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁরা যত্ন করে সেটা সংরক্ষণ করেছিলেন নইলে অংক খাতার সাথেই ওটা হারিয়ে যেত। এই চার লাইন একেবারে না বুঝেই লেখা, কারণ তখন মাত্র পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। কবিতা কী ছড়া কী বা ছন্দ কী এসব কিছুই জানতাম না। ক্লাসের জানালা গলিয়ে মাঠের দিকে চোখ রাখতেই দেখলাম অনেক গুলো বক উড়ে যাচ্ছে। দেখে আমার কী মনে হলো আমি লিখে ফেললাম –

'সাদা সাদা বক
ধবল পালক
উড়ে উড়ে যায়
হায় রে কোথায়!'

এই হচ্ছে আমার প্রথম অনুভূতির প্রকাশ এবং এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল একেবারেই না বুঝে না জেনে । একজন পরিদর্শক শিক্ষক অংক খাতার মধ্যে আমার লেখাটা পেয়ে টুকে রেখে আমার বাবাকে ডেকে এনে বলেছিলেন –'আপনি মেয়েটার যত্ন নেবেন। যে না বুঝে এমন ছন্দ লিখতে জানে, বড় হতে হতে যদি সে এই দিকটায় একটু যত্ন পায় তাহলে আমরা ভালো কিছু আশা করতে পারি।' এই ছিল আমার পথ চলা। আর কথাসূত্রে বলতে হয় আমার মা নিলুফা আশরাফ বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী এবং বাবা আশরাফ আলী ইঞ্জিনিয়ার, অর্থাৎ দুই বিপরীতমুখী জীবন যাপন। কিন্তু দুই বিপরীতমুখী শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত জীবনযাপন হলেও আমরা শিখেছি ঐক্য, ঔদার্য আর দেখেছি সম্প্রীতির সৌন্দর্য। এসব দেখে দেখে বড় হওয়া একসময় অনুভব করলাম আমার লিখতে ভাল লাগে। সেই থেকেই শুরু বলা যায়।'

নাহিদার বিবেচনায় 'কবিতা' আর 'গল্প' কে কিভাবে আখ্যায়িত করা যায় তাঁর উত্তরে তিনি বলেন, 'কোন বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে যেমন কবিতা লেখা সম্ভব নয় আবার তার সাথে এটাও পরিষ্কার যে একজন কবির কবিতায় সমকালীন চিত্র খুঁজে পাওয়া না গেলে কবির চিন্তার চরিত্র এবং কবিতার আদর্শিক অবস্থান আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। যতদূর জানি বাংলা কবিতার উৎপত্তি হয়েছিলো মূলত পালি, প্রাকৃত সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি থেকে। সেই সময়কার কবিতাতেও আমরা তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতি, আচার, বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে খুঁজে পাই। তাহলে ভেবে দেখুন সমসাময়িকতাকে কখনই কবিতার বাইরে রাখা সম্ভব হয়নি। কবিতাকে সমসাময়িক কেন, কোন বেড়াজালেই আবদ্ধ করা যায়নি, যাবেও না কখনো। বাংলা কবিতা বরাবরই রোমান্টিসিজম ও রিয়েলিজম এর দ্বন্দ্বকে সাথে নিয়েই পথ চলেছে। সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতা, যান্ত্রিকতাবাদ, হতাশাবাদ, অবক্ষয়ের অতলান্ত স্পর্শ করা সমাজে একজন কবি নিশ্চই নিরুর মত নিরুদ্যোগ থেকে বাঁশি বাজাতে পারবেন না। কবির কাছে কবিতা কখনও 'মক্তবের মেয়ে চুলখোলা আয়েশা আক্তার' আবার কখনও 'পথের চির পথিক। তার কি সহে ঘরের মায়া।'অন্যদিকে গল্পে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি বেশি এটা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। এর কারন অবশ্য আছে। গল্পের যে মেদহীন, নিবিড় নিজস্ব বয়ানরীতি তা আমাকে খুব টানে। প্রেক্ষাপট, চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণের , বিষয় ও আঙ্গিকের ধারালো উপস্থাপনের সুযোগ গল্পে অনেক বেশি। তাই গল্পটাই বেশি লিখতে চেষ্টা করি। কিন্তু এটাও সত্যি যে গল্প অনেক মনোযোগ ও নিবিষ্টতা দাবী করে যা আমার পক্ষে যোগান দেয়া প্রায়শই বেশ কষ্টকর হয়ে যায়।তবু মনের মধ্যে কোথাও লালন করি একদিন হেমিংওয়ে বা কাফকার গল্পের মত আমারো কোন একটি গল্প মহাকালের বাতাসকে আন্দোলিত করবে।

সুসাহিত্য , মানবতা এবং প্রেম বিষয়ক সুনির্দিষ্ট তাঁর বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট কোন ব্যাখ্যা আছে কি, সেই বিষয়ে তিনি বক্তব্য দেন, 'আমার বিবেচনায় মানবতা ও প্রেম দুটি অভিন্ন স্রোতধারা। একজন সাহিত্যকের ভেতরে এই গুণগুলো না থাকলে তার কাছে থেকে সুসাহিত্য কেন কোন কিছুই আশা করা যায় না। ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি অথবা জীবন কোথাও প্রেম বা মানবতাহীন জীবন যাপন করা যায় না। এবার বলি সাহিত্য নিয়ে। সুসাহিত্যের নির্ধারিত কোন ডেফিনিশন নেই। থাকতেও নেই। নানামুখী জীবন আমাদের। সেখানে বিবিধ জীবন যাপনের যাতনা ও কৌশল রয়েছে। সেসব সাহিত্যে যথাযথ ফুঁটে উঠলেই তা সবার গ্রহণযোগ্যতা পায়। সাহিত্য হয়ে ওঠার ব্যাপার নয়। সাহিত্য আয়নার মত নিজেকে দেখার, নিজেদের দেখার।কোন নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ হতে তাঁর প্রকাশনা সংস্হা যাত্রা শুরু করে সেই উত্তরে তিনি জানান ' জলধি ছোট কাগজের যাত্রা ২০১৬ সালে। আর প্রকাশনার যাত্রা ২০২২ সালে। আর ভাবাদর্শ বলতে একটা জিনিসই চেয়েছি। কেন্দ্র নির্ভর নয় বরং কাজ হোক প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে ছড়িয়ে থাকা তরুণ ও কমালোচিত লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের নিয়ে।'

সৃষ্টিশীল বা ছোট বড় যেকোন উদ্যোগ পরিচালনার প্রতিটি পর্যায়ে বিভিন্নমুখী বাঁধা থাকে। কবিতা ক্যাফে ও জলধি পরিচালনার পর্যায়ের সামগ্রিক ভাবে নাহিদাকে ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। নাহিদা আশরাফী এই প্রসংগে জানান 'কাজ করলে প্রতিবন্ধকতা থাকবেই আর্থিক প্রতিবন্ধকতা, নারীর প্রতি কিছু একচোখা লেখক, শিল্পী সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অসহযোগী মনোভাব। এ নতুন কিছু নয়। এর মধ্যেই কিছু মানুষ তো ভালোবেসে পাশে দাঁড়ায়। সাহস যোগায়। আর আমি বিশ্বাস করি আমার সততাই আমার শক্তি ও পুঁজি।'

'জলধির' লোকচক্ষুর সামনে আসার বয়সের তুলনায় জলধিকে নিয়ে ভবনার বয়স অনেক বেশি। কাজেই খুব ধীরে এগোতে চাই। আমাদের তাড়াহুড়ো নেই। যা আছে তা হল শিল্পের সুষম অবস্থানের জন্যে দৃঢ়তা, শক্তি ও সাহস। আমরা কাজ করে যেতে চাই যেন একজন জলধির কাজ দেখে জলধিকে চিহ্নিত করতে পারে। জলধি বর্তমানে ছোটকাগজ, ওয়েবম্যাগ ও প্রকাশনা নিয়ে কাজ করছে। তিনটি কাজই যোগ্যতা ও সততার সাথে করে যেতে চাই।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের চর্চা এবং বিকাশের বর্তমান ক্ষেত্র প্রসঙ্গে তাঁর মতামত হলো 'দুই বাংলায় সাহিত্যের যে বিকাশমান ধারা তৈরি হচ্ছে তাতে আমি হতাশার কিছু দেখছি না। অবশ্য এ কথার মানে এমনও নয় যে খুব প্রোডাক্টিভিটির ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। বাংলা সাহিত্যের কথা যদি বলি তাহলে কিছুটা আশঙ্কা কাজ করে বৈকি। প্রতিনিয়ত যে ভাষা তার অস্তিত্ব টিকিয়ে এগোয় তার জন্য সংশয় কিছুটা থাকবে বৈকি। অনুবাদের জায়গায় আমি কিছুটা হতাশ। অনুবাদ নিয়ে দুই দেশেই আরো কাজ হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি।'

নাহিদার দীর্ঘ সাহিত্য সাধনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব শেষে তাঁর অবসর মেলে খুব কম , তবে হঠাৎ মিলে যাওয়া অবসরে উনি ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। সাহিত্য সাধনা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে স্মরণীয় মুহূর্ত বা ঘটনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয় তবে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন তাঁর বিবেচনায় সবচাইতে স্মরণীয় মুহূর্ত হলো ' দুই বাংলা থেকে অনেক স্বীকৃতি জুটেছে। কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালা চাচা আমার গল্প পড়ে আমাকে খুঁজে বের করে একশো টাকা বখশিশ দিয়ে বলেছিলেন, 'মানুষ গান শুইনা যদি টাকা দিবার পারে, তাইলে এমুন গল্পের লাইগাও লেখকের বখশিশ পাওনা।' সেই টাকাটা আজও বড় যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

নাহিদার প্রকাশিত বই- গল্প- (১) মায়াবৃক্ষ(একাত্তর প্রকাশনী -২০১৬) (২) জাদুর ট্রাঙ্ক ও বিবর্ণ বিষাদেরা(জলধি - ২০২১)(৩) ঝুলবারান্দা তিনটি মাছ আর একটি বিন্দুবর্তী জলাশয় (২০২২)। কাব্য গ্রন্থ গুলি হচ্ছে ১- শুক্লা দ্বাদশী (বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব-২০১৪)২- দীপাঞ্জলি(জাগৃতি -২০১৫)৩- এপিটাফ (কুঁড়েঘর -২০১৫)৪- প্রেম নিয়ে পাখিরা যা ভাবে- (পরিবার পাবলিকেশন্স - ২০১৮)৫- Tenets of sadness (Bilingual book of poetry) (পরানকথা-২০২০)৬- ফিরতে চাই বৃক্ষজন্মের কাছে (বিদ্যাপ্রকাশ বাংলাদেশ ও কবিতা আশ্রম কলকাতা, ২০২৩) তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ - ১- মুক্তির গল্পে ওরা এগারোজন (মুক্তিযুদ্ধের গল্প সংকলন) (পরিবার পাবলিকেশন্স - ২০১৭)২- বিজয় পুরাণ - (বিজয়ের গল্পসংকলন- ২০২০)(বাংলাপ্রকাশ)৩- রুদ্ধ দিনের গল্প (অতিমারীর গল্প সংকলন, ২০২১ জলধি) ৪- যুগল জোনাকি (আবৃত্তি উপযোগী দ্বৈত কবিতা সংকলন) সম্পাদিত ছোটকাগজ - জলধি (সাহিত্যের কাগজ)

সফল সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ নাহিদা দেশে ও বিদেশে সম্মাননা স্বীকৃতি পেয়েছেন অনেকবার , অভিষিক্ত হয়েছেন ১- অপরাজিত সাহিত্য পুরস্কার, (২০১৫) ২- উদ্ভাস সাহিত্য সম্মাননা,(২০২১)৩- সমতটের কাগজ সাহিত্য সম্মাননা, (২০১৬)৪- আলোক সাহিত্য পুরস্কার, (২০১৬)৫- সাহিত্য দিগন্ত লেখক পুরস্কার , (২০২০)৬- অনুষা সাহিত্য সহযাত্রী সম্মাননা, (কলকাতা ২০১৯), ৭- বঙ্গবন্ধু স্মারক সম্মাননা (আগরতলা), ৮- যুগসাগ্নিক বর্ষসেরা সম্পাদক (কলকাতা ২০১৯), ৯- রূপনারায়নপুর পিস এন্ড ওয়েলফেয়ার সম্মাননা (আসানসোল ২০২০), ১০- পোয়েট্রি ফর পিস সম্মাননা (চেন্নাই ২০২০)১০- যশোর সাহিত্য উৎসব সম্মাননা (২০১৯) ১১- চাঁদপুর লেখক পরিষদ সম্মাননা (২০২১)১২- বগুড়া লেখক চক্র পুরস্কার (২০২১)১৩- 'অদম্য নারী' সম্মাননা (২০২১)

১৪- চাকা সাহিত্য সম্মান (২০২২, বিনয় মজুমদার সম্মানে)।

দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তিনি বিভিন্ন সাহিত্য সেমিনারে বিশেষ আলোচকের স্থান অলংকৃত করেছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ এ হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও কর্ম 'একজন দুখু মিয়া - হয়ে ওঠেন জাতীয় কবি' শীর্ষক সেমিনার আলোচক , ২৭সেপ্টেম্বর ২০২০ শ্রীপৎ শিং কলেজ মুর্শিদাবাদ এর আমন্ত্রণে 'বিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ কবি বিনয় মজুমদার এর জন্মদিনে তার জীবন ও কর্ম নিয়ে উৎসমুখ, কলকাতা থেকে আয়োজিত আন্তর্জাতিক আলোচনায় তিনি 'কবি বিনয় মজুমদারের গদ্যভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ২০১৭ এর সার্ক ফেস্টিভ্যাল এর আমন্ত্রণে তার প্রবন্ধের বিষয় ছিলো, 'Sufism in modern novels' , ১৭ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত তিন দিনের আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি আলোচনা করেন, 'বাংলাদেশের ছোটকাগজে মুক্তিযুদ্ধের পর্যালোচনা' বিষয়ে।

অমায়িক এই সাহিত্য প্রতিভা আরো দীর্ঘ সময় আমাদের বাংলা সাহিত্য অঙ্গন কে সমৃদ্ধ রাখবেন তাঁর অসাধারণ পূর্ণ জীবনবোধ ঋদ্ধ ও অনবদ্য শব্দের ব্যঞ্জনায় তাই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

প্রায় প্রতিদিনই অপেক্ষা করি কাজের পর বাসায় আসতে, আতিফের সাথে যেন না দেখা হয়। হলুদ রঙের ফাইলটা লুকিয়ে নিয়ে সিঁড়ির উপর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাঁটি। না, আজও দেখা হলো না, বাঁচা গেল।

আচমকা, 'ভাইয়া তোমার আসতে একটু দেরি হলো যে? তোমার হাতে কিসের ফাইল?'

'ও কিছু না, তোর কাজের দেড়ি হচ্ছে যা।' বলে বৃথাই লুকাতে যেয়ে ফাইলটা সিঁড়িতে পড়ে গেল। আমি কাগজগুলো উঠাতেই আতিফ চিৎকার করে বলে উঠলো, 'ভাইয়া তোমার লিম্ফোমা ক্যানসার?

এটা আমি কি দেখছি, ভাইয়া সত্যি কথা বলো কি হয়েছো তোমার?'

'নারে তেমন কিছু না। মনে হয় ভুল ডায়াগনোস্টিক করেছে। অন্য কোথাও ভাল করে আবার পরীক্ষা করিয়ে দেখবো, তুই কাজে যা এখন দেরি করছিস খামোখাই।'

আতিফ, ভাইকে প্রমিস করালো যেন আবারও এই টেস্ট করে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায় নেগেটিভ, কিছু হয়নি আবিরের। আতিফ এর জার্নালিস্ট পরিক্ষার ফাইনাল শুরু হবে, তাই বেশ ব্যস্ত পরীক্ষার জন্য। এর মধ্যে আবির কাজ থেকে ছুটি নিয়ে আবার সব নতুন করে পরীক্ষা করালো, আবির বুঝতে পারছে তার পায়ের নিচের দিকে বেশ পানি জমে ভারি হয়ে গেছে পা। ভাই যেন না বুঝে তাই সে সব সময় এত গরমের মধ্যেও পায়জামা পরে থাকে।

আতিফ বেশ রাত জেগে পড়াশুনা করছিল। ওর কানে আসে আবির বেশ আস্তে আস্তে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ভাইকে বলে, 'কী হয়েছে তোমার? তুমি কী ঠিক আছো? হাসপাতালে যাবে?'

আবির বলে, 'মনে হচ্ছে আমার অনেক ওজনের কিছু পেটে আটকে আছে, খুব ব্যথা করছে।'

আতিফ ব্যথা কমানোর ঔষধ দিল। পরদিন আবির একাই চলে যায় ডাক্তারের কাছে। যা আবির ভাবেনি কোনো দিন, হঠাৎ যেন সে নিজেকে বড্ড একা অনুভব করল। ডাক্তার যা বলল, তাতে সে শুধু নীরবে চোখ মুছলো, ঝাপসা চোখের সামনে যেন মাকে দেখতে পেল। মা আসবে কোথা থেকে! বাবার কথাও মনে হলো। আজ তারা কেউ নেই জনজীবনে, অথচ আমরা তিনটি ভাইকে নিয়ে মা, বাবার সাথে কত আনন্দের দিন কেটেছে। আমরা চারজন এসেছিলাম আমেরিকায়, ছোট ভাইটি হলো এই দেশে। ভাল সময় গেলেও নিত্য এই ব্যস্ত জীবনে পরের অধিনে হুকুম খাটার মানুষ আব্বু কখনই ছিলেন না। দেশে তিনি ব্যবসা সফল মানুষ ছিলেন, সব কর্মচারীদের ভালো ব্যবহারের সাথে কাজ আদায় করতে জানতেন। আর এখানে তিনি কিছুটা রেইসিস এর প্রতিবন্ধকতার শিকার হোন। নিজেকে এসব মানিয়ে চলাটা নিতে না পারায়, আমরা স্বপরিবার দেশে চলে আসি। মা গ্রিনহেরাল্ড স্কুলের হাইস্কুলের টিচারের কাজটা আবারও ফিরে পেলেন, শুধু মায়ের কাজের উপর সংসার চলতে থাকলো। আব্বুর প্রাণপণ চেষ্টায় নতুন কাজের ব্যস্ততা শুরু হলো। আমরা ঠিক জিরো থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। গাড়ি, উন্নতমানের ফ্লাটে ভাড়া, যা কিছুই বাদ ছিল সব আল্লাহ্ আমাদের উপভোগ করার তৌফিক দিলেন।

ছোটবেলায় বিদেশ যাবার আগে, আমাদের যেমন পরিবেশ ছিল, আমরা সব কিছুই যেন ধীরে ধীরে ফিরে পেলাম। মা স্কুলের পর বাড়তি রোজগারের জন্য বাসায় কোচিং পড়াতেন। সেদিন আম্মু কোচিং এ ব্যস্ত, আব্বু বাহির থেকে ফিরে কম্পিউটারে কিছু করছিলেন। আমরা তিন ভাই আমাদের ঘরে ভিডিও গেম খেলছি, হঠাৎ বুয়ার চিৎকারে আব্বুর ঘরে আমরা সবাই যাই। দেখি আব্বুর নিথর শরীরটা মাটিতে পড়ে আছে, কোন শব্দ করছে না। আমরা সিপিআর দেই কিন্তু কাজ না হওয়াতে অনেক কষ্ট করে হাসপাতালে নিলে, ডাক্তার বলেন, ব্রেইন হেমারেজে মারা গেছেন। মূহুর্তের মধ্যে আমরা যেন বাকরুদ্ধ হয়ে যাই।

অনেক কষ্টে মা একাই সংসার চালাতে থাকেন। আমরা দুই ভাই কিছু করে আমাদের হাত খরচ চালাই, অনেক পরিশ্রম করে মা আমাদের ভাল রাখার চেষ্টা করছিলেন। আমাদের দুই ফুপু নিউইর্য়কে থাকেন, সীমু ফুপু ঢাকায় আসেন সামারের ছুটিতে। মেঝো ফুপু আম্মুকে প্রেসার করেন যেভাবেই হোক ছোট-ভাই ফারহান কে, সীমু ফুপুর সাথে পাঠাতে। কিন্তু টিকেট না পাওয়ায় ফুপুর যাবার পরের সপ্তাহে ভাইটি আমাদের ছেড়ে নিউইর্য়কে চলে আসে। আমার আম্মুর তখন কত্ত স্বপ্ন, ফারহান যেহেতু সিটিজেন। মা'কে এপ্লাই করলে তিনি এসে আমাদের জন্য করবেন। তখন আমরা সবাই আবার আমেরিকায় থাকবো, সবাই মিলে কাজ করে ভাল থাকবো।

রশিদা আকতারের হৃদয় ছুঁয়ে- বলিষ্ঠ উচ্চারণে নারীর প্রেম

উম্মে রায়হানা

গীতিকবি রশিদা আকতারের কাব্যগ্রন্থ 'হৃদয় ছুঁয়ে'তে রয়েছে নানা স্বাদের কবিতা। বইটির প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বেশ দৃষ্টি নন্দন ও আকর্ষণীয়। কবিতার সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি হলেও বিষয় বৈচিত্রের কারণে একঘেয়ে মনে হয় না কোনভাবেই। সব মিলিয়ে কাব্যগ্রন্থ'হৃদয় ছুঁয়ে' সমকালীন সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। যদিও গীতিকবি রশিদা বয়স বা লেখালেখি, কোন দিক থেকেই নবীন নন, কিন্তু কবিতাকে গ্রন্থবদ্ধ করবার দিকে মনযোগ দিতে দিতে পার হয়ে গেছে বেশ কিছু সময়। ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতি, সমাজসেবা এবং শিল্প সাহিত্য নিয়ে এক জমজমাট জীবন কাটিয়েছেন তিনি। অন্য অনেক কবির মতনই প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিলেন বেশ উদাসীন। সমসাময়িক বন্ধু আর গর্ভজাত সন্তানের দাবীতেই প্রকাশে যাওয়া। বইটি প্রকাশ করেছে জনান্তিক।

গীতিকবি রশিদা আকতার তাঁর অগ্রজ কবিদের প্রতি সম্মান জানিয়ে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন কন্যাশিশুর বন্দী জীবনের বোবা আর্তনাদের কথা। একজন নারীর জীবনে প্রেম কী করে আসে, কেমন করে বয়স বাড়তে বাড়তে সমাজ শেকল পরিয়ে দেয় নারীর পায়ে, সহজ সরল গল্প বলার মতন করে সেই সকল শাসন আর শোষণের ইতিহাস লিখেছেন এই কবি। প্রচলিত সাহিত্যে পুরুষ কবিরা নারীর শরীর আর সৌন্দর্য নিয়ে যত কবিতা লিখেছে তার শতাংশও যদি নারীর প্রতি বঞ্চনা নিয়ে লিখতো, তাহলে সমাজ হয়তো কবেই বদলে যেত। কিন্তু হায়, পুরুষের কলমে আসেনা সেই সব রব আর আর্তনাদ। নারীকে তাই কলম তুললেই লিখতে হয় নারীকে নিয়েই। সেই যুদ্ধেরই এক আগুয়ান সৈনিক কবি রশিদা। নারীর জন্য কবিতা লেখাও যে কত লড়াইয়ের কাজ, রাজনৈতিক পদক্ষেপ, সে কথাও উঠে

এসেছে রশিদার কবিতায়।

হৃদয় ছুঁয়ে কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে কেবলমাত্র নরনারীর জৈবিক প্রেমকে কেন্দ্র করে নয়। নরনারীর প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম, দেশপ্রেম- সবই আছে এতে সমানভাবেই। কিন্তু কবিতাগুলো পড়তে পড়তে একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয় আর তা হচ্ছে কবি যে একজন নারী। রশিদার কবিতাগুলোতে শব্দচয়ন থেকে শুরু করে প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তু নির্বাচন কবির নারীত্ব শক্তির পরিচয় দেয়। মেয়েবেলা বা ঋতুমতী ধরণের তথাকথিত 'মেয়েলী' শব্দ ব্যবহার করে নারীত্বের যে ভাষা তৈরি হয়, সেই ভাষাকে আরও ঋদ্ধ করেছেন রশিদা নিজেই। কবির সাংগঠনিক পরিচয় বা সমাজবদলের যুদ্ধের ইতিহাস না জেনেও কবিতাগুলো পড়লে পাঠক সেই দৃঢ়কণ্ঠের আভাস পাবেন। সেই সঙ্গে কবির সমাজ সচেতন, রাজনীতি-সচেতন ও দায়িত্বশীল মানুষের সবল আওয়াজও টের পাবেন বইটির পাতায় পাতায়।

যুক্তরাষ্ট্রে মদ্যপায়ীদের ছাড়িয়ে গেলেন গাঁজাসেবীরা

নিউজ ডেস্ক

দৈনন্দিন জীবনে অ্যালকোহলের তুলনায় গাঁজার ব্যবহার বেশি করছে আমেরিকানরা। বুধবার পিয়ার-রিভিউ জার্নাল অ্যাডিকশনে প্রকাশিত একটি নতুন গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের উপাত্ত অনুসারে প্রায় ১ কোটি ৭৭ লাখ মানুষ নিয়মিত গাঁজা সেবন করেছে। আর মদপান করেছে ১ কোটি ৪৭ লাখ মানুষ। মাদক ব্যবহারের ওপর জাতীয় সমীক্ষার চার দশকের বেশি সময়ের ডেটার ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, প্রথমবারের মতো অ্যালকোহলের চেয়ে বেশি গাঁজা সেবনের তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে।

গবেষণায় ১৯৭৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ২৭টি সমীক্ষা বিশ্লেষণ করে করা হয়েছে। এতে অংশ নিয়েছেন অন্তত ১৬ লাখের বেশি মানুষ।

গবেষণায় দৈনিক বা প্রায় প্রতিদিন গাঁজা ব্যবহারের বৃদ্ধিকে 'উল্লেখযোগ্য' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও গাঁজা সেবনের চেয়ে 'অনেক বেশি মানুষ মদপান করেন' তবে আমেরিকানদের মধ্যে অতি মাত্রায় মদ্যপানের রেকর্ড খুব কম।

২০২২ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে, মাঝারি মাত্রায় যারা মদপান করেন তারা এক মাসে চার থেকে পাঁচ দিন মদপান করেছেন। তবে গাঁজা সেবন করেছেন মাসে ১৫ থেকে ১৬ দিন।

আমেরিকার আটত্রিশটি রাজ্য এবং ডিসি মেডিকেল গাঁজাকে বৈধ করেছে। এছাড়াও ২৪টি রাজ্য বিনোদনমূলক গাঁজা ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে।

কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির ড্রাগ নীতি গবেষক জোনাথন কল্কিন্স বৃহস্পতিবার বলেছেন, গাঁজা ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগই ধূমপান দিয়ে শুরু করে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা গাঁজার তৈরি অন্যান্য পণ্য ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে। গাঁজা বৈধ করায় ব্যবহারকারী বেড়েছে। সেইসঙ্গে দামও কমেছে।

সমীক্ষায় আরও বলা হয়েছে, প্রতিদিন গাঁজা সেবনের চেয়ে ধূমপানের জন্য সিগারেটের ব্যবহার বেশি করা হচ্ছে। ২০২২ সালে উপাত্তে দেখা গেছে আগে ১ কোটি ৭৭ লাখ মানুষ ধূমপান করতো এখন ২ কোটি ৪১ লাখ মানুষ ধূমপান করেন।

আকাশ থেকে লাফিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন বাংলাদেশি আশিক

নিউজ ডেস্ক

দেশের পতাকা সর্বোচ্চ উচ্চতায় নিয়ে গেলেন বাংলাদেশি যুবক আশিক চৌধুরী। লাল-সবুজের পতাকা নিয়ে ৪১ হাজার ফুট উঁচুতে উড়ে যাওয়া বিমান থেকে লাফ দিয়ে তিনি গড়লেন অনন্য এক বিশ্ব রেকর্ড।

যুক্তরাষ্ট্রের মেমফিসের এয়ারফিল্ডে ২৫ মে শনিবার রাত ৯টার দিকে নামেন তিনি। এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম লেখালেন।

আশিকের বাবা সিভিল এভিয়েশনের সাবেক চেয়ারম্যান একেএম হারুন চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ছেলের এই সফলতায় গর্বিত তিনি। আশিকের দুঃসাহসী এই যাত্রায় স্পন্সর করেছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি (ইউনি)। বিশ্বে যারা এ ধরনের কাজ করে থাকেন, তাদেরকে স্কাইডাইভার বলা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে আশিক চৌধুরী বলেন, সাধারণত বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ ৩৫ হাজার ফুটের নিচ দিয়ে চলাচল করে।

এর উপরে উঠতে বিশেষায়িত বিমান দরকার। সঙ্গে অনুক,ল আবহাওয়াও জরুরি। যা যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফিল্ডের আকাশে পাওয়া যায়। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি স্কাইডাইভিং করবেন। তিনি আরও বলেন, আকাশ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামার সময় এক ধরনের স্বাধীনতা ও রোমাঞ্চকর অনুভূতি সৃষ্টি হয়। এই রোমাঞ্চকর অনুভূতি আমাকে সবসময় নিজের সীমাবদ্ধতাকে জয় করে নিজেকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করে। ৪১ হাজার ফুট থেকে লাফ দেওয়া বেশ কঠিন। কারণ নানা প্রতিক,লতা পেরিয়ে মাটির দিকে অগ্রসর হতে হবে। তিনি বলেন, এর আগে বিশ্বের অন্য দু'একজন এর চেয়ে বেশি উচ্চতা থেকে লাফ দিয়েছেন। কিন্তু দেশের পতাকা নিয়ে কেউ এই চেষ্টা করেননি।

প্রসঙ্গত, ৪০ বছর বয়সি স্কাইডাইভার আশিক একজন ব্যাংকার। যশোরে জন্ম ও বেড়ে ওঠা আশিকের মাথায় স্কাইডাইভিংয়ের স্বপ্ন আসে মূলত পাইলট বাবার কাছ থেকে। ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত তিনি প্রায় ৫০ বার আকাশ থেকে লাফ দিয়েছেন।

মা মাহমুদা পারভীন তাকে উৎসাহ দিয়ে আসছেন। আশিকের মামা ড. এটিএম তারিকুজ্জামান বর্তমানে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কমিশনার। মামার কাছ থেকে দুঃসাহসী কাজ করার প্রেরণা পান বলে জানান আশিক।

কামালী-মইনুল নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভা

ডেস্ক রিপোর্ট

শাহীন কামালী এবং মইনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের কাযর্করি কমিটি ও নির্বাচন কমিশনের এক যৌথ সভা গত ১৯ মে রোববার এস্টোরিয়াস্থ জালালাবাদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি শাহীন কামালীর সভাপতিত্বে এবং সহ-সম্পাদক আতাউল গনী আসাদের পরিচালনায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম। সংগঠনের সাংগঠনিক ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন এবং একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং জালালাবাদবাসীর অংশগ্রহণে নির্বাচনে কাযর্করি কমিটির সার্বিক সহযোগতার আশ্বাস প্রদান করেন মঈনুল ইসলাম।

সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্য কমিশনারদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি দরুদ মিয়া রনেল (সিলেট), সহ-সভাপতি মনির উদ্দিন (সুনাম গঞ্জ), সহ-সভাপতি বশির খান (মৌলভীবাজার), সহ-সভাপতি শেখ জামাল হোসেন (হবিগঞ্জ), সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কার্যকরি কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সহিদুল হক রাসেল, সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল চৌধুরী উমেল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন লায়েক, কোষাধ্যক্ষ মইনুজ্জামান চৌধুরী, আইন সম্পাদক দেওয়ান মোতাসসির, কার্যকরি কমিটির সদস্য হেলিম উদ্দিন, মিজানুর রহমান। সভায় অচিরেই ভোটার সংগ্রহ কার্যক্রম এবং ৭ জুলাই ভোটার নিবন্ধনের শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়।

সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ কাইয়ুম, বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিজুর রহমান সাবু (সিলেট), সৈয়দ শওকত আলী (মৌলভী বাজার), প্রফেসর আমিনুল হক চুন্নু (সুনামগঞ্জ) উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমিশনারবৃন্দ আগামী আগস্ট মাসে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সিআইপি শামসুজ্জামানকে নিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়

বিশেষ প্রতিনিধি

২৮ মে মঙ্গলবার দুপুর ২টায় , এস্টোরিয়ার স্থানীয় এক রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং লিবার্টি নীটওয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত বানিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি মোঃ শামসুজ্জামানকে নিউইয়র্ক নগরীতে স্বাগত ও শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নতুন প্রতিষ্ঠিত সংস্থা নিউকো।

নিউকো অর্থাৎ নিজ উদ্যোগে করি নামের এই সাহায্য সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠোপোষক শিল্পপতি মোঃ শামসুজ্জামান দেশের দাতব্য হাসপাতাল সহ স্বল্প আয়কারী পরিবার ও নারী পুরুষদের নিয়মিত সহায়তা করে আসছেন দীর্ঘ দিন যাবত। এছাড়া তার প্রতিষ্ঠিত সব কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিকদের আস্থা ও ভরসার নাম মোঃ শামসুজ্জামান । অধুনা সদ্য প্রতিষ্ঠিত শমশেরনগর হাসপাতালে নগদ অনুদান দেয়া ছাড়াও হাসপাতাল বর্ধিতকরন প্রকল্পে দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট সংগঠক মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা অতিথি কে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানান শমশের নগর হাসপাতালের তহবিল সংগ্রহ কমিটির যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল সাইফুর রহমান।

প্রানবন্ত ও স্বউদ্যোগে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, শাহবুদ্দিনচৌধুরী, ইশতিয়াক রুপু, মোহাম্মদ আলী, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, কিনু চৌধুরী, ফকু চৌধুরী, সৈয়দ ফয়সল আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম, নুরে আলম জিকো, নজরুল ইসলাম,শামীম আহমদ, রেজা হক, নুরুল হক টিটু প্রমুখ।

ফিলিস্তিনে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নে সিলেটে মোমবাতি প্রজ্বলন

সিলেট

গত সাত মাসে তের হাজার ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে। তের হাজার শিশুর প্রতি শোক ও ভালোবাসা জানাতে ১৩ ফিলিস্তিনি শিশুর প্রতিকৃতির সামনে ফুল ও শত আলো প্রজ্জলন করে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানিয়ে সংহতি সমাবেশ করা হয়েছে সিলেটে। ২৮ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সারদা হল কমপ্লেক্সের সম্মিলিত নাট্য পরিষদ মহড়া কক্ষে ইসরায়েলের মানবতাবিরোধী গণহত্যার প্রতিবাদ এবং ফিলিস্তিনের নিরীহ জনগণের সাথে সংহতি জানিয়ে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন এবং আক্রমণাত্মক সকল পদক্ষেপ স্থগিত করার দাবি জানানো হয়।

এশিয়ান পিপলস মুভমেন্ট অন ডেট এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এপিএমডিডি), ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা), এবং সুরমা রিভার ওয়াটারকিপার যৌথভাবে আয়োজিত মোমবাতি প্রজ্বলনে স্থানীয় পরিবেশকর্মী, নাগরিক অধিকারকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, স্থানীয় স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলন শেষে গণসংগীত পরিবেশন করেন নগরনাট ও উদীচীর নেতৃবৃন্দ।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভাসিটির ভিসি মোহাম্মদ জহিরুল হক শাকিল বলেন, ইসরায়েল সরকার গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের উপর জাতিগত নিধন চালিয়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্যই অমানবিক। এই জেনোসাইডে নারী শিশুসহ হাজারো মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। সারা পৃথিবীর মানুষ প্রতিবাদ করছে এই হত্যাযজ্ঞ। বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও এই জেনোসাইডের প্রতিবাদ করছে। আমরা চাই অচিরে এই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হোক।

এই প্রতিবাদী কর্মসূচির অন্যতম আয়োজক সুরমা রিভার ওয়ারটারকিপার আব্দুল করিম চৌধুরী কিম স্বাগত বক্তব্যে

বলেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যায় কমপক্ষে ৩৫,২৭২ জন নিহত এবং ৭৯.২০৫ জন আহত হয়েছে। ২০২৪ সালের মে মাসে গাজায় গণহত্যার সপ্তম মাসে ইসরায়েল রাফাতে স্থল আক্রমণ চালায় এবং প্রায় ছয় লক্ষ মানুষকে শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য করে।

শেষ হল নিউইয়র্ক

শেষ পৃষ্ঠার পর

পেয়েছেন সময় প্রকাশনীর কর্ণধার ও সম্পাদক ফরিদ আহমেদ । প্রকাশকরা অত্যন্ত খুশি। চার দিনের বইমেলার প্রথম দিন ছিল উদ্বোধন। তারপরে তিনদিনে ৪১টি প্রকাশনা সংস্থা বিক্রি করেছে। শেষের দিন বৃষ্টির বিপত্তি থাকলেও লোকসমাগম খারাপ ছিল না।

৩৩তম নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার আহবায়ক হাসান ফেরদৌস বলেন, বাংলাদেশ, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা কলকাতাসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে মেলায় এসেছেন সাহিত্যিক, প্রকাশক এবং দর্শনার্থীরা । বিতর্ক, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একক সঙ্গীতা অনুষ্ঠান দর্শকদের আনন্দিত করেছে। আমার কাছে এবারের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ছিল নতুন প্রজন্মের ব্যাপক অংশগ্রহণ। আমরা আগামী মেলাগুলো তাদের হাতেই সমর্পণ করতে চাই। আগামী বছর একই স্থানে মে মাসের ২৩ থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত চলবে আন্তর্জাতিক এই বাংলা বইমেলার ৩৪ তম আসর।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশন এর প্রচার সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন জানান, বইমেলায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডক্টর অধ্যাপক আ আ ম স আরিফিন সিদ্দিক, কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৌমিত্র শেখর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সদস্য সচিব অভিনেত্রী সারা জাকের এবং অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেন। একুশে পদক প্রাপ্ত ছড়াকার লুৎফুর রহমান রিটনসহ শতাধিক গুণীজন। একক সঙ্গীতানুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন ভারতের পদ্মশ্রী প্রাপ্ত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, লিলি ইসলাম এবং নিরুপমা রহমান।

এই গ্রীষ্মে চাকরির নতুন

শেষ পৃষ্ঠার পর

রেকর্ড ভেঙ্গেছি, যেখানে বেকারত্বের হার ৪.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। ইক্যুইটি ফ্রন্টে, ইতিবাচক খবরও রয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ বেকারত্ব ২০২২ সালের শুরু থেকে ২৬ শতাংশ কমেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে যা সর্বনিম্ন স্তরে। নিঃসন্দেহে আমাদের অর্থনীতি ভালোর দিকে যাচ্ছে।আমরা আমাদের কৃতিত্বগুলি গড়ে তুলতে এবং সবাইকে আরও সুযোগ দেওয়ার জন্য নিবেদিত৷ এই কারণে নিউ ইয়র্কবাসীদের কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য আমরা আমাদের "স্প্রিং জবস স্প্রিন্ট" চালু করছি।'

অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে না থেকে মানুষের কাছে চাকরি পৌঁছে দিচ্ছেন অ্যাডামস্ প্রশাসন। তিনি বলেন, 'পাবলিক এবং বেসরকারী খাতে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বাড়াতে আমরা পাঁচটি বরো জুড়ে হল ভাড়ার আয়োজন করেছি। আমরা সম্প্রতি "রান দিস টাউন" নামে একটি মাল্টি-মিডিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারও শুরু করেছি, যার লক্ষ্য বিভিন্ন নিউ ইয়র্কবাসীকে যুক্ত করা এবং সিটি গভর্নমেন্টে শত শত উন্মুক্ত পদের জন্য শহরবাসীদের আবেদন করতে সহায়তা করা।' কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার প্রতিবন্ধকতা কমাতে এবং বেকারত্বের উচ্চ হার সহ এলাকায় কর্মশক্তি উন্নয়ন পরিষেবা প্রদানের জন্য, একটি বহুমুখী শহরব্যাপী উদ্যোগ "জবস এনওয়াইসি" প্রবর্তনের পরেই এই ঘোষণা আসে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'আমরা সামার রাইজিং, পাথওয়েস টু এন ইনক্লুসিভ ইকোনমি, এবং সামার ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের তরুণদের, বিশেষ করে বিভিন্ন বর্ণের লোকদের জন্য তাদের পথ খুঁজে পেতে সহায়তা করছি। উপরন্তু, গ্রীন ইকোনমি অ্যাকশন প্ল্যান একটি ভবিষ্যত অর্থনীতি তৈরি করছে যা একটি পরিবারকে সমর্থন করে এমন কর্মসংস্থানের পথ সরবরাহ করে। আমরা চাই 'স্প্রিং জবস স্প্রিন্ট' আমাদের 'সামার অফ অপরচ্যুনিটি'কে এমন দিকে নিয়ে যাক যেখানে সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান, এব সম্প্রদায়ে আশা ও প্রাণশক্তি পুনরুজ্জীবিত হবে।'

আসন্ন সপ্তাহগুলিতে, অ্যাডামস্ প্রশাসন রেড হুকের ব্রুকলিন মেরিন টার্মিনালের সদ্য প্রকাশিত পরিবর্তনের মতো নতুন প্রকল্পগুলি ঘোষণা করবে, যা এখন এবং ভবিষ্যতে হাজার হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখবে৷ ইতিহাসে সবচেয়ে বড় শহরের রিয়েল এস্টেট লেনদেন এই রেড হুক চুক্তি নিউ ইয়র্ককে ব্রুকলিনের উপকূলরেখার ১২০ একরের উপর একটি আধুনিক সামুদ্রিক বন্দর তৈরি করতে সক্ষম করবে। এই নতুন সুযোগ অঞ্চলটির অর্থনীতিকে বিলিয়নে বৃদ্ধি করার সাথে হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করতে এবং সমুদ্র পাড়ের সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করার সম্ভাবনা রয়েছে।

অ্যাডামস্ বলেন, 'রেড হুক ওয়াটারফ্রন্ট প্রকল্প, কুইন্সের উইলেটস পয়েন্টে আমাদের নতুন পরিকল্পিত পুনর্গঠনের মতো, আমাদের শহরের জন্য একটি বিপ্লবী নতুন যুগের সূচনা করবে এবং এটি চাকরি দিয়ে শুরু হবে। ভালো চাকরি আমাদের সম্প্রদায়ে অবদান রাখতে এবং উদ্দেশ্যের অনুভূতি বিকাশ করতে সক্ষম করে। তারা সমৃদ্ধশালী সম্প্রদায় এবং স্থিতিশীল পরিবারের ভিত্তিপ্রস্তর। আপনি সর্বদা নিউইয়র্ক সিটি তৈরি করতে পারেন, এবং এই গ্রীষ্মে আমাদের শক্তিশালী অর্থনীতি এবং আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী চাকরির প্রোগ্রাম উভয়ই প্রদর্শন করবে। মহামারী চলাকালীন হারিয়ে যাওয়া প্রায় ১ মিলিয়ন চাকরি প্রতিস্থাপন করতে পিছনে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে, আমাদের শহর ভবিষ্যতের জন্য তার অর্থনীতিকে পুনর্নির্মাণ করেছে। এই গ্রীষ্মে, আসুন ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির উন্নয়ন এবং সকলের জন্য সুযোগের একটি নতুন পরিকল্পনা নিয়ে সামনে বাড়ি।'

প্রবাসীদের স্বদেশে বিনিয়োগের আহ্বান

শেষ পৃষ্ঠার পর

করতে পারবেন এবং ডলারেই তা ফেরত পাবেন। এ বিনিয়োগ সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং এতে করে প্রবাসীরা যেমন লাভবান হবেন, তেমনি দেশেরও লাভ হবে। প্রবাসীদের বিনিয়োগের অর্থ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রবাসীরা অফশোর ব্যাংকিং বিনিয়োগের মাধ্যমে ভূমিকা রাখার বিশাল সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে।

২৪ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক লাগুরডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে চার ব্যাংকের উদ্যোগে আউটরিচ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী সায়দুর রহমান।

অফশোর ব্যাংকের ধারণা এবং এ কর্মসূচিতে বিনিয়োগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন ব্র্যাক ব্যাংকের এমডি সেলিম আর এফ হোসেইন, ডাচ বাংলা ব্যাংকের এমডি আবুল কাশেম মোহাম্মদ শিরিন, অগ্রণী ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ মোরশেদুল কবির এবং সিটি ব্যাংকের এমডি মাশরুর আরেফিন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর কাজী সায়দুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশে কোন ব্যাংক দেউলিয়া হয়নি। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন সরকার বাংলাদেশে কোন ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া হতে দেবে না। দেশে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রবাসীরা আস্থার সাথে বিনিয়োগ করতে পারেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করা হয়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের চারজন মুখপাত্রকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সব ধরনের তথ্য সরবরাহ করার জন্য। যেকোনো সাংবাদিক ব্যাংকের যেকোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে কোনো বাঁধা নেই বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের চারটি শীর্ষ চারটি ব্যাংকের সর্বোচ্চ নির্বাহীরা অফশোর ব্যাংকিং ডিপোজিট কর্মসূচিতে সহজেই বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। ডিপোজিটের মেয়াদ তিন মাস থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত করা যাবে। সম্পূর্ণ ফি ছাড়া এ বিনিয়োগের অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করা যাবে। জমাকৃত অর্থ সহজেই ইন্টারেস্ট সহ বিদেশে ট্রান্সফার করা যাবে। ইন্টারেস্ট আয়ের উপর কোনো কর আরোপ করা হবে না। সহজ উপায়ে এমন বিনিয়োগের ফলে বিনিয়োগকারীরা প্রবাসী বিনিয়োগকারী হিসেবে কিছু ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধাও পাবেন বলে বলা হয়েছে।

অফশোর ব্যাংক ধারণাটি পুরোনো হলেও কর্মসূচিটি বাংলাদেশের জন্য নতুন এবং এ নতুন কর্মসূচি প্রবাসীদের জন্য দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে বক্তারা আশা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বলেছেন, এ কর্মসূচি সম্পর্কে ব্যাংকের নির্বাহীরা আরও তথ্য সরবরাহ করলে প্রবাসে থাকা সরকারের প্রতিনিধিরা প্রবাসীদের এসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের আরও ঘন ঘন প্রবাসে উপস্থিত হয়ে এ কর্মসূচির জন্য প্রবাসীদের সাথে মতবিনিয়ময় করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

ডাচ বাংলা ব্যাংকের এমডি আবুল কাশেম মোহাম্মদ শিরিন প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, ডাচ বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য ব্যাংক। বাংলাদেশের যে কয়েকটি ব্যাংক আন্তর্জাতিক রেটিং কোম্পানি দ্বারা রেটিং করা, ডাচ বাংলা ব্যাংক এরমধ্যে অন্যতম। গত ২ বছর থেকে ত্রিপল এ রেটিং পাওয়া ডাচ বাংলা ব্যাংকে যেকোনো অনাবাসী বাংলাদেশি নিজের নামে বা আপনজনের নামে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন এবং বিনিয়োগের অর্থ লাভ সহ যেকোনো সময় বিদেশে বসেই নিয়ে আসতে পারবেন। তিনি দেশে বিনিয়োগের এ সুযোগ গ্রহণের জন্য ডাচ বাংলা ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংকের অফশোর ডিপোজিট স্কিমে বিনিয়োগের জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশী মানি

শেষ পৃষ্ঠার পর

কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোঃ জয়নাল আবেদীন।

এসময় সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, খামার বাড়ী সুপার মার্কেটের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এবং নেক্সাস ট্রাভেল এন্ড মাল্টি সার্ভিস এর প্রেসিডেন্ট নুর উদ্দিন আফছার। অনুষ্ঠানে নবাগত কমিটি ও উপদেষ্টা পরিষদকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন সংগঠনের সদস্যরা।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন

কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

১০ম বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি ডে

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেট জুড়ে ঈদের ছুটি, ইসরাইলের গণহত্যায় ফান্ড বন্ধ করা সহ নানা দাবিতে আলবানিতে ১০ম বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাডভোকেসি ডে পালন করা হয়েছে। ২১ মে মঙ্গলবার নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ), নিউইয়র্ক মুসলিম একশন নেটওয়ার্ক(এনওয়াইম্যান) এবং দি কাউন্সিল অন আমেরিকান রিলেসন্স (কেয়ার এনওয়াই) এর যৌথ উদ্যোগে দাবী দাওয়া নিয়ে দিবসটি পালিত হয়। নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাসরত দেড় মিলিয়ন মুসলিম এবং অন্যান্য মাইনরিটি জনসমাজের পক্ষে ১০তম লেজিসলেটিভ ডে ২০২৪ উদযাপন হল নিউইয়র্কের রাজধানী আলবেনীতে।

প্রতি বছরের মত এবারেও নিউইয়র্ক স্টেটে বসবাসরত দেড় মিলিয়ন মুসলমানের পক্ষে নানাবিধ দাবী দাওয়া এবং সুনির্দিষ্ট কিছু বিল নিয়ে নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটাল আলবেনীর উদ্যেশ্যে জ্যাকসন হাইটস, জ্যামাইকা এবং ব্রুকস থেকে প্রায় দেড় শতাধিক কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, পেশাজিবী, স্কুল কলেজ স্টুডেন্টদের নিয়ে বাস যোগে এবং ব্যাক্তিগত গাড়ি বহরে লোকজন যোগদান করেন।

বাগ, এনওয়াইম্যান, এবং কেয়ার এনওয়াইএর দ্বায়িত্বরত নেতৃবৃন্দ সকালের নাস্তা পরিবেশনের পরে উপস্হিত সকলের উদযেশ্যে লবি ডে' র করনীয় নিয়ে দিকনির্দেশনামুলক বক্তব্য দিয়ে সবাইকে যার যার আইডি এবং ব্যাচ বুঝিয়ে দেন। ২০ জন টিম লিডার দিয়ে ২০টি গ্রুপ করে এবং প্রতিটি গ্রুপে তিনজন কিংবা চারজন সদস্য দিয়ে প্রত্যেক টিম লিডারকে বিলের কপি , লবি ডে উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন এবং পূর্ব নির্ধারিত লেজিসলেটিভদের সংগে নির্ধারিত স্কেজুয়ালের কপি বুঝিয়ে দেয়া হয়। ২০ টি টিমের সমন্বয়করে দ্বায়িত্বে ছিলেন বাগ'র কোষাধ্যক্ষ ইন্জিনিয়ার রহীম এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল তোফায়েল আহমেদ পিএসসি(অবঃ) এবং আলী নূর। সকাল সারে দশটার দিকে স্টেট ক্যাপিটালে বাস পৌঁছালে লবি ডে স্পন্সর করা সিনেটর রবার্ট জ্যাকসন, সিনেটর জেসিকা স্কারসিলা স্পান্টন এবং সিনেটর জেসিকা রামোসের অফিস প্রতিনিধি এবং এসেম্বলী মেম্বার জোহরান মামদানী,ও এসেম্বলী মেম্বার চার্লস ডি ফল সবাইকে অভিবাদন জানান। সিকিউরিটি সম্পন্ন করে লেজিসলেটিভ বিল্ডিংএর পূর্ববরাদ্ধকৃত রুম ২১১ এবং ২১১তে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। ২০জন টিম লিডার তাদের দলভুক্ত সদস্যদের নিয়ে ইলেকটেড অফিসিয়াল লেজিসলেটিভদের সংগে মিটিংএর উদ্দ্যেশ্যে বেরইয়ে পড়েন।

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীনকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

বাংলাদেশের ই-পাসপোর্টের অনলাইন আবেদন প্রসেস করা হয়
অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, বৃটেন, সেনজেন, চায়না, ইন্ডিয়া, আমিরাত (দুবাই)সহ সৌদী আরবের ভিসা আবেদনে সহায়তা করা হয়
SAUDI (UMRAH)
UAE (DUBAI)
Old Club Man
(718) 724-9688
16308 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
EUROPE
BANGLADESH
CANADA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
UK (LONDON)
BRAZIL
CHINA
THAILAND
INDIA

ভিজিট বা স্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি'র ১০০% নিশ্চয়তা
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পড়ে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতায় গ্রীনকার্ড থেকে কন্ডিশন রিমোভ করতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড রিভোক করার কোন ক্ষমতা-ই আপনার স্পাউসের নেই। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সাথে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812 টেক্সট করুন, আমরা কল ব্যাক করবো
163-10 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে কি আমরা শিক্ষা নিই

ইমরান ইমন

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। ১৮৯৯ সালের ২৫মে বাংলা ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ বর্ধমান জেলার আসানসোলের জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে তিনি জন্মেছিলেন। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল তার নিত্যসঙ্গী। এজন্য তার ডাকনাম ছিল 'দুখু মিয়া'। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ ও মাতা জাহেদা খাতুন। এবছর কবির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। জন্মদিনে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

প্রেম, দ্রোহ, সাম্য ও মানবতার কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ। তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় তার লেখনী গোটা ভারতবর্ষের মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে তার বিদ্রোহী চেতনা ফুটে ওঠে, তিনি পরিণত হন বিদ্রোহী কবিতে। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, অত্যাচার, নিপীড়ন, অনাচার, বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতন ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে আপোসহীন সাহসী কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে কবি লিখে গেছেন অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, সঙ্গীত, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও অন্যান্য লেখনী। আর সে কারণে ইংরেজ সরকার তার গ্রন্থ ও রচনা বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাকে কারাদণ্ডও দিয়েছে। কারাগারেও বিদ্রোহী নজরুল বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। টানা ৪০ দিন অনশন করে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায়-অত্যাচার জেলজুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন। কবি নজরুল একটি শোষণমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ গড়ার জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি কবি যিনি পূর্ণাঙ্গভাবে ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন।

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শোষণ, নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাত্র ২০ বছর বয়সী এক তরুণের হৃদয়ে যে বিদ্রোহ, শোষণ, বঞ্চনা, পরাধীনতা, গ্লানি, ক্ষোভ, দ্রোহ জেগে উঠেছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল 'বিদ্রোহী' কবিতায়, যা তখনকার ক্ষুব্ধ প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে প্রজ্বলিত মশাল হিসেবে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন- 'বল বীর, বল উন্নত মম শির' অথবা মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/ আমি সেই দিন হব শান্ত/ যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দল-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না /অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না'। যা পরবর্তীকালে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে অন্যতম প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়।

নজরুলকে নিয়ে গবেষণা করে দেখা যায়, নজরুল ছিলেন একজন ইতিহাস ও সময় সচেতন লেখক। যার স্পষ্ট প্রভাব তার লেখনিতে পাওয়া যায়। তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আর ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন সংগ্রামের চিত্রকে নজরুল তার সাহিত্যে মহাসমারোহে ধারন করেছেন।

রবীন্দ্রসৃষ্ট বিশাল সৃষ্টি জগতের পাশে কবি নজরুল গড়ে তোলেন একান্তই নিজস্ব এক সৃষ্টির জগত। ফুটিয়ে তোলেন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নজরুলের অনন্য এই অভ্যুদয়কে এই বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন, 'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু, আঁধারে বাধ অগ্নিসেতু'। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের 'বুলবুল' নামে খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম বিশ

শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে উপমহাদেশের অবিভক্ত বাংলার সাংস্কৃতিক জগত এবং সাংস্কৃতিক জাগরণের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

কবি নজরুলের কবিতা 'চ্‌ল চল্‌ চল' বাংলাদেশের রণসংগীত। প্রেম, দ্রোহ, মানবতা কবির রচনাকে করেছে চিরঞ্জীব, নিয়ে গেছে গণমানুষের দ্বারে দ্বারে। কবিতায় তিনি বলেছেন, 'গাহি সাম্যের গান/ মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান...'। কবির এমন অজস্র রচনা ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীর বাঙালিদের দিয়েছে শক্তি ও জুগিয়েছে প্রেরণা। এখনও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে তাঁর রচনা আমাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে, আলোড়িত করে।

শত প্রতিবন্ধকতা, শত প্রতিকূলতা, শত বিরোধিতা, শত সমালোচনা, নিরুৎসাহ, তিরষ্কার কোনো কিছুতেই নজরুলের প্রতিভাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে হিন্দু কুলীন ঘরের কন্যা প্রমীলা দেবীকে বিয়ের পর তৎকালীন মোড়ল-কবি-সাহিত্যিকরা নজরুলকে সমাজচ্যুত করা থেকে শুরু করে তাঁর দারিদ্র্য, শিক্ষা, পরিবার, ভাষাজ্ঞান, বিশ্বাস, চর্চা এবং কাব্যে তার বিষয় নির্বাচনসহ এমন কিছু ছিল না, যার কঠোর ভাষায় নিন্দা করে তাকে টেনে নামানোর চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে যায়নি, তাকে দমিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় নজরুলের বিস্ময়কর প্রতিভার টের পেয়েছিলেন ওই সময় প্রথম বাঙালি নোবেলবিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাইতো আশীর্বাণী দিয়ে কবিকে বলেছিলেন, 'আয় চলে আয় রে ধূমকেতু... আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু'।

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা বিদ্রোহী কবি হিসেবে সমধিক জানলেও তিনি ছিলেন চির প্রেমের কবি, ছিলেন যৌবনের দূত। তিনি প্রেম নিয়েছিলেন, প্রেম চেয়েছিলেন। মূলত তিনি বিদ্রোহী, কিন্তু তার প্রেমিক রুপটিও প্রবাদপ্রতিম। তাই মানুষটি অনায়াসেই বলতে পারেন- 'আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন খুঁজি তারে আমি আপনায়।' পৃথিবীতে এমন খুব কম মানুষই আছেন যিনি প্রেমের টানে রক্তের সম্পর্ককে তুচ্ছ করে, অস্বীকার করে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেন।

কবি নজরুল তার ৭৭ বছরের সংগ্রামী জীবনের ৩৪ বছরই ছিলেন নির্বাক (১৯৪২-১৯৭৬)। জন্মের পর থেকে মাত্র ৪৩ বছর কবি স্বাভাবিক জীবন কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বেঁচে থাকার জীবন সংগ্রাম, অভাব-অনটন, নানা প্রতিকূলতা, জেলজুলুম ও হুলিয়ার মধ্যেই তার সাহিত্যচর্চার সময় ছিল মাত্র ২৪ বছর (১৯১৯-১৯৪২)। কিন্তু মাত্র ২৪ বছরের সৃষ্টিশীল জীবনেও তাঁর গগণবিদারী দিগ্বিজয়ী প্রভাব। এই ২৪ বছরে নজরুল সৃষ্টি করে গেছেন ২২টি কাব্যগ্রন্থ, সাড়ে ৩ হাজার, মতান্তরে ৭ হাজার গানসহ ১৪টি সংগীত গ্রন্থ, ৩টি কাব্যানুবাদ ও ৩টি উপন্যাস গ্রন্থ, ৩টি নাটক, ৩টি গল্পগ্রন্থ, ৫টি প্রবন্ধ, ২টি কিশোর নাটিকা, ২টি কিশোর কাব্য, ৭টি চলচ্চিত্র কাহিনীসহ অসংখ্য কালজয়ী রচনা। তাইতো একাধারে তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, শিশু সাহিত্যিক, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, সাংবাদিক, গীতিকার, সুরকার, স্বরলিপিকার, গীতিনাট্যকার, গীতালেখ্য রচয়িতা, চলচ্চিত্র কাহিনীকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক, বাদক, সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতা।

১৯৪১ সালের শেষের দিকে কবি যখন নন্দিনী চলচ্চিত্রের সংগীত রচনা ও সুরারোপ নিয়ে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। লুম্বিনী পার্ক ও রাচি মেন্টাল হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলে এক বছরেরও বেশি সময়। ১৯৫৩ সালে কবিকে পাঠানো হয় ইংল্যান্ড ও জার্মানিতে। কিন্তু ততদিনে সবই শেষ। বাকশক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেন তিনি। সেই ১৯৫৩ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত নির্বাক ও অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় অনেকটা অবহেলা-অনাদরে নীরবে-নিভৃতেই কাটে কবি নজরুলের জীবন।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ২৪ মে কবির জন্মদিনে তাকে সপরিবারে ঢাকায় নিয়ে এসে জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করেন। তার কবিতা 'চল্‌ চল্‌ চল্‌- ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল'কে তিনি সামরিক সংগীত হিসেবে নির্বাচিত করে কবিকে সম্মানিত করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তৎকালীন পিজি (বর্তমানে বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। সেখানেই তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অনন্য বাতিঘর। এজন্য তিনি ভিন্নধর্মী একজনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ছিলেন। ভিন্ন ধর্মের অনেক সঙ্গীত তার লেখা। যা অসাম্প্রদায়িকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাম্প্রদায়িকতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে নজরুল সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন। সব কিছুর ঊর্ধ্বে মানুষ পরিচয়ই সবচেয়ে বড় পরিচয়। মানবতাবাদী কবি এজন্যই তিনি তাঁর কবিতায় বলছিলেন-

'গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

বর্তমান সময়ে দেশে দেশে যখন সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ, মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড, ধর্মীয় কুসংস্কার বাড়ছে তার বিপরীতে অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও মানবতার কবি নজরুল চর্চার বিকল্প নেই।

সুপ্ত শক্তি

ডাঃ মুস্তফা মুনীর

কবি নজরুলের 'কোরবানি' ও 'শাত-ইল-আরব' কবিতায় তাঁর সর্ব যুগের, সর্বকালের 'ত্যাগ ও সত্যাগ্রহ'এর অহর্নিশ বাণী আজও আমরা শুনি ।

সত্যাগ্রহ বা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল ইচ্ছা শক্তির মাঝেই মুক্তি নিহিত। ঘুমন্ত রক্তের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে শক্তি হস্তে মুক্তিকে ছিনিয়ে আনতে হবে। হত্যার জন্য হত্যা দিয়ে নয়।

" ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন!"

'কোরবানি' ও 'শাত-ইল-আরব' কবিতা দু'টি রচিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবী শত বৎসর এগিয়ে গেছে। সমাজ, দেশ, জাতি তথা গোটা পৃথিবী এক পংকিল, জটিল জালে আবদ্ধ। লোভ, হিংসা, জিঘাংসা, বিদ্বেষ ও হত্যাযজ্ঞ আজ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে সারা বিশ্বে।

অশুদ্ধ সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সৃষ্টি তাকে সংশোধন করে নিতে চায়। তাই আজ প্রয়োজন সত্যাগ্রহ শক্তির নব উদ্বোধন। প্রলয়-বিষাণ বাদককে এগিয়ে আসতে হবে অগ্রদূত সেজে। ভৈরবের ডম্বুর হাতে নিয়ে।

তবে শোষিত ও অত্যাচারিতরা তাদের সুপ্ত শক্তি নিয়ে বার বার জেগে উঠে। তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অসি ঝংকারের মাঝে শক্তির উৎস খুঁজে বেড়ায়।

তাই কবি লিখেছেন—

"সত্য, মুক্তি, স্বাধীনতা অসি-ঝংকারের টংকারে বেজে উঠুক। সত্যাগ্রহের শক্তিই এর উৎস হউক, হত্যা নয় ।" তিনি এর অধিকতর ব্যক্তরূপ দিয়ে বলেছেন—

"ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে
এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ'
শক্তির উদ্বোধন!"

সত্যাগ্রহের শক্তির উৎস যখন অসহায় মানুষকে পীড়ন দিয়েছে, তখনই আলীর হায়দরি হাঁক, ও রণ ক্ষেত্রে জুলফিকারের রণরণই অসত্যকে পরাজিত করে সৃষ্টির সংশোধন এনেছে। মহামানবের শান্তির বাণী দিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"দেখ কেঁপেছে আরশ আশমানে,
মন-খুনী কি রে রাশ মানে?
ত্রাস প্রাণে? তবে রাস্তা নে!
প্রলয়-বিষাণ 'কিয়ামতে' তবে
বাজাবে কোন বোধন?
সে কি সৃষ্টি-সংশোধন?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব
বাজে ডম্বুর শোন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ'
শক্তির উদ্বোধন!"

"খুন দেখে করে শংকা কে?
টংকারে অসি-ঝংকারে,
ওরে হুংকারে,
ভাঙি গড়া-ভীম-কারা লড়বো
রণ-মরণ!
ঢালে বাজবে ঝন-ঝনন।
ওরে সত্য মুক্তি স্বাধীনতা দেবে
এই সে খুন-মোচন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ'
শক্তির উদ্বোধন!"

একই ভাবে মুসলিম ইতিহাসে আরব নারী-পুরুষের আসাধারণ আত্ম ত্যাগের আবেগময় অধ্যায়ের ঘটনা প্রবাহ, ব্যথা বেদনা, আবেগ, ব্যঞ্জনা, অভূতপূর্ব অনিন্দ্য বিন্যাস 'শাত-ইল-আরব' কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। শিশু পুরুষ ও নারীর হৃদয় বিদারী মৃত্যু চিৎকার ও হাহাকার ফিলিস্তিনের আকাশে, বাতাসে আজও বিবর্তিত ও অনুরণিত হচ্ছে। আজও রক্ত -নদী বহিছে ফুরাতে, নীল দরিয়ায়।

"শাত-ইল-আরব, শাত-ইল-আরব
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
শহিদের লোহু, দিলিরের খুন ঢেলেছে
যেখানে আরব-বীর।"
"সাহারায় এরা ধুঁকে মরে তবু পরে না
শিকল পদ্ধতির।
শাত-ইল-আরব! শাত-ইল-আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
দুশমন-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিল-মিল
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে
পিয়ে নীল খুন পিন্ডারির
জিন্দা বীর!
জুলফিকার আর হায়দরি হাঁক হেথা
আজও হজরত আলীর—
শাত-ইল-আরব, শাত-ইল-আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।
ললাটে তোমার ভাস্বর টিকা
বসরা-গুলের বহ্নিতে লিখা;
এ যে বসোরার খুন-খারবি গো রক্ত-
গোলাব-মঞ্জরীর খঞ্জরির!
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর-সম হেথা লাখো
দেশ-ভক্ত-শির!
শাত-ইল-আরব! শাত-ইল-আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর।"

ড: মুস্তফা মুনীর
কবি ও নজরুল কাব্য অনুবাদক
পিয়ারল্যান্ড, টেক্সাস।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

ASTORIA | ATLANTA | BROOKLYN | JACKSON HTS | BRONX
JAMAICA | MANHATTAN | MICHIGAN | OZONE PARK | PATERSON

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫, ৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

তোমার জন্য

আহসান জামান

তোমার জন্য স্পর্শগুলো এখনও
যেন এই মুহুর্তের মতো সতেজ
উবু হয়ে বসে আছে ঘরে।

তোমার জন্য পথ পড়ে থাকে, জানালায়
গ্রিল ফুঁড়ে বাতাস দোল দেয় পর্দায়
নিভু নিভু আলোয় ছায়া হাঁটে, একা।

তোমার জন্য ব্রেকফাস্ট টেবিলে একা
চায়ের কাপে ধোঁয়ারা উড়ে যায় দূরে
দুপুর গড়িয়ে বিকেলের শান্ত হাওয়ায়
পাখিদের বাড়ি ফেরার ডানায় চড়ে
অন্ধকার নেমে আসে, ধীর পায়ে।

সমুদ্রে হাওয়ার গর্জনে তুমিহীন সে
বিরহ; তুমুল তোড়পাড়ে আরও
একা হয়। প্রীদিম আলোর কম্পন
কেবলই বসে থাকে অপেক্ষায়।

মুখ

হাশিম কিয়াম

কোনো নারকেল বাগানে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অনাগত
শতাব্দীর শব্দ-ছেঁড়া
মুখ, দিনের মৃত্যু রেখা ধরে গিয়ে সাগরতলার বিরল
সংগীতের টুঁটি চেপে-ধরা সভ্যতার সাথে যুদ্ধ শেষে
ঢেউয়ের করাতের উপর ভেসে ওঠে কলাপাতারঙা মুখ,
রক্ত ঝরে, তবু কী এক মায়ার জোছনায় ভিজতে উদগ্রীব
সেই মুখ! হয়তো
কিছু বলতে চায়, কিছু শুনতেও চায়...
তোমার হাতে কি মুষ্টির চালের মতো কিছু সময় জমিয়ে
রেখেছো? খরচ করো... যাও... ফিরে এসো মুখের ভাষার
নকশিকাঁথা গায়ে জড়িয়ে, বেদনার ছাইগাদায় বিছিয়ে
দাও, বিলিয়ন বিলিয়ন বছরের ঘুম-নাকাল শরীর ঘুমিয়ে
পড়ুক সব পিছুটান সত্যের কাঁচা কবর থেকে জন্মানো
সভ্যতার চোখে পুরে দিয়ে...

ধুপ জ্বলে স্বপ্নের কফিনে

আবদুল লতিফ

বৃষ্টির অপেক্ষায়
অনন্ত প্রহর যায়
শিশির শুকিয়ে গেছে কবে
সবুজ ঘাসের বুকে তৃষ্ণার হাহাকার
চৈত্রের খরতাপে ফেটে চৌচির
হৃদয়ের জমি
অতঃপর .....
কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলা
ধুপ জ্বলে স্বপ্নের কফিনে
অধর ভাসায় অশ্রুবৃষ্টির ভারি বর্ষণ।

চোখের ক্ষুধা

আরফান হোসাইন রাফি

শোকস্তব্ধ পৃথিবীর কোথাও —
শুকিয়েছে আরাল সাগরের জল,
কোথাও উড়ে গেল পাখি,
ধু-ধু মরুর বুকে তৃষ্ণার্ত প্রেমাতল।

কাতর সন্ধ্যার আঁধারে
ঘাস পেরোলেই শৈশবের ঘ্রাণ।
হৈচৈ বিকালে ফেলে আসা
বুভুক্ষা কৈশোরের প্রাণ।

এরপর যুগ যুগ ধরে ক্ষুধার্ত ভ্রমর
মালতীর বুকে আঁচড়ে পড়া সকাল।
কোথাও শুকিয়েছে আরাল সাগর—
শিশুর গালের মতো টকটকে বিকাল।

আমি গিলে ফেলি ধরণী,
লাল-নীল কিংবা ধূসর রঙিন।
তবু মেটেনা চোখের ক্ষুধা,
অদেখার অসুখে ক্রমশ হচ্ছি বিলীন।

চিত্রকথা

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ওই যে উচ্চকিত পরবাসগুলি গজিয়েছে স্পর্ধিত
পরিচয় লেখা উজ্জ্বল ঠিকানা ওখানেও কিছু
কান্না লেখা, হতে পারে সে সব হায়ারোগ্লিফ
সবার বোধগম্য নয়; তাতে কিছু নীলজল নেই
পাঁচ বছরও জানে লালজলের ব্যাকরণ
নীল জানি দূরের নাগালে।

এখানে খর মাটি শুকনো গরমে লিখেছে কত কথা
অবিরাম ব্রজভূম নয়, আরবের হঠাৎ বসতি ও নয়
অথবা বেথেলহেম তবু গরু ও ছাগল চরে,
কয়েকটি ভেড়াও কণামাত্র সবুজের খোঁজে
তৃণভোজী চোখ উল্লাসে ছোটে সারামাঠ
ডিঙির মিছিল সরল চোখের কাছে যাত্রাহীন চেয়ে
চেনা গ্রামবেলা ওখানে যে সুখের সংজ্ঞা লেখা
তাতে খুব আক্ষেপ নেই।

যেটুকু গাছতলা চলমানছায়া অবলম্ব ভালোলাগাগুলি
নিয়মের সীমা পার সেও কিছু অস্পষ্ট দৃশ্যলিপি
চেয়ে দেখি অপেক্ষা মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে
সামনে সেই স্বপ্নগ্রাম যেখানে অনবদ্য লেখা
শান্তি বহমান।

একগুচ্ছ অণু কবিতা

সাজু কবীর

প্রথম প্রেম
বৈরী রোদ্দুরে ঘামঝরা পৃথিবী
নিথর বাতাসের রোদে পোড়া ডেরায়
যুথিকাদলের প্রাণখোলা হাসি,
যেন আমার শিমুলতলার প্রথম প্রেম
যাকে আজো ভালোবাসি।

লোভ
চোখে জলনালি শুকে গেছে
এতো কাঁদি
অশ্রু ঝরে না আর,
বড় লোভ হয় দেখে
ভেজাচোখ তার!

আশা
পাখির ডানায় সন্ধ্যা নামে
ঝাপটানো ডানার হার্দিক টানে
নীড়েরাও ছুটে পাখির আলিঙ্গনে,
হা করে থাকা ছানাগুলোর চিঁচিঁ শব্দে
আশা'র চাল ফুটাতে থাকে
বেঁচে থাকার সুস্বাদু কবিতা।

সংকোচন

দ্বীপ সরকার

ক্রমশঃ ঢুকে যাচ্ছি নিজের ভেতর
সংকুচিত হতে হতে প্রশ্নাতীত শূন্যে
শূন্য মানে একটা ছোটোখাটো মারবেল

এই যে সংকোচন পদ্ধতিতে আমি বা আমরা
ছোটো হতে হতে-ঘূর্ণির মতো ঘুরছি
আমাদের যান্ত্রিক জীবন-বাস্তববাদী হতে শেখো
কলোনিয়ান যুগ-প্রযত্নের ইতিহাসজুড়ে
বিবিধ প্রশ্নের বিপরীতে টিকে যাচ্ছি আমরা

ক্রমশঃ পৃথিবীর পথে আমরা ঢুকে যাচ্ছি
পর্যাপ্ত বিষুদবার পাইনা বলে শুক্রবার ভুলে যাই
বিষুবরেখার কাছাকাছি এলে
পৃথিবী ফেটে যাবে জেনেও
আমরা হেঁটে হেঁটে আরও যতদুর যেতে পারি....।

দারুচিনি ফুল

বশির আহমেদ

কৃষ্ণচূড়ার ডাল ছুঁয়ে একটা চামচিকা উড়ে
গেল মধ্যরাতে।
বিদ্রূপ আচরণে কারো মুখে বিষের গন্ধ ছড়ায়!
বিনয়ী মনে দারুচিনি ফুল ফুটে অন্তরে।
বিভাবরী চাঁদ মাঝে মাঝে জ্যোস্না ঢালে নিকষ অন্ধকারে।
আকাশের নিচে সবুজ বৃক্ষের পাহাড় পরার্থে
দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে।
মানুষের জীবন চোরাবালির মতন আটকে আছে
বেহুদা মায়ার অ্যাকুরিয়ামে।

মাত্রাতিরিক্ত

হাফিজুর রহমান

একটি পাগলা কুকুরের কামড় থেকে বাঁচতে, প্রায় এক হাজার মানুষ নিয়ে বসবাস করা একটি গ্রামের, শুধুমাত্র একজনের পরিবার ছাড়া সকলেই পালিয়েছেন এক রাতেই! কীরকম অবাক করার বিষয়, চমকে উঠার মতো - আজগুবি কাণ্ড; বিশ্বাস করা যায়?

বাইরের দেশের বা এটি কোনো গ্রামের ঘটনা নয়, লক্ষ লক্ষ শহিদের তাজা লাল রক্ত ও মা বোনদের মহামূল্যবান সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জন করা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার, এই স্বাধীন বাংলাদেশেরই ঘটনা।

আমরা জানি নির্দিষ্ট ভাইরাস বহনকারী কুকুর ছাড়া সকল কুকুরের কামড়ে জলাতঙ্ক রোগে মানুষ, আক্রান্ত হয় না। কিন্তু ঐ পাগলা কুকুরের কামড়ে নাকি জলাতঙ্ক রোগের থেকেও সাংঘাতিক রকমের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে রোগ মৃত্যুর কারণের জন্যে খুব একটা দায়ী না হলেও - মৃত্যু যন্ত্রণায় ভোগানোর, ভয়াবহ রকমের বিপজ্জনক ভাইরাস। কেউ কেউ বলেন এই রকমের জটিল যন্ত্রণায় ভোগার থেকে, মৃত্যুই অনেক ভালো, তুলনামূলক ভাবে অনেক কম ভোগান্তির।

চমকপ্রদ এই খবরটি, রেডিও - টিভি মিডিয়া, ইলেট্রিক, প্রিন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া বা কোনধরনের প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়নি! প্রচার বা প্রকাশের সমস্ত উৎসকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল, দক্ষ কোনো কৌশলীর নিখুঁত কৌশলে, নাকি ঐ পাগলা কুকুরের ভয়ে, সংবাদ পরিবেশনের সাহস পায়নি কোন সংবাদ কর্মী বা উৎসাহী হয়নি কোন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, আলোচিত ভিডিও ধারণ করে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু উপস্থান করার?

সে যাইহোক, এক হাজার নিরীহ মানুষকে তাড়াতে একটি সামান্য অসুস্থ কুকুরই যথেষ্ট, বড্ড পাগল হলে তো এক হুংকারে পুরো মাঠ ফাঁকা।

বর্তমান পেক্ষাপটে, এই ধরনের নিরীহ মানুষগুলোকে দিয়ে সমাজের কোন রকম উন্নতি করানো সম্ভব নয়। সবল মেরুদণ্ডকে অকেজো করে রাখতেই ওরা পছন্দ করে বেশি। হাঁটতে চায় না প্রতিরোধের পথে, নিতে চায় না প্রতিশোধ। সংঘাত এড়াতে মুখ বুজে সহ্য করে নির্যাতন। ভুলতে বসেছে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে, গর্জে উঠে না অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ! ফলে অপরাধ বাড়ছে, বাড়ছে অপরাধী, ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পরছে দেশের সবখানে। বেড়েছে ভুক্তভোগী, মামলা, হামলা, ঝামেলায় জর্জরিত মানুষের নাকাল অবস্থা, যা জলাতঙ্ক রোগের থেকেও খারাপ, জ্বালাতঙ্ক রোগের ভাইরাস।

মামলা, আসামি, উকিলে সরগরম আদালত পাড়া, ফাইলের উপর ফাইলের স্তুপ, মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে, এ সংক্রন্ত বিষয়গুলো ভীষণ অসহ্যের।

সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের চেষ্টা না করা মানুষগুলো নিরীহ হলেও নীতিবান নয়, বরং অপরাধীদের ক্ষতিগ্রস্ত মনুষ্যত্ববোধে জন্তুর হিংস্রতা স্থাপনে সহযোগিতা করার শামিল। ঘুরে না দাঁড়ালে নিরীহ মানুষগুলো, অক্ষমতার দোহাই দিয়ে নষ্ট সমাজের দায় এড়াবে কীভাবে? পালাতে তো হবে, পাগলা কুকুরের আক্রমণ থেকে বাঁচতে!

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ

তানভীর ইসলাম

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচবার আমেরিকায় এসেছিলেন। এর মধ্যে শুধু প্রথমবার ১৯১২ সালে এসেছিলেন ব্যক্তিগত ভ্রমণে পুত্রকে দেখার জন্য, বাকী সফরগুলোয় এসেছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতনের' জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সবগুলো ভ্রমণ যে সুখকর হয়েছিল তা নয়, দু'একবার বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

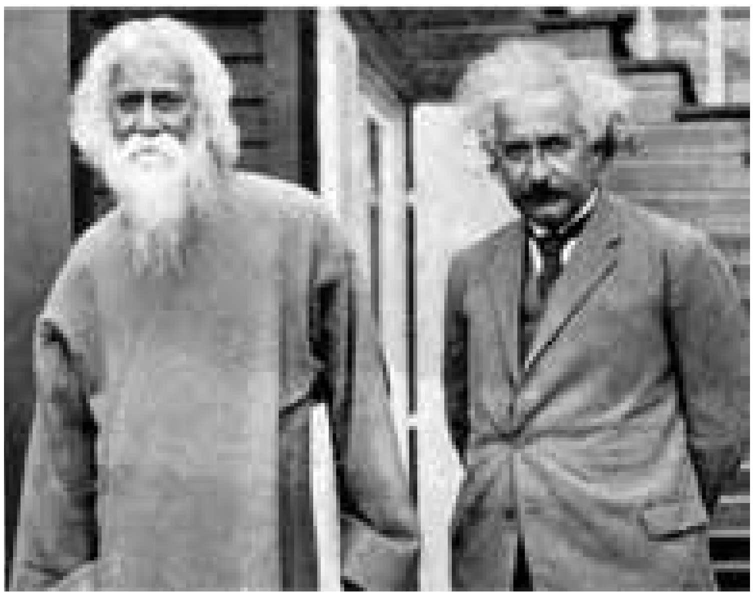

ছবি: রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন

প্রথম আমেরিকা ভ্রমণ (১৯১২)

তখনকার দিনে ভারতবর্ষের অভিজাত লোকেরা সন্তানদের বিলেতে পাঠাত বিশেষ করে আইন পড়ার জন্য, রবীন্দ্রনাথ নিজেও যেমন ১৭ বছর বয়সে লন্ডনে এসেছিলেন। কিন্তু পুত্র রথীন্দ্রনাথকে পাঠালেন আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়ে কৃষিকাজ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে। ছেলেকে দেখতে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসে হাজির হলেন ১৯১২ সালে ছোট্ট শহর আরবানা, ইলিনয়ে। আসার আগে লন্ডনের উচ্চমার্গীয় সাহিত্য মহলের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে এসেছিলেন, তাই গণ্ডগ্রাম আরবানায় এসে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন কিনা অনেকের সন্দেহ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তখন যেখানে যান, সেখানেই জমিয়ে ফেলেন। আরবানা এসেও স্থানীয় ইউনিটারিয়ান চার্চে বন্ধু যোগাড় করে ফেললেন। তাদের আমন্ত্রণে চার্চে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার ওপর কয়েকটি বক্তৃতাও দিয়ে ফেললেন এবং সেগুলো বেশ প্রশংসিত হলো। আরবানা থেকে তিনি শিকাগোর সাহিত্য মহলে ডাক পেলেন, সেখান থেকে হার্ভার্ড, উইসকনসিন-ম্যাডিসন, পার্ডু ইত্যাদি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা দেয়ার আমন্ত্রণ পেলেন। হার্ভার্ডে তিনি তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেগুলোর শিরোনাম ছিল- The Problem of Evil, The Problem of Self এবং Realisation through Love। এই তিনটি বক্তৃতাসহ উপনিষদের আলোকে মোট আটটি প্রবন্ধ নিয়ে ১৯১৩ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে দ্য ম্যাকমিলান কোম্পানি 'সাধনা' ('Sadhana, the Realisation of Life') নামক গ্রন্থ প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় আমেরিকা ভ্রমণ (১৯১৬)

রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে দ্বিতীয়বার যখন আমেরিকা এলেন, তখন তিনি সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী বিশ্বখ্যাত তারকা। তাঁর প্রকাশক দ্য ম্যাকমিলান কোম্পানি এবার প্রফেশনাল এক লেকচার এজেন্সিকে দায়িত্ব দিয়েছিল আমেরিকার ২৫টি শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্বকবির বক্তৃতা আয়োজনের জন্য। প্রতিটি বক্তৃতা দেয়ার জন্য ৭০০-১০০০ ডলার ফি ধার্য ছিল, তখনকার দিনে যার মূল্য ছিল অনেক! সে সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। তাই হয়ত কবি এবার বক্তৃতার বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদ, মিলিটারিজম, ভোগবাদিতা ইত্যাদি বেছে নিয়েছিলেন। জাপানেও তিনি এর আগে জাপানের জাতীয়তাবাদ নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলো দ্য ম্যাকমিলান কোম্পানি ১৯১৭ সালে 'Nationalism' শিরোনামে প্রকাশ করে।

কবি ট্যুরে স্যান ফ্রান্সিসকো যখন গিয়েছিলেন, তখন সেখানে দেশী লোকজনের হাতে প্রাণহানির আশংকাও ছিল। স্যান ফ্রান্সিসকোতে 'হিন্দুস্তান গদর পার্টির' হেডকোয়ার্টার ছিল, যারা ঐ সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতে বিপ্লবের জন্য অভিবাসীদের (বিশেষ করে পাঞ্জাব এলাকার) কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আগের বছর ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে নাইটহুড বা স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। এছাড়া আমেরিকা এসে বক্তৃতায় ব্রিটিশদের কিছুটা সমালোচনা করলেও কড়া ভাষায় তেমন কিছু বলেননি, বরং দু'একটা বক্তৃতায় বলেছিলেন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী মোগলদের মতোই নিরীহ, যা গদর পার্টির নেতারা ভাল চোখে দেখেনি। স্যান ফ্রান্সিসকোতে কবি প্যালেস হোটেলে অবস্থান করছিলেন। অক্টোবরের ৫ তারিখ প্যালেস হোটেলের বাইরে গদর পার্টির দুইজন লোককে গ্রেফতার করা হয়, যারা পাঞ্জাবীদের অন্য আরেকটি দল খালসা দিওয়ান পার্টির নেতাদের ওপর হামলা করে- ঐ নেতারা কবিকে আমন্ত্রণ করার জন্য হোটেলে যাচ্ছিলেন। পুলিশ এরপর হোটেলে কবির নিরাপত্তা জোরদার করে এবং কলাম্বিয়া থিয়েটারে তাঁর বক্তৃতায় কোনো 'হিন্দু' বা দেশি লোককে ঢুকতে দেয়া হয়নি। স্যান ফ্রান্সিসকোতে কবির ওপর কোনো হামলা না হলেও তাঁকে সত্বর শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং পত্রিকায় শিরোনামে আসে- 'Hindu Poet Forced to Leave Frisco' (তখন আমরেকিায় দক্ষণি এশীয় লোকজনদরে 'হন্দিু' বলা হতো)।

কবির বক্তৃতাগুলোয় অনেক লোকসমাগম হলেও পাশ্চাত্য বিশেষ করে আমেরিকার সমালোচনা কারো কারো পছন্দ হয়নি। ট্যুরের মাঝপথে 'মিনিয়াপলিস ট্রিবিউন' পত্রিকায় কবিকে তিরস্কার করে লেখা হয়ঃ "ভারত থেকে আমাদের কাছে একজন সেরা ব্যবসায়ী এসেছেঃ যিনি আমেরিকানদের প্রতি গালি ৭০০ ডলারের বিনিময়ে গালাগাল করেন, আবার সাথে আরও ৭০০ ডলার দেয়ার জন্য মিনতি করেন" ('the best business man who ever came to us out of India': he had managed to scold Americans at $700 per scold' while pleading with them 'at $700 per plead')। ফি এর বাইরে আরও ৭০০ ডলার বা বেশি অর্থ তিনি আসলে শান্তিনিকেতনে ডোনেশন দেয়ার জন্য চাইতেন, যা পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে উল্লেখ করা হয়।

এত এত বক্তৃতা দিয়ে কবি নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক চিঠিতে উল্লেখ করেন 'যেন তুলার বোঝার মতো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছি' ("like a bale of cotton transported from place to place.") বস্টন সফর সংক্ষিপ্ত করে আমেরিকা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেয়ার আগেই তিনি দেশে ফিরে আসেন।

তৃতীয় আমেরিকা ভ্রমণ (১৯২০)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে কবি আবার আমেরিকায় আসেন ১৯২০ সালে। এই সফরে তিনি মূলত নিউ ইয়র্কে অবস্থান করেন সেখানকার উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার অভিপ্রায়ে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বেশ উচ্চকিত ছিলেন, ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি 'নাইটহুড' প্রত্যাখ্যান করেন। কবির ব্রিটিশ বিরোধিতা সম্পর্কে আমেরিকার ব্যবসায়ীরাও অবহিত ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি হিসেবে তখন আমেরিকা ও ব্রিটেনের বন্ধুত্ব আরও জোরদার হয়েছিল। জে পি মরগ্যানের মতো ব্যবসায়ীরা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সাথে আরও নতুন ব্যবসা করার জন্য উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। কাজেই এই সময় ব্রিটিশ বিরোধী কবির অর্থ সংগ্রহ অভিযান মোটামুটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গী পুত্র রথীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কথা বলা আমেরিকার চাইতে ইংল্যান্ডে সহজতর ছিল আমাদের জন্য" ("It was easier for us to speak out against the British Empire in England than in America.")।

সান ফ্রান্সিসকো শহরে বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতার বিজ্ঞাপন ও পত্রিকার সংবাদ

চতুর্থ আমেরিকা ভ্রমণ (১৯২৯)

এই সফরকে ঠিক আমেরিকা ভ্রমণ বলা যাবে না। বিশ্বকবি ১৯২৯ সালের এপ্রিলে কানাডার ভ্যাংকুভারে ১০ দিনের সফরে এসেছিলেন 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন' এর আমন্ত্রণে তাদের ত্রিবার্ষিক কনফারেন্সে বক্তব্য দিতে। ভ্যাংকুভার সফর শেষে শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য লস এঞ্জেলেস যাবেন তেমনই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলায় আমেরিকান ইমিগ্রেশন তাকে আর ঢুকতে দেয়নি। শুধু তাই নয়, ইমিগ্রেশন অফিসে বিশ্বখ্যাত এই কবিকে চরম হেনস্থা ও চূড়ান্ত অপমান করা হয়েছিল। অপমানিত রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমার ভাগ্যে এমন অবজ্ঞা পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেনি।" শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থসংগ্রহ জরুরী হলেও রবীন্দ্রনাথ আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। জাপান থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়ে কবি এখানে এসেছিলেন। ঠিক করলেন জাপান হয়েই দেশে ফিরবেন। ক্ষুব্ধ, ক্লান্ত কবি "The Weary Pilgrim" নামে জাহাজে একটা কবিতা লিখেছিলেন জাপানের প্রধান পত্রিকা 'আসাহি শিম্বুনে'র জন্য।

পঞ্চম ও শেষ আমেরিকা ভ্রমণ (১৯৩০)

রবীন্দ্রনাথ পরের বছরই শেষবারের মতো আমেরিকা এসেছিলেন। প্রচারণার দিক থেকে বিশ্বকবির এই সফরকে সবচেয়ে সফল বলা যায়। সম্ভবত সম্পাদকেরা বুঝতে পেরেছিলেন এটাই কবির শেষ আমেরিকা সফর। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস আমেরিকার ৬৭ দিনের সফরে কবিকে নিয়ে ২১টি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো, যার মধ্যে কবির দু'টি সাক্ষাৎকার এবং আইনস্টাইনের সাথে একটা চমৎকার ছবিও ছিল যার শিরোনাম ছিলঃ 'A mathematician and a mystic meet in Manhattan.'

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার বিশ্বকবির সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেছিলেন যেখানে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত কবিকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নিউ ইয়র্কের কার্নেগী হলে কবির বক্তৃতায় প্রায় চার হাজার লোক উপস্থিত ছিলো, জায়গার অভাবে আরো কয়েক হাজার লোক ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল! শান্তিনিকেতনের অর্থায়নের জন্য ব্রডওয়ে থিয়েটারে রুথ সেইন্ট ডেনিসের একটি নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক উইল ডুরান্ট স্টেজে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া, নিউ ইয়র্ক ও বস্টনে রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল।

বিশ্বকবির সম্মানে নিউইয়র্কের গভর্ণর ও পরবর্তীতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্ট আয়োজিত ভোজসভায় অন্য নোবেল বিজয়ীসহ প্রায় পাঁচশ অতিথির উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেনঃ 'The age belongs to the West and humanity must be grateful to you for your science. But you have exploited those who are helpless and humiliated those who are unfortunate with this gift. A great portion of the world suffers from your civilization.'

কী নিদারুণ সত্য কথা, আজ প্রায় একশ' বছর পরেও যার কোনো পরিবর্তন হয়নি! পশ্চিমা সভ্যতা জ্ঞানবিজ্ঞানে মানুষকে এগিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পৃথিবীর অপর প্রান্তে এদের হাতে মানুষ আরও অসহায় ও অত্যাচারিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। কবি লিখেছিলেন- 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস' – সৃজনশীলতা, প্রজ্ঞা ও খ্যাতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এমন কোনো বাঙালীর আজও জন্ম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ সবকিছু আমাদের জন্য এত উঁচুতে বেঁধে দিয়েছেন যে 'আমি তোমাদেরই লোক' শুধু এই পরিচয়টকুই আমাদের গর্বিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তথ্যসূত্র:

Dutta, K., & Robinson, A. (1995). Rabindranath Tagore: The myriad-minded man. London: Bloomsbury.
Kumar, A. (2020) On his second visit to the USA, in 1916, Rabindranath Tagore was an assassination target, Scroll.in.
Sen, A. (n.d.) Tagore and his India, Nobel Prize page.

ড. তানভীর ইসলাম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, জ্যাকসনভিল স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

ইস্তানবুলের পথে প্রান্তরে

ডা মো মুস্তাফিজুর রহমান পাপ্পু

পৃথিবীর যে কয়েকটি প্রাচীন শহর রয়েছে তন্মধ্যে তুরস্কের ইস্তানবুল শহর অন্যতম। এই শহরটি সম্পর্কে জানাশোনা আমার অনেক বছরের। প্রায় এক যুগ আগে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে একবার তুরস্কে যাওয়ার সুযোগ পেয়েও নানা জটিলতায় যেতে পারি নাই। সেই দিন থেকে মনের মধ্যে ইস্তানবুল, আংকারা শহর ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিল। মহান আল্লাহ অবশেষে সেই স্বপ্ন পুরন করার তৌফিক দিয়েছেন এবার। পবিত্র ঈদুল ফিতরে মায়ামী থেকে বাংলাদেশে গিয়েছিলাম এবং টার্কিশ এয়ারলাইন্সে টিকিট কেটে ৩ মে ঢাক থেকে ফেরার পথে প্রায় ১৩ ঘন্টা যাত্রা বিরতি নিয়েছিলাম ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে। এই সুযোগে এই শহরটিকে একটূ ঘুরে দেখলাম। এই দিনব্যাপি ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে তুলে ধরবো।

ইতিহাসঃ খ্রিস্টপূর্ব ৭ম শতাব্দীতে শহরটি মেগারা থেকে আগত গ্রীক বসতি স্থাপনকারীরা বাইজান্টিয়াম নামে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ৩৩০ খ্রিস্টাব্দে, রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট এটিকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন, প্রথমে এটিকে নতুন রোম এবং তারপর নিজের নাম অনুসারে কনস্টান্টিনোপল (কনস্টান্টিনোপলিস) নামকরণ করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে শহরটি বিস্তৃতি লাভ করে ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়, সেইসাথে সিল্ক রোডের এবং ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শহর হয়ে ওঠে।

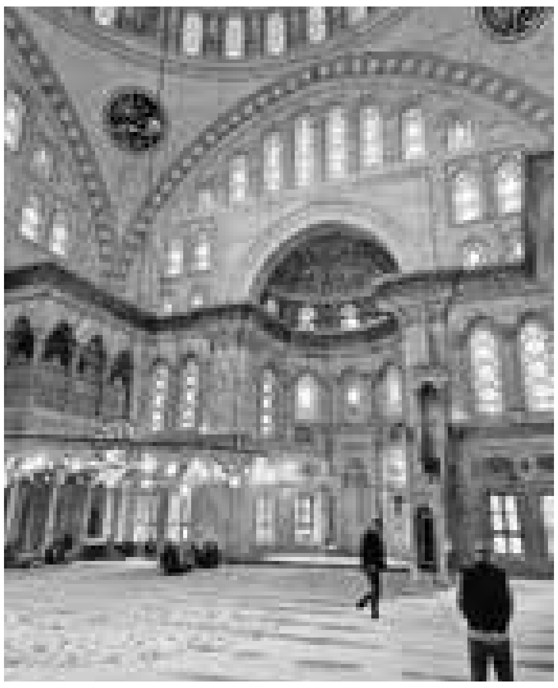

শহরটি প্রায় ১৬০০ বছরের বেশি সময় একাধারে রোমান/বাইজান্টাইন (৩৩০-১২০৪), ল্যাটিন (১২০৪-১২৬১), শেষ বাইজেন্টাইন (১২৬১-১৪৫৩), এবং অটোমান (১৪৫৩-১৯২২) সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল পতনের মাধ্যমে উসমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত রোমান/বাইজেন্টাইন সময়ে খ্রিষ্টধর্মের অগ্রগতিতে এই শহরটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯২৩ সালে তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দেশটির রাজধানী আঙ্কারায় স্থানান্তরিত করা হয়। যদিও আঙ্কারা শহরটি তুরস্কের প্রশাসনিক রাজধানী হলেও ইস্তাম্বুল আজও দেশটির ইতিহাস, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। ১৯৩০ সালে, শহরটির নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তাম্বুল রাখা হয়, যা এগারো শতক থেকে গ্রীক ভাষাভাষীরা কথোপকথনে শহরটিকে বোঝাতে ব্যবহার করত। সুত্রঃ উকিপিডিয়া

ই ভিসাঃ যাদের ইতিমধ্যে সেনজেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ডের ভিসা আছে তারাই এই ওয়েবসাইটে https://www.evisa.gov.tr/en/) গিয়ে ৬০ ডলার পরিশোধ করে খুব সহজেই ই ভিসা নিতে পারবেন। অথবা শুধুমাত্র ক্যাশ দিয়ে ইস্তানবুল এয়ারপোর্ট থেকেও নিতে পারবেন। আমি বাংলাদেশে থাকাকালীন ই- ভিসা করে নিয়েছিলাম, যার মেয়াদ ৬ মাস পর্যন্ত ছিল।

টার্কিশ এয়ারলাইন্সের যে সকল যাত্রীর যাত্রাবিরতি ৬-২৪ ঘন্টার মধ্যে তাদের জন্য কমপ্লিমেন্টরি ট্যুর ইস্তানবুল নামে একটি প্যাকেজ আছে। আমি এই প্যাকেজ নিয়েছিলাম। বিকাল ৪ টা থেকে রাত ৯ ৩০ মিনিট পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি ইস্তানবুল শহর।

একজন দক্ষ গাইড আমাদের সবাইকে নিয়ে একটি বাসে করে রওয়ানা দেই। ৪০-৫০ জনের একটা গ্রুপ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তানজিম নামে এক বাংলাদেশী ভাইকে পেয়েছিলাম। উনি জার্মানি থাকেন। যাই হোক আমাদের বহনকারি বাস ৪০ মিনিট পর ইস্তানবুল শহরে পৌছায়। পতিমধ্যে আমাদের গাইড মি ওকান বিভিন্ন ইতিহাস সম্পর্কে বর্ননা দেন। ইস্তানবুলের ঘর বাড়ি গুলা মোটামুটি একই ডিজাইনের। এটা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

বাস থেকে নেমে আমরা প্রথমে ইস্তানবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যাই। আঠারশ' শতাব্দীতে অটোম্যান সাম্যাজ্যের সময়ে নির্মিত মসজিদ নুরুওসমানিয়ে মসজিদ। মসজিদের নির্মান শৈলী মুগ্ধ করবে সবাইকে। মার্বেল পাথরের কি নিখুত গাথুনি। মসজিদে যখন প্রবেশ করি তখন আছরের ওয়াক্ত, তাই এই সুযোগে ঐতিহাসিক এই মসজিদে দুই রাকআত কছরের নামাজ আদায় করলাম। নামাজ পড়ে দেখি আমার গ্রুপের সবাই চলে গেছে, কারন নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে আমি ২ মিনিট পরে এসেছিলাম। আমার কাছে কোন মোবাইল নেটওয়ার্ক ছিল না। আল্লাহর রহমতে দুই টার্কিশ যুবক আমাদের সাহায্য করেছিল।

আমি গ্রান্ড বাজারের গিয়ে গ্রুপের পুনরায় যুক্ত হই। গ্রান্ড বাজার মুলত আমাদের দেশের গুলিস্তান মার্কেটের মত। কি নাই এখানে, গার্মেন্টস, জুয়েলারি, জুতা সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পন্যের ই দোকান রয়েছে। সবচেয়ে বেশী চোখে পড়লো মিষ্টির দোকান। বাহারি রকমের মিষ্টান্ন। এখানকার ব্যবসায়ীরা অনেক ধুর্ত মনে হল। তাই সাবধান। প্রায় ৬০০ বছরের পুরাতন এই মার্কেট। এই বাজারের দোকানী বাদে বাকি সবাই টুরিষ্ট ই মনে হল।

বাজার ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে চলে গেলাম ডিনারে। বিখ্যাত টার্কিশ কাবাব দিয়ে ডিনার শুরু করলাম। সাথে ছিল পাউরুটি, ভাত, সালাদ, স্পেশাল পানীয়, চাটনি। ডিনার শেষ করে আবার ইস্তানবুলের রাস্তায় বের হলাম। এত মানুষ, আমার মনে হয়েছে আমি ঢাকার গুলিস্তানেই আছি। আমাদের এবারের গন্তব্য ৬ শত বছরের পুরনো স্থাপনা থিও ডিওসিয়াস এর ওবেলিস্ক। এখানে কিছু ছবি তুলতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি শুরু হল। এই স্থাপনার পাশেই অবস্থিত বিখ্যাত ব্লু মসজিদ। এটাকে অনেকে সুলতান আহমেদ মসজিদ নামে চিনে। অটোম্যান সামাজ্যের সময়ে ১৬০৯-১৭ সালের মদ্যে আহমেদ-১ এটি নির্মাণ করেন। আমরা যখন এই মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করি তখন মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হল। বাইরে প্রচন্ড বৃষ্টি শুরু হল। মসজিদের ভেতরের কারুকার্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। প্রায় ১০ হাজার মুসল্লি একসাথে এই মসজিদে নামাজ আদায় করতে পারেন। রাতের মসজিদের লাইট গুলো যখন জ্বালানো হল , এক অন্যরকম দেখতে লাগছিল। সুলতান আহমেদ মসজিদের পাশেই অবস্থিত আরেক বিখ্যাত আয়া সোফিয়া। প্রায় ১৬৬৪ বছর আগের স্থাপনা এটি। খ্রিষ্ট্রীয় ধর্মাবল্মবীরা এটাকে চার্চ হিসেবে ব্যবহার করত। সুলতান ফাতিহ সুলতান মুহাম্মদ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর স্থাপনাটি মসজিদে রূপান্তর করেন। ৩১ মার্চ ২০১৮, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রেজেপ তাইয়িপ এরদোয়ান কুরআন তিলাওয়াত করে ফতেহ সুলতান মুহাম্মদসহ আয়া সোফিয়ার জন্য কাজ করা সকলের রূহের মাগফেরাতে মোনাজাত করেন। এবং ১০ জুলাই ২০২০ সালের রোজ শুক্রবার তুরস্কের শীর্ষআদালত এটাকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরের রায় ঘোষণা করেন। আদলতের রায়ের পর মসজিদে আজান দেওয়া হয়েছে যা প্রায় ৮৬ বছর পর।

দেখতে দেখতে কখন যে সময় শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল টের ই পেলাম না। ইস্তানবুল থেকে এয়ারপোর্টে ফেরার পথে বসফরাস সেতু দেখলাম যা এশিয়া আর ইউরোপ মহাদেশ কে যুক্ত করেছে। পরিশেষে যারা টার্কিশ এয়ারলাইন্সে ভ্রমন করেন, ইচ্ছা করলে এই ট্যুর ইস্তানবুল প্যাকেজ আপনারাও উপভোগ করতে পারেন। যাই হোক সংক্ষিপ্ত এই সফরে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরলাম। ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে ইস্তানবুল ।

৩১ মে ২০২৪ থেকে চলছে
শোকেইস সিনেমা ডি লাক্স ব্রডওয়ে, হিকসভিল
SHOWCASE CINEMA DE LUX BROADWAY, HICKSVILLE

GRAND SPONSOR
GOLDEN AGE
HOME CARE
PRESENTS
GOLD SPONSOR
utshob.com
save the smile
www.savethesmile.org
50 YEARS OF
SOULS
LIVE IN NYC
POWERED BY:
rivertel
JUNE 02, 2024, 7.30-11.00 PM
THE MARY LOUIS ACADEMY
176-21 WEXFORD TERRACE, JAMAICA ESTATES, NY 11432
FOR MORE INFORMATION: 929-538-7903, 516-263-3569
TICKET PRICE: SILVER:$25 GOLD:$50 VIP:$100 VVIP:$200
SCAN FOR TICKET
TICKETS AVAILABLE AT:
I HOPE DESIGN, 169-22 HILLSIDE AVENUE, JAMAICA, NY 11432
DHANSHIRI RESTAURANT, 169-28 HILLSIDE AVENUE, QUEENS, NY 11432
SMART CAFE, 168-45 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
HELLO BANGLADESH RESTAURANT, 3005 36TH AVE, ASTORIA, NY 11106
KHALIL BIRYANI HOUSE, 1457 UNIONPORT RD, BRONX, NY 10462
KHALIL BIRYANI HOUSE, 167-20 HILLSIDE AVE., JAMAICA, NY 11432
KHALIL BIRYANI HOUSE, 74-10 BROADWAY, ELMHURST, NY 11373
MASWALA
Fauma
ellexo
929-538-7903
cellaxs
phone repair
Flixza
ORGANIZE BY:
Deshi Music & Entertainment NY Inc
Galaxy media
Media Partner:
আজকাল
ঠিকানা
Print Partner:
ihope print.com

M & N HOME CARE
Best pay rate in the industry
CDPAP
PCA
HHA
$ 23.99
SNAP BENIFITS
HOUSING Assistance
CASH Assistance
Upto $ 21.282.68
Phone : 866-688-6922
Cell : 646-280-5001

Parkchester Medical
PARKCHESTER MEDICAL
পার্কচেস্টার মেডিক্যাল
WE WELCOME WALK INS
MEDICAL CENTER
718.828.6610
1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472
TEL: 718-828-6610
INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY
WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM
TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM
SATURDAY 9:00AM-3:00PM
WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.
শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র
আমরা বাংলায় কথা বলি
মেডিক্যাল সময়সূচি:
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
শনিবার
আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

ABRAMS
LAW GROUP
ABRAMS LAW GROUP
আব্রামস আইন গ্রুপ
INJURED?
WE CAN HELP!!
FREE
Accident
Consulation
Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?
Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.
WE ALSO HANDLE
CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
DEPORTATIONS | নির্বাসন
ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ
ATTORNEY AT LAW
MELANIE ABRAMS, ESQ.
RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.
GET HELP TODAY!
718-997-9797
104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 502
FOREST HILLS, NY 11375
abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc
প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রাণের মেলা

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
30 May 2024, Thursday, Issue 376

৩০ মে ২০২৪, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ২২ জিলকদ ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

অফশোর ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিট

প্রবাসীদের স্বদেশে বিনিয়োগের আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি চার ব্যাংকের আয়োজনে "অফশোর ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিট" প্রোগ্রামে ব্যাংকগুলোর শীর্ষ ব্যক্তিরা প্রবাসীদের স্বদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

"অফশোর" ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিট করে প্রবাসীরা ৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ পর্যন্ত লভ্যাংশ পেতে পারেন। সম্পূর্ণ অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রবাসীদের অর্থ সহজেই ডলারে বিনিয়োগ

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

দেশীয় চার ব্যাংকের উদ্যোগে ২৪ মে সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক লাগুরডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলে অফশোর ব্যাংকিং ফিক্সড ডিপোজিট' অনুষ্ঠান। এতেকমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৩৩তম নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

শেষ হল নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ৩ দিনে ৪১ জন প্রকাশক ভালোই বিক্রি করেছেন বাংলা বই। ২৭ মে সোমবার রাতে শেষ হয়েছে ৩৩তম আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলা। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে ৪ দিনের এই বইমেলায় ৪১টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করে। তারা তিন দিনে ঠিক কতো বিক্রি করেছে এর হিসেব না পাওয়া গেলেও বাণিজ্য খারাপ হয়নি,বলেছেন অনেকেই। নিউইয়র্কের স্থানিয় লেখকদেরও বই বিক্রি হয়েছে ব্যাপক।

২৪ মে শুক্রবার বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা বইমেলা উদ্বোধনের পর বই বিক্রির সঙ্গে চলছে কবিতা পাঠ, সেমিনার, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ বৈচিত্র্যময় সব আয়োজন। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এ আয়োজন পরিণত হয়েছে বিশ্ব বাঙালির মিলন উৎসবে।

বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা বলেন, শেষ হলো বাঙালি অভিবাসীদের সবচেয়ে বড় আয়োজন নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বই মেলা। মেলা উদ্বোধনের পর প্রতিদিন এসেছি এখানে। যতদূর বাংলা ভাষা ততদূর বাংলাদেশ এ কথাটির সত্যতা পুনর্বার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বইমেলায়। এ আয়োজন বিশ্ব বাঙালির এক মিলনস্থল হয়ে উঠেছে।

নিউ ইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাংলা বইমেলার অন্যতম আকর্ষণ মুক্তধারা/জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার। এর আর্থিক মূল্যমান ৩ হাজার ডলার। এবার এই পুরস্কার পেয়েছেন বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নিউ বাংলা বইমেলা উদ্বোধন করতে ২০০৪ সালে একবার এসেছিলাম, সেবার যুক্তরাষ্ট্রের চারটি শহরে বইমেলা হয়েছিল, আমিও গিয়েছিলাম নিউইয়র্ক, নিউ জার্সি, লসএঞ্জালাস এবং ডালাসে। আমি দেখেছি বাঙালিদের মধ্যে এক ঐক্যের সুর গ্রথিত করেছে এই বইমেলা। সেই বইমেলা আমাকে পুরস্কার দিয়েছে আমি অনেক সম্মানিত বোধ করছি, আনন্দ লাগছে খুব।

মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিত সাহা বলেন, প্রতিবছরই বাংলাদেশ থেকে আগত প্রকাশকদেরকে বিনামূল্যে দেয়া হয় বইমেলা স্টল। অংশগ্রহণকারী প্রকাশকদেরকে মধ্য থেকে একটি সংস্থাকে দেওয়া হয় চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশক পুরস্কার। এক হাজার ডলার মূল্য মানের এ পুরস্কার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

বাংলাদেশী মানি ট্রান্সমিটার এন্ড এজেন্টদের সংগঠন 'এবিএএমটিএ'র আত্মপ্রকাশ

যুক্তরাষ্ট্র

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে মামাস পার্টি হলে সংগঠনটির কমিটি গঠন ও নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক হয়।

ডেস্ক রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রস্থ ২৭টি মানি ট্রান্সমিটারস এন্ড এজেন্ট প্রতিষ্ঠান নিয়ে যাত্রা শুরু করলো "এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান মানি ট্রান্সমিটারস এন্ড এজেন্টস"।

১৭ মে শুক্রবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের মামাস পার্টি হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগঠনটির কমিটি গঠন ও নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। এসময় সানম্যান গ্লোবাল এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মাসুদ রানা তপনকে সভাপতি এবং এ্যাংকর ট্রাভেলস এন্ড মানি ট্রান্সফার এর সিইও এএসএম মাঈন উদ্দিন পিন্টুকে সাধারণ সম্পাদক করে আগামী ৩ বছরের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি এনামুল কবির, পরিচালক (ট্রেজারার) সিপিএ মোহাম্মদ চিশতী, পরিচালক- এএসএম মাঈন উদ্দিন বাবলু, জয়নাল আবেদিন, জাকির কামাল, মোহাম্মদ এম খান আপেল, ফারহান চৌধুরী, মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং কবির আহমেদ।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বি এ এক্সপ্রেসের প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মোঃ আতাউর রহমান।

পরবর্তীতে কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মোহাম্মদ মালেককে প্রধান উপদেষ্টা এবং বিএ এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও মোঃ আতাউর রহমান, সোনালী এক্সচেন্জ এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও দেবশ্রী মিত্র, প্লাসিড এক্সপ্রেস এর চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার এস এম রাকিবুজ্জামান হিমেল এবং শাকা এক্সপ্রেস এর প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও এএইচএম কাদেরকে উপদেষ্টা করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়।

এর আগে, অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

কমিউনিটি অপ:এডে মেয়র

এই গ্রীষ্মে চাকরির নতুন সুযোগ থাকবে

এইচ বি রিতা

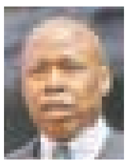

এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটির অর্থনীতি যে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই- বলেছেন সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্। সোমবার ২০ মে কমিউনিটি অপ:এড-এ তিনি দৃঢ়তার সাথে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, 'এই মুহুর্তে, নিউইয়র্ক সিটি একটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সম্মুখীন হচ্ছে যা চাকরি সৃষ্টি এবং সুযোগের ক্ষেত্রে রেকর্ডের পর রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছে। আমাদের শহরে, আমরা বেসরকারী খাতের চাকরির জন্য আরেকটি

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৫

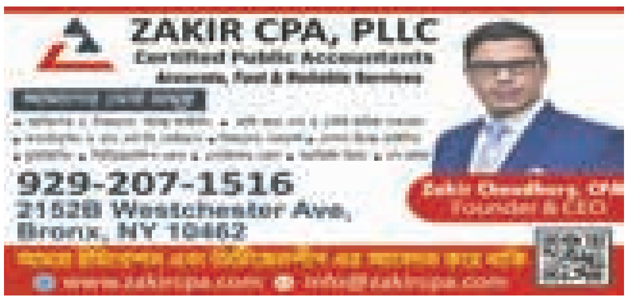

সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ**: news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন**: cm@prothomalony.com